মখমলের চাঁদোয়া টাঙান রহিয়াছে। তাকিয়া, বালিস, আস্তরণ ও চাঁদোয়ার চারিধারে স্বর্ণের ঝালর। এই স্থানে নবাব বসিয়া মন্ত্রণা করেন। এই ঘরের মধ্যভাগে একটী প্রকাণ্ড ঝাড় লণ্ঠন ঝুলান। এখন তাহা শত শত বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা প্রজ্বলিত হয়। চারি পার্শ্বে চারিটী শ্বেত প্রস্তরের সতরঞ্চ, দশ পঁচিশ প্রভৃতি খেলিবার টেবিল ও চারিটি নারী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। (Lord Carmichael আসিয়া এই ঘর দর্শকবৃন্দের জন্ম সর্ব্ব-প্রথম উদ্ঘাটন করেন।)

নবাবের Drawing room-এর টেবিলের উপর নানা প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির পোষাক পরিচ্ছদের চিত্র এল্‌বামেতে অঙ্কিত রহিয়াছে। আরও কতকগুলি ঘর দেখিলাম, সে গুলি তেমন সুসজ্জিত নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে নবাবের ঐ ঘরগুলি ভাল করিয়া হিন্দুদিগের ছবিতে সজ্জিত করিবার ইচ্ছা আছে। কয়েক খানি হিন্দু ছবিও রহিয়াছে, রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি, গঙ্গাবতরণ, গৌর নিতাইয়ের কীর্ত্তন প্রভৃতি হিন্দু-চিত্র আছে। নবাবের Palaceএ জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির নানা রকমের চিত্র আছে; প্রাকৃতিক দৃশ্য, তৈল-চিত্র, দাম্পত্য-প্রেমের তৈল-চিত্র, যুদ্ধ বিগ্রহ, সমাধি প্রভৃতি অনেক প্রকারের দৃশ্য আছে। মুর্শিদাবাদের সর্ব্বপ্রধান মেলা, যাহাকে "বেড়া" বলে, অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই মেলা উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে। এই "বেড়া" মেলার একখানি তৈল-চিত্র রাজপ্রাসাদে আছে।

নবাবের বাগান দেখিলাম, কৃত্রিম পাহাড়, কৃত্রিম ঝরণা ও নদী দেখিলাম, মাঝে মাঝে আলোক-হস্তে প্রস্তরনির্ম্মিত নারীর প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গঙ্গাতীরে যে স্থানে বসিয়া নবাব বেগমদিগকে লইয়া সান্ধ্যবায়ু সেবন করেন, তাহাও দেখিলাম।

এই নবাব প্রাসাদ—যাহা যুগ যুগান্তর ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তেমনি অটুট ও নূতন রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয় যেন ইহা কখনও মলিন হইবে না। প্রতি বৎসর কত স্থান হইতে কত লোক আসিয়া ইহা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতেছে।

নবাবপ্রাসাদের অপর পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড ইমামবাড়ী দেখিলাম; মহরমের সময় ইহা খুব ভাল করিয়া সাজান হয়।

মুর্শিদাবাদের নিকটে কাট্‌রা নামক একটী স্থান আছে; সেখানে পূর্ব্বে একটী খুব বড় মস্‌জিদ ছিল, এখন তাহার ভগ্নাবশেষমাত্র অবশিষ্ট। জাফর খাঁ নামক একজন নবাব জীবিতকালে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন; মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার অনুতাপ হয় এবং তাঁহাকে জীবন্ত কবর দিতে বলেন ও ইহাও বলিয়া-ছিলেন যে, এমন স্থানে কবর দেওয়া হয় যেন লোকে তাহার কবরের উপর পদধূলি দিয়া যায়। ঐ মসজিদের সিঁড়ির নীচে এমন ভাবে তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে যে, মস্‌জিদের ভিতর প্রবেশ করিতে হইলে কবরের উপর দিয়া যাইতে হয়।

একটী কামান দেখিলাম, সেটী নিকটস্থ ঝিল হইতে বন্যার তোড়ে ভাসিয়া আসিয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষের trunk-এ আটকাইয়া গিয়াছে, ইহা ১২ হাত লম্বা।

"কুলসসরিয়া" নামে আর একটা স্থান দেখিলাম। সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় কাঙ্গালী-ভোজন হয়। সেখানেও অনেক মুসলমানের কবর দেখিলাম।

নবাব বাহাদুরের পুরাতন মস্‌জিদ দেখিলাম। সেখানে Keating সাহেবের কবর দেখিলাম। ঐখানে একটী ইঁটের পাঁজা আছে, তাহা এক্ষণে মসজিদের দেওয়াল দিয়া বেষ্টিত। প্রবাদ আছে যে, ঐ ইঁটের পাঁজার মধ্যে অনেক টাকা আছে। তাহা Keating সাহেব জানিতে পারিয়া লইতে আসেন। তিনি যখন পাঁজার ইট সরাইয়া অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন এক-জন মুসলমান ফকির মস্‌জিদ হইতে তাঁহাকে বলিল "ওরে সাহেব তুই ওখানে কি করিতে-ছিস্, তুই নিশ্চয় মরিবি।" সাহেব নিষেধ সত্ত্বেও যেমন একখানি ইঁট সরাইয়াছে, তাহার মুখ হইতে গল্‌গল্‌ করিয়া রক্ত বাহির হইল ও কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মৃত্যু হইল।

ঐ মস্‌জিদের পশ্চাৎ দিকে একটী প্রশস্ত ঝিল আছে। ইহার নাম "মতিঝিল"। ইহা এত বড় যে, লোকে অনুমান করেন ইহা পূর্ব্বে গঙ্গার একটী অংশ ছিল; কালে স্রোত বন্ধ হইয়া বৃহৎ ঝিলে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে মুক্তা, সুক্তি, ঝিনুক প্রভৃতি পাওয়া যাইত, সেজন্য উহার নাম "মতি-ঝিল"। ইহাতে এখন অনেক মাছ পাওয়া যায়। নবাবের বাগান-বাড়ীর মধ্যে Green house ও Band stand দেখিলাম, নবাব যে স্থানে খেলা করেন, তাহা দেখিলাম।

বহরমপুর হইতে ট্রেণে করিয়া মুর্শিদাবাদ যাইতে হইলে, Lord Clive সর্ব্বপ্রথম যে বাড়ীতে আসিয়া উঠেন, তাহা দেখা যায়। উহাও দেখিলাম।

মুর্শিদাবাদের ব্রাহ্মসমাজও দেখিলাম, তাহা এক্ষণে ভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা নবাবের অস্ত্রাগার আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে। কত প্রকারের ছোট বড় কামান, বন্দুক, গুলি, গোলা, তরয়াল, ঢাল, বর্শা প্রভৃতি দেখিলাম, তাহা এই ক্ষুদ্র শক্তিতে বর্ণনা করিতে অক্ষম। ইহা দেখিয়া অতীত কালের সেই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ চিত্রখানি যেন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম।

শ্রীসুষমা সিংহ,

বহরমপুর।

আশীর্ব্বাদ।

শীতের কুহলিময় পূরব আকাশে,
পট্টবস্ত্রে সুসজ্জিতা শুভ্র উষারাণী।
অধরে পুণ্যের ছায়া সুমধুর হেসে,
চেয়েছিল ফুল্লাননী গাহি আগমনি॥
উপনার ডালি বাহি আনিয়াছে সাথে
ছুটায়ে অমিয়ধারা আকুলি পরাণ।
ত্রিদিব মন্দার গুচ্ছ ঝরিল প্রভাতে
কুড়াইনু আঁচল পাতি দেবতার দান॥
চিরদিন প্রমুদিত নবীন সুন্দর
উজলিয়া থাক এই সাধের কানন
সৌরভে কররে প্রীত সকল অন্তর
মঙ্গল আলোক তুই হৃদয়-নন্দন॥

শ্রীসুনীতি দেবী।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

নমিতার পিতা, স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র মিত্র, মহাশয় লোক ছিলেন। তিনি স্বল্প-কাল-ব্যাপী কর্ম্ম-জীবনের অঙ্কে তেমন কিছু মহদনুষ্ঠানের চিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, অকপট সরলতা ও উদার সহৃদয়তার কথা স্মরণ করিয়া এখনও, আত্মীয় স্বজনের কথা দূরে থাকুক, অনেক নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিও তাঁহার নামে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না।

নিজের অদম্য অধ্যবসায়বলে, নিঃসহায় নির্ব্বান্ধব যাদবচন্দ্র যৌবনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় তিনি বিবাহ করেন। বিবাহের কিছু দিন পরেই তিনি মহাত্মা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

ধীর বিবেচনা-শক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা এবং অগাধ সত্যনিষ্ঠার বলে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিলেও ব্যবসায়ে আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু সেই অকৃতকার্য্যতা তাঁহার জীবনে যে শান্তি, যে সন্তোষ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহাতেই তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন।

যথাক্রমে তাঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ পুত্র অনিলের অপেক্ষা কন্যা নমিতা দুই বৎসরের ছোট; নমিতার পর বিমল ও অপর কন্যা সমিতা জন্ম গ্রহণ করে। সমিতার জন্মের প্রায় পাঁচ বৎসর পরে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সুশীলকুমার ভূমিষ্ঠ হয়।

পুত্রকন্যাগুলিকে যথোপযুক্তরূপে শিক্ষা দিতে তিনি একটুকুও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, তিনি তাহাদের শিক্ষার ভার বিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই; নিজেও সর্ব্বদা শিক্ষকের যত্ন, পিতার স্নেহ, বন্ধুর সহৃদয়তা ও পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ বিচারনৈপুণ্যে তাহাদের চরিত্রগঠনে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে সন্তানগণ বুঝিয়াছিল যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু আত্মাভিমান নহে, শিক্ষা জীবনের উন্নতলক্ষ্যে অগ্রসর হইবার পন্থা মাত্র।

যে বৎসর নমিতা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেই বৎসর অনিলও ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া পিতার নির্দেশক্রমে চিনা মাটীর কাজ ও অপরাপর প্রয়োজনীয় শিল্পবিদ্যা শিক্ষার্থ বিদেশে গমন করে। পিতা কন্যার মানসিক প্রবৃত্তিপ্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহাকে চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষার্থে কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

যাদব বাবু সমস্ত জীবনের উপার্জ্জনের ফলে কলিকাতায় একখানি বাড়ী ও কয়েক সহস্র মুদ্রা ভিন্ন আর বেশী কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। পুত্র অনিল যখন বিদেশে যায়, তখন তিনি তাঁহার সমুদয় সঞ্চিত

অর্থের একটী কপর্দ্দকমাত্র অবশিষ্ট না রাখিয়া সমস্ত অনিলের হাতে তুলিয়া দেন। তাঁহার এই দুঃসাহসিকতায় অনেকেই দুঃখিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পূর্ব্বাপর ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিলেন, কোন প্রতিকূল ঘটনাতেই বিচলিত হন নাই, তাই বন্ধুবর্গের হিতৈষী মন্তব্যে ধন্যবাদ দান করিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্কল্প-অনুযায়ী কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

নির্ব্বিঘ্নে একটী বৎসর কাটিয়া গেল। নমিতা ক্যাম্বেলে প্রথম-বার্ষিক-শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু সেই সময় সহসা জ্বর-বিকারে আক্রান্ত হইয়া পিতা ইহধাম ত্যাগ করিলেন,—সংসারটা আকস্মিক মেরুদণ্ড-ভ্রষ্ট প্রাণীর মত অবলম্বন-হীন-রূপে ভয়াবহ অবস্থা-স্তরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, নমিতার পড়া-শুনা বন্ধ হইল।

পিতা মৃত, অভিভাবক ভ্রাতা বিদেশ-গত; ছোট ছোট ভাই ভগিনীর প্রতিপালন, এবং বিধবা জননী ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গ্রহণের দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। এরূপ অবস্থায় পড়িলে অন্যে কি করিত বলা যায় না, কিন্তু নমিতা ধৈর্য্যচ্যুত হইল না। শিক্ষালোকের সাহায্যে সে বিশ্বসংসারের যতটুকু চেহারা দেখিতে পাইয়াছিল, তাহাতে বুঝিয়াছিল যে, সংসারে অসুবিধা চির দিনই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, এবং থাকিবেও,—কিন্তু অসুবিধা নিবারণের উপায়ও ভগবান্ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন। মানুষের কর্ত্তব্য, শুধু উপযুক্ত ক্ষেত্রে শক্তির সদ্ব্যবহার করা। নমিতা সত্বর কোন একটা উপার্জ্জন-পন্থা আবিষ্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। বিদেশগত অনিলকে সাংসারিক দুর্ঘটনার বিষয় সমস্ত জানাইয়া বা প্রশ্ন-পরামর্শের দ্বারা উৎকণ্ঠিত করিয়া তোলার কিছুই আবশ্যক বিবেচনা করিল না, দিবারাত্র শুধু নিজের কর্ত্তব্য-সাধন করিতে লাগিল।

চেষ্টার ফলে শীঘ্রই দুই চারিটা শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিল, কিন্তু নমিতা দেখিল সেরূপ অল্প বেতনে কলিকাতায় সংসার-খরচ চালান দুঃসাধ্য,—তাহা ছাড়া ভাবিয়া দেখিল, যখন পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ আহরণ করিতেই হইবে, তখন যথাসাধ্য তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত—নিজের দিক দিয়া সেখানে সুখ সুবিধাটাকে বড় করিয়া দেখিলে চলিবে না। নমিতা ক্যাম্বেলের কর্ত্তৃপক্ষকে ধরিয়া দার্জ্জিলিঙের নিকটবর্ত্তী কোন এক সহরের হাঁসপাতালে শুশ্রূষাকারিণীর কাজ গ্রহণ করিয়া সেইখানে চলিয়া গেল; বিমল, সমিতা ও সুশীল কলিকাতায় মাতার কাছে রহিল।

তাহার পর যথাক্রমে হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবের পত্রে ও নমিতার পত্রে বিদেশবাসী অনিল একে একে সমস্ত সংবাদ শুনিতে পাইল। সংবাদ সকল শুনিয়া সে প্রথম প্রথম দেশে ফিরিবার জন্য বড়ই উতলা হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শেষে নমিতার পরামর্শানুসারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শান্ত হইল। আরদ্ধ শিক্ষাটাকে ত্যাগ করা যেমন সহজ, তেমনই নিষ্ফল,—কিন্তু ইহাকে চোখ কাণ বুজিয়া সমাপ্ত করিয়া তোলা যতই কঠিন হউক না কেন, ইহা ভবিষ্যতের পক্ষে যে যথেষ্ট সুফলজনক তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অনিল চোখ কাণ বুজিয়া খাটিতে লাগিল। কনিষ্ঠ ভগিনী হইলে কি হইবে, নমিতাকে সে নিজের অপেক্ষা অনেক

অংশে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিত, পূর্ব্বাপর তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিত,—এখন অভাবের মুখে তাহার স্বেচ্ছা-স্বীকৃত-গুরু-দায়িত্ব-বহন-ক্ষমতাকেও অনিল অগ্রাহ্য করিতে পারিল না; বিশেষতঃ নমিতা যখন লিখিল—"পিতা যেমন উচ্চ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তোমাকে বিদেশে শিক্ষা-লাভার্থে পাঠাইয়াছিলেন, তেমনই আমরাও প্রাণপূর্ণ নিষ্ঠায় ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, ঐকান্তিক চেষ্টায়, তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে যত্ন করিব; যদি শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার একটুকুও সন্তোষ বিধান করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সন্তানত্ব সার্থক বলিয়া জানিব, এবং জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিব;"—তখন অনিল অশ্রু সহিত অন্তরের সমস্ত দ্বন্দ্ব সংশয় মুছিয়া, ঘন-কম্পিত-হস্তে তিন ছত্রে সমাপ্ত করিয়া নমিতাকে একখানি পত্র লিখিয়া, নিজের কাজে মন দিল; এবং নমিতাও সেই পত্র পাইয়া আশ্বস্তচিত্তে জগদীশ্বরকে প্রণাম করিল।

কিছুদিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিল। তাহার পর নিজের চেষ্টায় ও কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে নমিতা যে হাঁসপাতালে কাজ করিতেছিল তথা হইতে বদলী হইয়া করমগঞ্জের হাঁসপাতালে আসিল। এখানে সকল বিষয়ের সুবিধা দেখিয়া, সে কলিকাতার বাড়ীখানি ভাড়া দিয়া, মাতা ও ভাই ভগ্নীগণকে এখানে লইয়া আসিল এবং বিমলকে স্থানীয় হাইস্কুলে ও সমিতাকে বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিল। আর্থিক অসচ্ছলতা প্রযুক্ত সুশীলের পড়ার জন্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিল না, আপাততঃ সে ভার নিজের স্কন্ধেই লইল—নিজের খুব বেশী কাজ পড়িলে বিমলের উপর সুশীলের তত্ত্বাবধানের ভার দিত; কখনও কখনও সমিতারও যে, সে কাজে ডাক পড়িত না, এমন নহে,—কিন্তু কাজটা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠিত একমাত্র নমিতারই হস্তে। সুশীলকে বাগাইয়া চালান অপরে তেমন সুবিধা-জনক ব্যাপার মনে করিত না।

কলিকাতার বাড়ী-ভাড়ায় এবং নিজের উপার্জ্জনে এখন সংসারের অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হইল; অধীনস্থ কর্ম্মিগণের উপর নিয়ত করুণাময়ী মিস্ স্মিথের যত্ন থাকায় নমিতার বাহিরেও কিছু কিছু উপার্জ্জন হইতে লাগিল। মিস্ স্মিথ তাঁহার অপর শুশ্রূষাকারিণী—খৃষ্টান যুবতী মিসেস দত্ত ও মিস্ চার্ম্মিয়ানকেও স্নেহ করিতেন, কিন্তু স্বভাবমাধুর্য্য এবং কার্য্য-নৈপুণ্য হেতু নমিতাকেই বেশী ভালবাসিতেন। অল্প দিনের পরিচয় হইলেও নমিতা মিস্ স্মিথের অনেকখানি হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আর নমিতাও যে কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাকে শুধু অন্য পাঁচ জনের মত শ্রদ্ধা সম্মান দেখাইয়া চলিত — এমন নহে, তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্যকে নমিতা অন্তরের সহিত ভক্তি করিত এবং এই বিদেশে তাঁহাকে শুভাকাঙ্ক্ষিণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিভাবিকা বলিয়া মনে করিত।

মিস্ স্মিথ ইংরেজকন্যা, সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা। কি কারণে বলা যায় না, আযৌবন বিবাহের প্রতি তাঁহার গভীর ঔদাসীন্য প্রযুক্ত তিনি চির-কুমারী। মৃতা সহোদরার একটী পুত্রকে লালনপালন করিয়াছিলেন, তাহাকে

অবসরে লেখাপড়াও শিখাইয়াছিলেন, সে এখন সিবিলিয়ান হইয়া ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই তাঁহার একমাত্র আত্মীয়। মিস্ স্মিথের ধাত্রীবিদ্যার হাত-যশ ছিল, তজ্জন্য তাঁহার সরকারী উপার্জ্জনের তুলনায় বে-সরকারী উপার্জ্জন দ্বিগুণ হইত। দরিদ্রের প্রতি করুণা-প্রবণ-হৃদয়া এই নারীর দানশীলতাও যথেষ্ট ছিল—মিস্ স্মিথ অর্থের সদ্ব্যয় কিরূপে করিতে হয়, তাহা জানিতেন। কেহ কোন দিন তাঁহাকে অর্থ ভোগ-যোগ্য আত্মীয়ের জন্য আক্ষেপ করিতে শুনে নাই, বরং অনেকে সম-বেদনার স্বরে তাঁহার সমক্ষে সে প্রসঙ্গ তুলিয়া শেষে লজ্জা ও বিস্ময়ের সহিত নিরুত্তর হইতে বাধ্য হইত। মিস্ স্মিথ বলিতেন, পৃথিবীতে যিনি আমায় যতটুক সাহায্যের সুযোগ দেন, আমি তাঁহার কাছে ততটুকু কৃতজ্ঞ; আমার ধনের যোগ্যাধিকারী,—পৃথিবীর প্রত্যেক অযোগ্য, উপায়হীন, দরিদ্র ব্যক্তি; আর আমার সন্তান?"—মিস স্মিথ হাসিয়া কথাটা সমাপ্ত করিতেন, প্রতিপক্ষ এইখানেই পরাভব মানিত।

৬

পূর্ব্বদিন রাত্রে মিস্ স্মিথের সহিত একটা 'কলে' গিয়া, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, নমিতা যখন বাড়ী ফিরিল, তখন বেলা সাড়ে দশটা। গত রাত্রে সাড়ে এগারটার সময় 'ডাক' পাইয়া মিস্ স্মিথ নমিতাকে হাঁসপাতাল হইতেই লইয়া চলিয়া যান। আহ্বানকারী ভদ্রলোকটী স্থানীয় জজ কোর্টের উচ্চপদস্থ গণ্য মান্য ব্যক্তি। তাঁহার কন্যাকে প্রসব করাইয়া মিস্ স্মিথ রাত্রি এগারটার সময় ফিরিয়া আসেন, কিন্তু অল্পবয়স্কা প্রসূতি প্রসবের পর বারম্বার মূর্চ্ছিত হওয়াতে নমিতা সারারাত্রি শুশ্রূষার জন্য সেখানে থাকে। সকালে মিস্ স্মিথ গিয়াছিলেন, রোগিণী তখন অনেকটা ভাল; মিস্ স্মিথ বলিলেন এখনও নমিতাকে সেখানে কয় দিন যাওয়া আসা করিতে হইবে; কারণ শিশুটী অত্যন্ত ক্ষীণ এবং রোগিণীরও পরিচর্য্যা আবশ্যক।

ক্লান্তদেহে অনিদ্রা-শুষ্ক-মুখে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে নমিতা আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। বাহিরের 'চলন' ঘরের চৌকাঠ পার হইয়াই—নমিতা অবাক হইয়া দাঁড়াইল! দেখিল, সুশীল এক চড়ুই পাখীর পায়ে মোটা 'টোয়াইন্' সূতা মজবুত করিয়া বাঁধিয়া, তাহাকে উড়াইয়া উড়াইয়া মহা উল্লাসে খেলা করিতেছে। পাখীটা প্রাণপণ-শক্তিতে উড়িবার চেষ্টায় ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া ধপ ধপ পড়িয়া হাঁপাইতেছে, আবার ডানা ঝট্‌পট্ করিয়া উড়িয়া যাইতেছে,— বন্ধন-রজ্জুতে আটকাইয়া, পুনশ্চ থরথর-কম্পিত দেহে মেজেয় লুটাইয়া ধড়্‌ফড়্ করিতেছে;—আর বালক ভৃত্য রামশঙ্কর কতকগুলা জবাফুল একটা সূতায় গুচ্ছবদ্ধ করিয়া—ভয়-কাতর পাখীটার সম্মুখে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে সার্কাশের জকারের মত নাচিতেছে! তাহার নৃত্য নৈপুণ্যের বিচিত্র কৌশলে সুশীল এবং যুবক পাচক গৌরী পাঁড়ে মুখে হাত চাপা দিয়া প্রবল হাস্যাবেগে অধীর হইয়া উঠিয়াছে!

নমিতাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া, রাম শঙ্কর গোয়ালার অদ্ভুত নৃত্যলীলা অকস্মাৎ সমাপ্ত হইয়া গেল। সুশীলও তাড়াতাড়ি পাখীটাকে খাঁচায় পুরিল, গৌরী পাঁড়ের

হাস্যোচ্ছ্বাস বন্ধ হইল, তাহাদের স্ফূর্ত্তি-কৌতুকের ত্রস্ত-বিবর্ত্তন ভঙ্গীটা এমনই তীব্র হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিল যে, নমিতাও আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া—সামলাইয়া লইয়া বলিল, "এই পাখী নিয়ে খেলা হচ্ছে! আজ বুঝি আপনার পড়াশুনা মোটেই হয় নি?"

অবশ্য এ স্থলে প্র-জল্পিত 'আপনার' সর্ব্বনামটা শ্রদ্ধা ভক্তির গুরুত্ব নিবন্ধন বা সবিনয় শিষ্টতার অনুরোধে প্রযুক্ত হয় নাই,—ইহার গূঢ়ার্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ! সুশীল বুঝিল। সে ছুতা পাইয়া কষ্টরুদ্ধ হাস্যবেগ তৎক্ষণাৎ সোচ্ছ্বাসে মুক্ত করিয়া দিয়া, খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল "সে হয়ে গেছে মেজদার কাছে, মেজদা তোমায় খুঁজতে গেছে, তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে?"

ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত নমিতা বলিল "আমার সঙ্গে? কই নাত! সে কি আজ স্কুল যায় নি?"

"স্কুল! হা-হা-হা-হা! আজ যে রোব্বার দিদি!"

অপ্রতিভ হইয়া নমিতা সুশীলের দিক হইতে দৃষ্টি তুলিয়া লইল, চপলপ্রকৃতি বালক এখনই হয়তঃ তাহাকে আবার হাসাইয়া ফেলিবে! সে মুখ ফিরাইয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

নমিতার সম্মুখে অপ্রস্তুত হইয়া, ভৃত্য ও পাচক এতক্ষণ পলাইবার ছুতা খুঁজিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল। নমিতাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দ্বারপার্শ্ববর্ত্তী পাঁড়ে ঠাকুর নিতান্ত নিরীহ আকৃতির কূর্ম্ম-অবতারের মত গলা বাড়াইয়া মিটিমিটি চক্ষে চাহিয়া বলিল "আপ্‌কো চা-পানি বইল,' হোনে দেগা দিদিমায়?"

নমিতার পক্ষে 'দিদিমা-য়' সংজ্ঞাটুকু ঠিক ন্যায়ের যুক্তিসিদ্ধ না হইলেও কেহ কোন দিন সে কথা লইয়া তর্ক করে নাই, কারণ ইহা ভৃত্যগণের স্বেচ্ছা-দত্ত উপাধি। ভৃত্যেরা নমিতাকে শুধু 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারিত না, কারণ নমিতার মাতা-রূপিণী 'মায়জী' বাড়ীতে বর্ত্তমান, অথচ তাহাকে শুধু 'দিদি' বলিয়া ডাকিতেও বোধ হয় ইহাদের মুখে বাধিয়া যাইত; তাই ইহারা উভয় সম্বোধন সংযোগে এই পছন্দসই অভিধানটি বাহাল করিয়াছে।

পাঁড়ে ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে পুনশ্চ প্রশ্ন করিয়া নমিতা জানিল যে, ঠাকুরের সমস্ত রন্ধন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং এখনও উনানে যথেষ্ট আগুণ আছে। নমিতা বলিয়া দিল যে, চায়ের জল যেন অর্দ্ধ ঘন্টা পরে প্রস্তুত করা হয়, কারণ আগে সে স্নান করিবে।

গৌরী পাঁড়ে আর সেখানে অপেক্ষা করা সুবিধাজনক নহে বিবেচনা করিয়া, ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইল; রামশঙ্করও কষ্ট-সৃজিত 'ভাল-মানুষী'-ভরা মুখে ধীরে ধীরে তাহার অনুবর্ত্তী হইতেছিল, কিন্তু সেই সময় নমিতা সুশীলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "পাখীটার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধেছ, ওটাকে মেরে ফেল্‌বার জন্যে বুঝি? ওটা ধর্‌লে কে?"

সুশীল তিরস্কার সম্ভাবনা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে মনোযোগী হইল। সে নমিতাকে জানাইল যে ইতিপূর্ব্বে

পাখীটাকে করায়ত্ত করিবার দুরভিসন্ধি তাহার মস্তিষ্কে আদৌ উদ্ভূত হয় নাই, কেবল গৌরী পাঁড়ে ও রামশঙ্কর দুই জনে তাহাকে পাখী লইয়া খেলাইবার সঙ্কল্পে প্রবুদ্ধ করিয়াছে মাত্র, এবং উহারাই দুই জনে পাখীটাকে যে রান্নাঘরের ভিতর ধরিয়াছে—সে কথা বলিতেও ভুলিল না।

গৌরী পাঁড়ে ততক্ষণে চৌকাঠের বাহিরে গিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, কিন্তু রামশঙ্কর তখনও গৃহের বাহির হইতে পারে নাই; সুশীলের কথায় সে প্রমাদ গণিল। কৌশলে কাঁড়া কাটাইবার জন্য সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বিনয়াবনত দৃষ্টিতে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল "জী আপ্‌কো আসনান্-কি পানি তিনো টব্ উঠায় গা ?"

তাহার ধূর্ত্ততা দেখিয়া নমিতা ঈষৎ হাসিল। সস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "তিনো টব নেই বাবা, দুনো টব সে হোগা,—"

রামশঙ্কর অধিকতর শান্তশিষ্টভাবে মাথা নত করিয়া বলিল "মগর্ খোঁথা বাবু যো আপ্‌কো বাস্তে আধিতক্ আস্‌নান্ কিয়া নেই।"

নমিতা সুশীলের দিকে চাহিয়া বলিল "চান্ করিস্ নি কেন রে ?"

সুশীল বিপদে পড়িল। ইহাদের সকল ভাই বোনেরই সকালে স্নান করা অভ্যাস। সুশীলকে স্নানের সময় নমিতা সাহায্য করিত, অপরের সাহায্য সুশীলের মনঃপূত হইত না। ক্বচিৎ নমিতার কাজের বেশী ভিড় পড়িলে তাহাকে ছোটদিদির হাতে পড়িতে হইত, সেটাও অবশ্য নমিতার নির্দ্দেশক্রমে; আজও অবশ্য স্নানের সময় 'ছোটদিদি' তাহাকে ডাকাডাকি করিয়াছিল, কিন্তু সে সময় সন্ত-ধৃত পাখীটা লইয়া সুশীল ঘোরতর ব্যস্ত থাকায় তাহার আহ্বানে কর্ণপাত করে নাই। এখন নমিতার 'কেন' প্রশ্নের উত্তরে রামশঙ্করের কথিত 'আপকোবাস্তে' উত্তরটা প্রয়োগই সে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বিবেচনা করিল; চক্ষুদ্বয় যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া, ঢোক গিলিয়া বলিল "এই তুমি আসনি কিনা—তাই। যাও শঙ্কর, দিদিমায় কি সাত হামারাভি আসনান্-কি পানি উঠায় দেও।"

শঙ্কর বিদায় হইলে নমিতা পাখীকে অনর্থক কষ্ট দিয়া খেলার জন্য ও ভৃত্যবর্গের নিষ্ঠুর আমোদে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য, সত্য সত্যই সুশীলাকে কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা করিল। পাখীর পায়ের বাঁধন তখনই খোলা হইল, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় বহুক্ষণব্যাপী টানাটানির ফলে পা-টা কিছু আহত হইয়া গিয়াছিল, বেচারী উড়িতে গিয়া পড়িয়া গেল। তাহার দুর্দ্দশায় অনুতপ্ত সুশীল তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিয়া সকাতরে বলিল, "একে এখন ধামা চাপা দিয়ে রাখি দিদি, পায়ে আইডিন্ লাগিয়ে দেব, ব্যথা সারলে কাল পরশুর মধ্যে উড়িয়ে দেব এখন, কি বল ?"

ক্ষুণ্ণভাবে নমিতা বলিল "অগত্যা, কিন্তু আইডিন্ লাগান'র কাজটা না করাই সব চেয়ে ভাল ছিল, ছিঃ অমন করে কি কষ্ট দিতে আছে ?"—ভাইটীর বিষণ্ণ-মলিন মুখের পানে চাহিয়া নমিতা থামিল, আর বেশী বলা অনুচিত!—প্রসঙ্গটা ফিরাইয়া লইয়া সস্নেহে বলিল "বাড়ীর ভেতর আয়।"

উভয়ে বাড়ীর মধ্যে চলিল, চলিতে চলিতে নমিতা বলিল "হ্যাঁরে, বিমল কি আমায় খুঁজতে হাসপাতালে গেছে ?"

সুশীল মাথা নাড়িয়া বলিল "না, হাঁস-পাতাল থেকে তুমি যে কাল মিস্ স্মিথের সঙ্গে 'কলে' গেছ, সে কথাত কাল রাত্রেই তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার বলে গেছে, তবে..."

বাধা দিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত নমিতা বলিল "তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার? কই আমার সঙ্গেতো তাঁর দেখা হয়নি, আমিতো সর্দ্দার মেথরকে বাড়ীতে খবর দিতে বলে গেছলুম।"

সুশীল বলিল "সর্দ্দার মেথরই আসছিল, কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, আহা কষ্ট করে আবার এতটা পথ আসবে?—তাই তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার তাকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেই এসে বলে গেল, ও-লোকটি খুব ভালমানুষ কিনা?"

পরিহাসের স্বরে নমিতা বলিল "সত্যি নাকি? লোকটি তাহলে তোমার মত নয়?"

সোৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া সুশীল বলিল "নাঃ, মোটেই না, ও-লোকটি বেশ ভাল লোক,—ও এসে কাল কাকে ডাক্‌লে জান? আমাকে! —আমাকেই চেনে কি না! তারপর মেজ্‌দা বেরিয়ে যেতে সব বল্‌লে; আজ আমরা এত-ক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌লুম, মা ভাব-ছিলেন কি না—তাই মেজ্‌দা মিস্ স্মিথের কুঠীতে তোমার খবর আন্‌তে গেল।

উভয়ে আসিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল; সম্মুখে রৌদ্রালোক-ঝলসিত, ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার মাটীর উঠান, উঠানের ও-পাশে টালির ছাদ-যুক্ত বারেন্দা ও সারি সারি কয়খানি একতলা ঘর, বামদিকে কূপযুক্ত প্রাচীর-ঘেরা স্নানাগার। অন্য দিকে খড়ের ছাওয়া রান্নাঘর; তাহার পাশে সুশীলের সযত্ন-পালিত ছাগলের একটি ক্ষুদ্র চালাঘর। চালাঘরের খোয়া-পিটান মেঝের উপর বসিয়া ছাগমাতা দুইটি সদ্যোজাত শাবক লইয়া,—টাট্‌কা ডাল-ভাঙ্গা কতকগুলা পাতা ঘন ঘন চোয়াল নাড়িয়া, সাগ্রহে চর্ব্বণ করিতেছিল। বৎস দুইটি ইতস্ততঃ লাফাইয়া খেলা করিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

কাঙ্গালী।

আশা-পথ তব চাহিয়া
ভগ্ন মন প্রাণ কত দিন আর,
রাখিব এমন বাঁধিয়া?
যতই আমারে রাখনা ভুলায়ে
দেখাইয়ে প্রলোভন,
তত হায়! মোর কেঁদে উঠে হিয়া
প্রবোধ মানে না মন।

নাহি ঠাঁই কিগো চরণে?
এ জীবন কিগো লক্ষ্য-হারা-প্রায়,
ভাসিবে এমন ভুবনে?
রূপ-গুণ হীন হয়েও ধুতুরা
শিব-পদে পায় ঠাঁই,
হলেও নগণ্য আমিও তেমতি
শুধু যে চরণ চাই।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

পেশীমণ্ডল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বালকেরা কি ভাবে দণ্ডায়মান হয়, তৎপ্রতি পিতা মাতা এবং শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত। যদি বাল্যকালে বালকেরা ঝোঁকা শিক্ষা করে, তবে বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয়ই তাহারা বক্র হইয়া পড়িবে। পৃষ্ঠের পেশীনিচয়ের যাহাতে রীতিমত ব্যায়াম হয় তাহা করিতে হইবে, কারণ তাহারা রীতিমত বিস্তৃত হইলে বালকেরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এইরূপে তাহাদিগের স্কন্ধদ্বয় পশ্চাদ্ভাগে রহিয়া যাইবে এবং বক্ষঃস্থল বিস্তৃত হইবে। ইহার বিপরীতে যদি বালকদিগকে মস্তক এবং স্কন্ধ অবনত করিতে অভ্যস্ত করা হয়, তবে বক্ষঃস্থল ক্ষুদ্র এবং পৃষ্ঠদেশের পেশীনিচয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এইরূপে যে বিরূপতার সৃষ্টি হইবে, তাহা বয়োবৃদ্ধির সহিত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বালকদিগকে সোজা হইয়া উপবেশন করিতে শিক্ষা দিবে; কারণ যে ভাবে তাহারা উপবেশন করিবে, তাহা তাহাদিগের স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্যতার সহায়তা করিবে। পাঠকালেই হউক বা কার্য্যকালেই হউক, তাহাদিগকে সোজা হইয়া উপবেশন করিতে হইবে, কারণ তদ্দ্বারা শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের কোনরূপ ক্রিয়ার বাধা হয় না, সুতরাং লাবণ্য এবং গঠন-পারিপাট্য তাহার ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়।

বেঞ্চের বন্দোবস্ত এরূপ হওয়া উচিত যেন বালকগণ তাহাতে ঠেসান দিয়া বসিতে পারে। ঠেসান দিবার বন্দোবস্ত না থাকিলে বালকেরা প্রায়ই সম্মুখস্থ টেবিল বা ডেস্কের উপর কনুই রক্ষা করিয়া ঝুঁকিয়া উপবেশন করে। এক্ষণে যদি কাহারও মেরুদণ্ড বক্র হইবার উন্মুখতা থাকে, তবে তাহা বক্র হইবার ইহাপেক্ষা আর কি সুবিধা হইতে পারে। যদি কোন বালক বালিকা সোজা হইয়া না দাঁড়াইতে পারে, তবে তাহাকে বরং দণ্ডায়মান থাকিতে অথবা কোন বস্তুতে ঠেসান দিয়া বসিতে দেওয়া প্রশস্ত, কিন্তু তথাপি টেবিলে কনুই রাখিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া থাকিতে দিবে না।

স্কুলের সমস্ত বেঞ্চগুলিতে যে কেবলমাত্র ঠেসান দিবার বন্দোবস্ত থাকিবে তাহা নহে, পরন্তু ডেস্ক অথবা টেবিল এত উচ্চ হওয়া উচিত যেন বালকেরা সম্মুখে না ঝুঁকিয়া স্বীয় স্বীয় পুস্তক দেখিতে পারে।

স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, ব্যায়ামের পর বিশ্রাম আবশ্যক। পেশীর পক্ষেও সেই নিয়ম প্রযোজ্য। বিশ্রামের যে কিরূপ আবশ্যক তাহা কোন সভাতে যাইলেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রোতৃবর্গ বক্তার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উৎগ্রীব থাকে। তৎকালে তাহাদিগের পেশীনিচয় কার্য্যে পরিণত হয়, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অস্থিরতা দেখা যায়। বস্তুতঃ, বহুক্ষণ ধরিয়া মেরুদণ্ড উন্নত করিয়া থাকিলে পেশীনিচয় ক্লান্তি অনুভব করে এবং তজ্জন্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অধিকক্ষণ পেশীগুলিকে ক্রিয়াশীল রাখিলে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং

ক্রমশঃ তাহাদিগের সঙ্কোচন শক্তি লোপ পায়। স্কুলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা অল্পক্ষণ উপবেশন করিয়াই চঞ্চল হইয়া পড়ে, তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। অতএব ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদিগের একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। ঐ পরিবর্ত্তন হইলেই তাহাদিগের ক্লান্ত পেশীনিচয় সবল হয় এবং মেরুদণ্ডকে পুনরায় উচ্চ করিয়া রাখিতে পারা যায়। বালকদিগকে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত সোজা হইয়া বসাইয়া রাখা অত্যন্ত গর্হিত, কারণ ইহা পৈশিক-নিয়মবিরুদ্ধ। ইহাতে মেরুদণ্ডের বক্রতা সম্পাদিত হইয়া অধিকতর বিপদ আনয়ন করে।

বিদ্যালয়ে যে বালকেরা টিফিনের ছুটি পায়, তাহা পৈশিক-ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। পৈশিক উত্তেজনার পর বিশ্রাম আবশ্যক, এই জন্যই বালকেরা টিফিনের ছুটি পায়। বালক যতই ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল হইবে বিশ্রামের ততই আবশ্যক হইবে। পেশীর সঙ্কোচন এবং বিতানের অনিবার্য্য ফল ক্লান্তি। এই হেতু কার্য্যের পরিবর্ত্তন করিলে অথবা ভিন্ন ভাবে উপবেশন করিলে ক্লান্ত পেশীগুলি বিশ্রাম লাভ করে এবং নূতন পেশীগুলি কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। এইরূপে পরিবর্ত্তন দ্বারা অধিক পরিশ্রম করিতে পারা যায়। পরিশ্রমের পরিবর্ত্তন বিশ্রামের ন্যায় হিতকর। এই নিয়মটী ভূয়োদর্শন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, পেশীগুলিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, তাহারা স্থানবিশেষের অবস্থিতি এবং শক্তি অনুসারে ক্রিয়া করিয়া থাকে। যদিও পেশীগুলি সঞ্চালন-ক্রিয়ার জন্য সৃষ্ট তথাপি তাহারা স্বয়ং সঞ্চালিত হইতে পারে না। তাহারা ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক গতিবিষয়ক স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মস্তিষ্কের ভিত্তি এবং মেরুদণ্ড হইতে শ্বেত সূত্রবৎ যে সকল স্নায়ু নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাদের সহিত পেশীর প্রত্যেক তন্তু সংযোজিত। অনৈচ্ছিক-শক্তি-সম্পন্ন স্নায়ুমণ্ডলী পরিপাক, রক্ত সঞ্চরণ এবং শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় পেশীনিচয়কে উত্তেজিত করে। ইহাদিগের উপর ইচ্ছার কোনরূপ প্রভাব দৃষ্ট হয় না। উক্ত ক্রিয়াগুলি আমাদিগের জীবনের প্রথম শ্বাস হইতে শেষ শ্বাস পর্য্যন্ত স্বতঃই হইয়া থাকে। আমরা নিদ্রিতই থাকি বা জাগরিতই থাকি, আমরা জ্ঞাত থাকি আর অজ্ঞাতই থাকি, ক্রিয়াগুলি নিশ্চয়ই হইবে; ইচ্ছাশক্তি তাহার বাধা সম্পাদনে সমর্থ হইবে না।

ঐচ্ছিক-গতি-বিধায়ক স্নায়ুমণ্ডলী মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাহারা ইচ্ছার অধীন। তাহারা কেবল মাত্র ইচ্ছার আদেশ বহন করিয়া পেশীনিচয়ের নিকট লইয়া আইসে মাত্র, সুতরাং তাহারা সংবাদ-যন্ত্র বই আর কিছুই নহে। মন কিছু করিতে ইচ্ছা করিলে ঐচ্ছিক স্নায়ুমণ্ডলী মস্তিষ্ক হইতে শক্তি বহন করে এবং তাড়িতের ন্যায় দ্রুতবেগে উপযুক্ত পেশীনিচয়ে সংবাদ দেয়; অমনি পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে। এইরূপে যখন আমরা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, তখন মস্তিষ্ক ঐচ্ছিক স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে জিহ্বা, কণ্ঠ এবং ওষ্ঠের পেশীনিচয়ে শক্তি প্রেরণ করে, তখন তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া আবশ্যকীয় শব্দ উৎপন্ন করে।

মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড এবং স্নায়ুনিচয়ের যেরূপ স্বাস্থ্য, তৎপরতা, আকার এবং গুণ হইবে, তদনুরূপ পৈশিক ক্রিয়ারও ব্যতিক্রম ঘটিবে। মস্তিষ্ক সুস্থ থাকিলে যেরূপ প্রবল বেগে পেশীনিচয়কে কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারে, রুগ্ন হইলে সেরূপ করিতে পারে না তাহার প্রমাণ আমরা মোহক জ্বর, মস্তিষ্ক-প্রদাহ, সংন্যাস রোগ এবং মদ্যপানে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হইলে পেশী-নিচয়ের ক্রিয়াও স্থগিত হইয়া যায়। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, স্নায়ুমণ্ডলী পেশীনিচয়ের উপর কিরূপ আধিপত্য করে। যে সকল কশেরুকা মজ্জা বা স্নায়ু পেশীনিচয়ের সহিত সম্বন্ধীভূত আছে, তাহাদিগের যদি ধ্বংস সম্পাদন করা যায়, তবে তাহাদিগের সঙ্কোচন শক্তি এবং চৈতন্য-শক্তির লোপ হইবে। কোন স্থানের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যদি চাপ পড়ে, তবে তাহার ক্রিয়া এবং অনুভাবিক শক্তিও লোপ পায়। এই তথ্যটী আমরা কঠিন বেঞ্চের উপর অধিকক্ষণ উপবেশন করিলেই বিশেষ রূপে বুঝিতে পারি। এইরূপ উপবেশনের ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, স্নায়ুনিচয়ের উপর চাপ পড়িয়াই আমাদিগের নিম্নাঙ্গ অসাড় হইয়া আইসে এবং তাহার ক্রিয়া শক্তিরও হ্রাস হয়। পাদদেশ-প্রসারিত কটিস্নায়ুর উপর চাপ পড়িলেই এই ফল ফলিয়া থাকে।

সচরাচর একই আকারের লোকের পৈশিক শক্তি এবং কার্য্যতৎপরতার প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পৈশিক তন্তুগুলির আকার, বুনন এবং ঘনত্ব যেরূপ হইবে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-নিচয়ের কার্য্যকারিত্বও তদ্রূপ হইবে। ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার পেশীনিচয়ের ঘনত্ব এবং বুননের সহিত বেতো ঘোড়ার পেশীগুলির তারতম্য করিলেই উভয়ের পার্থক্য বিশেষ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। এই জন্য যে সকল ব্যক্তিনিচয়ের পেশী পাতলা অথচ ঘন এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুনিচয় তৎপর, তাহারা যেরূপ ক্ষিপ্রতা এবং শক্তির সহিত কার্য্য করিতে পারিবে, সেরূপ পুরু অথচ ঢিলা পেশী-যুক্ত ব্যক্তি অনুরূপ আকৃতির হইলেও করিতে পারিবে না। লোকের যদি পেশী ক্ষুদ্র এবং স্নায়ু সুবৃহৎ ও কর্ম্মী হয়, তবে সে বিপুল পৈশিক শক্তি দেখাইতে সমর্থ হইবে বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক যদি রুগ্ন থাকে, তবে অধিকক্ষণ ধরিয়া সে শক্তি থাকিবে না। গুল্ম বায়ুরোগ (হিষ্টিরিয়া) ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু লোকের যদি বিশাল পেশী এবং ক্ষুদ্র স্নায়ু-নিচয় থাকে, তবে সে অধিক শক্তির কার্য্য করিতে বা কর্ম্মে অধিক তৎপরতা দেখাইতে পারিবে না বটে, কিন্তু তাহার সহিষ্ণুতা অধিক থাকাতে অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইবে। এতদ্দ্বারা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, গঠন দেখিয়া লোকের কর্ম্ম করিবার শক্তির উপলব্ধি হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সূক্ষ্ম, ঘন, পূর্ণ বিকশিত পেশীনিচয়, বিশাল স্নায়ুমণ্ডলী এবং সুস্থ ও তৎপর মস্তিষ্ক হইলেই মানবের শক্তি, কার্য্য-তৎপরতা এবং সহ্য গুণ জন্মিয়া থাকে।

শরীরের যদি পূর্ণ বিকাশ প্রার্থনীয় হয় তবে বালকদিগের উপরকার অঙ্গের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহা সকলেই অবগত আছে যে যাহার উপরকার অঙ্গ সোজা তাহারা অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান হইতে, অধিক ভ্রমণ করিতে এবং অধিক পরিশ্রম করিতে

সক্ষম, কিন্তু যাহাদের উপরার্দ্ধ বক্র হইয়া পড়িয়াছে তাহারা উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত নহে।

এই তথ্যটী দৈহিক নিয়মের অনুকূল এবং তাহারও দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ পেশীকে সঙ্কুচিত অবস্থায় ধারণ করিতে হইলে মস্তিষ্ক হইতে তাহাতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। যত অল্প সংখ্যায় পেশী সঙ্কুচিত থাকিবে ততই স্নায়ুমণ্ডলীর শক্তি অল্প মাত্রায় ব্যয়িত হইবে এবং ততই অল্প ক্লান্তি অনুভূত হইবে। শরীরে উপরার্দ্ধ যদি উন্নত থাকে তবে তাহা দেহ ও মস্তক, মেরুদণ্ডের অস্থি ও উপাস্থিনিচয়ের উপর সমতা রক্ষা করিবে।

শরীর সম্মুখে সামান্য বক্র হইয়া পড়িলে মেরুদণ্ড-সংলগ্ন পশ্চাৎদিকের পেশী ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইয়া শরীরকে খাড়া রাখে এবং পশ্চাৎদিকেও ঈষৎ বক্র করিয়া দেয়। কিন্তু যদি মেরুদণ্ডের সম্মুখস্থ পেশীনিচয় আকুঞ্চিত হয়, তবে সেটি আর হইতে পায় নাঁ। খাড়া শরীরে দেহটা পশ্চাৎ এবং সম্মুখে সামান্য দুলিতে থাকে। কিন্তু বক্র অবস্থায় মেরুদণ্ডের পশ্চাদ্ভাগের পেশীগুলি সঙ্কুচিত থাকায় দেহকে সম্মুখের দিকে পড়িতে দেয় না বটে কিন্তু তদ্দ্বারা পৃষ্ঠদেশীয় পেশীগুলি এবং স্নায়বিক শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। খাড়াভাবে এইগুলির উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, কারণ দেহটীর সম্মুখ এবং পশ্চাতে সামান্য দোলন জন্য সঙ্কুচন এবং শিথিলতা পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে।

যখন পেশীর কোন অংশ কার্য্য করিতে থাকে এবং অন্যাংশের পেশীগুলি অপেক্ষাকৃত বিশ্রাম উপভোগ করিতে থাকে, তখন স্নায়ুমণ্ডলীর শক্তি তৎতৎ অংশে যাহা কার্য্য করিতেছে প্রধাবিত হইবে, এবং তাহারা শীঘ্র ক্লান্ত হইবে না, কারণ স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষমতা অধিক সংখ্যায় পেশীতে বিতরিত থাকে। বার্ত্তালাপ, পাঠ, গান গাওয়া অথবা অন্য কোন পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইলে তদ্বিষয়ে চেষ্টা তখনই অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে যখনই দেহ ও মস্তক উন্নতভাবে থাকিবে।

উপবেশনেও উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য। কোন ব্যক্তিকে ঝুঁকিয়া বসিতে দাও, দেখিবে যে তাহার পৃষ্ঠদেশীয় পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া শীঘ্রই স্নায়ুমণ্ডলীকে ক্লান্ত করিয়া ফেলিবে কিন্তু খাড়াভাবে থাকিলে সে তত শীঘ্র ক্লান্তি বোধ করিবে না।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

নবীন অতিথি।

ওগো ! এসেছে আজিকে নবীন অতিথি,
তোমারি দুয়ার কাছে,
সেযে মানস মোহন বয়স নবীন,
লজ্জায় দাঁড়ায়ে আছে।
তারে, ডেকে নিয়ে এস করিয়া যতন,
ভাষা তার নাহি ফুটে,
এযে, প্রথম অতিথি আর ত কখন,
বাহিরে আসেনি ছুটে।

আজ, শতধা বিচ্ছিন্ন হৃদয় লইয়া,
লয়ে আর ভাঙ্গা মন,
শুধু, তোমারে বলিতে হৃদয় বেদনা,
করিয়াছে আগমন।
তুমি, শুন, শুন, যদি পার প্রতিকার,
অথবা নাহি বা পার,
তবু, সমবেদনায় অতিথির সনে,
ফেল বিন্দু অশ্রুধার।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভিতরে একটা দেওয়ালগিরি জলিতেছে, নীচে ফরাস বিছানা। আমার দেবর একটি তাকিয়ার উপর ঘাড় রাখিয়া চিৎপাৎ হইয়া শুইয়া আছেন, মুখে গড়গড়ার নল, পার্শ্বে একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক তাঁহার তাকিয়ার উপর কহুই রাখিয়া, তাঁহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কিসব বলিতেছিলেন, আমি যেখান হইতে শুনিলাম, তাহা এই :—

"এ তোমার অন্যায় বৈ কি"—

"আরে ভাই, তুমিও যেমন,—মরুক গে।"

"তার সর্ব্বনাশ করলে, এখন বল মরুক্ গে? তার মা বুড়ো মানুষ, আমার কাছে কেঁদে, আকুল। যা হয় একটা বিহিত কর, না হয় তোমার শালাকে বল। এবে তোমার অন্যায় কথা! তুমি তো খোকা নও! চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়স হ'তে গেল—এখন যে এ প্রবৃত্তি হবে এতো স্বপ্নেও কেউ ভাবে না।

"ধিক্ তোমার জীবনে! এদিকে মাথায় সাড়ে চা'র ইঞ্চি টিকি, দীক্ষাও লওয়া হ'য়েছে, হাতে পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ, তার সঙ্গে একখানা কবচও আছে দেখ্‌ছি?"

"ওহে, টাকায় সব হয়। কৈ, তোমার তো এমন কার্ত্তিকের চেহারা—কত মজা ক'রেছ?"

"মা ব্রহ্মময়ী যেন একদিনের তরেও আমায় এমন কুমতি না দেন। তোমার সঙ্গে ছোট বেলার বন্ধুত্ব,—নইলে তোমার মত লোকের সঙ্গে কথা বল্‌তেও প্রবৃত্তি হয় না। তুমি শুধ পুণ্যশ্লোক—এখন এর একটা গতি কর।"

আমায় কে ধ'রে পায়? নামতো আর লেখা নেই। আমার নাম যদি করে, তবে জমীদারের সঙ্গে সড় ক'রে, তার মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গাঁয়ের বা'র ক'রে দেবো।

গলায় দড়ি জোটে না?

বালাই—ষাঁট!! এমন সখের প্রাণ—বলকি? খেটে খুটে দু-পয়সা রোজকার

ক'র্‌ছি—একটু ফুর্ত্তি কোর্‌বনা? দেখনা, ইস্তক্‌নাগাৎ কতগুলি পয়সা গুণেছি—নইলে খেতো কি? তার বাপ কত টাকা রেখে গেছ্‌লো? শ্বশুরবাড়ীতে তো খেতে দেবার ভয়ে একবার খোঁজও করে না।

খুব বাহাদুরী ক'রেছ—এখনও একটু দৃষ্টি দেও। এমন কাজও মানুষে করে? ছি ছি—সহস্র ধিক্‌!!

এমন সময় আমাদের চাকরাণী বাজার হইতে আসিতেছিল, আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখছো—চল বাড়ীর মধ্যে চল।" ভিতরে যাইতে যাইতে তাহাকে ন্যাকার মত বলিলাম "একটা নূতন কে লোক এসেছে, তাই দেখ্‌ছিলুম।"—ওঁকে চেন না? উনি যে ও পাড়ার নন্দবাবু, পশ্চিমে চাকরী করেন, সে দিন ছুটী নিয়ে বাড়ী এসেছেন। উনি খুব লেখাপড়া জানেন। আগে আমাদের বাড়ী এসে কত গান বাজ্‌না ক'রতেন। ছোট বাবুর সঙ্গে খুব ভাব।"

আপনার ঘরে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। কি সর্ব্বনাশ! পুরুষ মানুষ!—তোমরা কি? এই পুরুষ মানুষকে যে বিয়ে করে তার সাত জন্মের অধর্ম্ম; পুরুষ মানুষের ছায়া মাড়ালেও পাপ, পুরুষ-মানুষের বাতাস গায়ে লাগিলেও দেহ অপবিত্র হয়,—কার পেটে কি আছে, বুঝে কার বাবার সাধ্য? আমার জায়ের মত রূপসী খুব কমই চোখে পড়ে—কে ব'ল্‌বে এতগুলি ছেলে পিলে হয়েছে? আর ঠাকুরপো! তুমি নিজে ঐ হোদলকুৎকু'তে, গায়ের ঘাম দোয়াতে পুরিয়া চিঠি লেখা যায়,—তুমি কি না আমার জা-কে বল "তার কি আছে?" যে পুরুষ মানুষের এই ধর্ম্ম, সেই পুরুষ মানুষের সঙ্গে কি না, মেজদি আমার বিয়ে দিতে চেয়ে-ছিলেন! বড় ফাঁড়াটা কেটে গিয়েছে!

মনে হইল এখনি গিয়ে আমার জায়ের কাছে সব বলি। যে ঠাকুরপোর এত গম্ভীর ভাব, এত জপতপ, এত লোক দেখুতো, তাঁর মুখে এই কথা? তাঁর কি না এই কাজ? মানুষটাকে তো আদৌ মন্দ বোধ হয় না। ক্রিয়াকর্ম্ম আছে, পূজা অর্চ্চনাও আছে, অতিথি সাধুদের দেওয়া থোয়াও আছে, তবে আবার এমন কুবুদ্ধি কেন? পুরুষ মানুষে কি এসব পাপ বলিয়া মনে করে না? কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলাম, আমার জাকে এসব কথা বলাটা ঠিক নয়। হয়তো তিনি অনেক দিন থেকেই এসব জানেন, আমি জানিয়াছি বলিলে আরো লজ্জা পাইবেন; আর নয়তো এ সব শুনিয়া ঝগড়া বাধাইয়া নিজেই মারা পড়িবেন। এখনি যদি ঠাকুরপো বলেন "মিথ্যে," তখন আর তাঁর অভিমান কোথায় থা'কবে? অনর্থক চিরদিন মনে অশান্তি ভোগ করিবেন,—এবং যদি জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক হয়েন, তবে স্বামীর উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া মহাপাপগ্রস্তা হইবেন—আপনার মন কলুষিত করিবেন। তার চেয়ে, না জানেন সেই ভাল। কাহাকেও কিছু বলিলাম না।

৩

এ সব তো গেল পরের কথা। নিজের কথা এখনও বাকি আছে।—খুলিয়া না বলিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। আর অধিক দিন বাঁচিব না; সময়তো হইয়া আসিল,—এই বেলা বলিয়া রাখি।

পুরুষ মানুষ তো আজো চিনিলাম না।

কত দিনই বা আর সংসারে বাস করিলাম? কিন্তু যে কয়টি দিন বাস করিয়াছি, পুরুষ মানুষেই আমার হাড় জ্বালাইয়াছেন, বাবা হাড় জ্বালাইয়াছেন;—কেন তিনি মরিয়া গেলেন? কেন আমার রাত্রি দিন বাবার জন্য কান্না আসে? আমি আর কয়দিন বাঁচিব? একয়টা দিন থাকিয়া যাইতে পারিতেন না? মরিবার কি তাড়াতাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল? তারপর দাদা। দাদাই আমার পরম শত্রু—এমন শত্রু বুঝি আর নাই। আমার যে মরিয়াও সুখ হইবে না!—মরিয়া গেলে আর তো আমার সঙ্গে দাদার সম্বন্ধ থাকিবে না, দাদাকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, দাদাকে আরতো দাদা বলিয়া ভাবিতে পারিব না। কি জানি? আচ্ছা, ভালবাসার কি দাদা আর লোক পান নাই? নিজের বৌ আছে, তাঁর দিকে একবার ভাল করিয়া ফিরিয়াও চাহিতে শিখিলেন না। সংসারে কেবল চিনিয়া রাখিয়াছেন মেজদিদি আর সরলা। সরলা বলিয়া ডাকিতে গলা ভারী হইয়া আসিত, সরলার মুখের দিকে চাহিলে চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিত, সরলা হাতে করিয়া খাবার আনিয়া দিলে মুখে আহ্লাদ ধরিত না। তেমনি এখন টের পাইয়াছেন। এত লেখাপড়া শিখিয়া এটুকুও জ্ঞান হয় নাই যে, নিমজ্জমানকে আদর করিয়া ধরিতে গেলে নিজেও ডুবিতে হয়? এ হতভাগিনীকে যে স্নেহ করিতে যায়, তার চেয়ে অন্ধ কে? আর কি কাহারো দাদা নাই?—না আর কাহারো বোন থাকে না? যখন আমি নিজের হাতে দাদাকে প্রথম কলিকাতায় পত্র লিখিলাম, তাহার পর বাড়ী আসিয়া কত আহ্লাদ! সরলাকে কত আদর! সে চিঠি খানি আজো কাছে রাখা হয়েছিল। সরলা বিধবা হ'য়ে খাওয়া ত্যাগ করিল বলিয়া কিনা তাঁহারো খাবারদাবার তিক্ত লাগিতে আরম্ভ করিল,—প্রথম কয়দিন তো আহার ত্যাগই করিয়াছিলেন। এখন তেমনি টের পাইয়াছেন। দাদাকে সেই পর্য্যন্ত আর দেখি নাই—আমার দাদাকে। বেশ বাঁচিয়া আছি, খাইতেছি, পরিতেছি, ঘুমাইতেছি—আমার দাদাকেও দেখি নাই। পৃথিবীতে সবই সম্ভব। দাদা—আমার দাদা, কেমন করিয়া আছেন? কি জানি? আর এক শত্রু দাদাবাবু। শত্রু চারিদিকে। ভগ্নীপতি কি আর লোকের নাই? সেই এতটুকু বেলা থেকে কেবল কাঁধে পিঠে; কিসে সরলা লেখা পড়া শিখিবে, কিসে সরলা মানুষ হবে, কিসে কি হবে,—দুই স্ত্রীপুরুষে কেবল এই নিয়ে ব্যস্ত। আর এখন? এক দণ্ড কাছে না দেখিলে ব্যস্ত হইতে,—এখন? সরলাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে তোমার গাড়ি খালি বোধ হইত,—বেড়াইতে যাইতে পারিতে না, —কিন্তু এখন? বিধবা হওয়া অবধি আমার দিকে আর যে চাহিতে পারিতে না!—তা আর চাহিতে হইবে না। বড় যে তখন বলিতে "সরলা! তোর বিয়ে হ'য়ে গেলে তুই যখন বরের কাছে থা'কবি, তখন আমি কেমন ক'রে থা'কবো? আমি মাসে মাসে গায়ে প'ড়ে গিয়ে তোর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে আ'সবো—নহিলে যে আমি বাঁ'চবো না।" এখন একবার আমার বরের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাওনা এসে!—আমি তো বরের কাছে এসেছি!

এ ছাড়া মেজ দিদির শত্রুতা আর শত্রুতা

তো আছেই। কিন্তু স্ত্রীলোকের আর একটি শত্রু আছে,—মহাশত্রু। সে শত্রুর হাতে পড়িতে পারিলে, স্ত্রীলোকে আর সকল শত্রুকেই পরাস্ত করিতে পারে,—আর সকল শত্রুর হাত এড়াইতে পারে। শরীরে যদি কোনও স্থানে বড় যন্ত্রণাদায়ক পীড়া জন্মে, তবে সে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অল্প যন্ত্রণাদায়ক পীড়াকে ভুলাইয়া দিতে পারে। বৃশ্চিক দংশন করিলে লোকে শত পিপীলিকা দংশনের জ্বালাও ভুলিয়া যায়।

সংসারে যত অত্যাচার আমরা সহ্য করি, তাহার মধ্যে ভালবাসার অত্যাচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নহে কি? ভাবিয়া দেখ—বুঝিতে পারিবে। যে আপনা ভুলাইয়া দেয়, আমার আমিত্বটুকু পর্য্যন্ত কাড়িয়া লয়, তাহার অপেক্ষা অত্যাচারী কে? এখন বল দেখি, স্ত্রীলোকের সেই মহাশত্রু কে? এক দিনের পরিচয়ে যে তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, সব ভুলাইয়া দিতে পারে, এত দিনের এতগুলি স্নেহের বন্ধন যে একদিনে ছিন্ন করিতে পারে, এত দিনের আপনার জন-গুলিকে যে এক দিনে পর করিয়া দিতে পারে, একদিনের আলাপের পর যে তাহার অদর্শনের এক দণ্ডকে এক যুগ মনে করাইতে পারে, তাহার মত পরম শত্রু আর কেউ কি জগতে আছে? এই পরম শত্রুর হাতে পড়িতে হয় নাই বলিয়াই না আজ এতগুলি শত্রুর অত্যাচার আমাকে সহিতে হইতেছে? —নহিলে আজ আমার কিসের ভাবনা? তোমরা বলিবে "তুই কলঙ্কিনী,"—বল, আমার পাপ ক্ষয় হইবে।

নারী-হৃদয় স্বভাবত অমানিশার দিগন্তব্যাপী সুনীল-স্বচ্ছ-নভোমণ্ডল। কত নক্ষত্র ফুটিয়া আছে, ঝিক্‌মিক্ করিতেছে,—বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এরা কাহারা?—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, সঙ্গিনী, সই, মনের কথা, দেখন হাসি, গোলাপ ফুল, টকের আলু, এ, ও, সে,—যাহার যেমন থাকে। কিন্তু সেই হৃদয়াকাশে যে দিন হইতে পূর্ণ শশধর উদিত হয়, তখন আর কয়টি তারাকে দেখা যায়?—খুব নজর করিয়া না দেখিলে একটিকেও দেখা যায় না। বৃথা তাহার নারী জন্ম,—যাহার ভাগ্যে এই অমাবস্যার উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলিকে ম্লান করিবার সৌভাগ্য না হইয়াছে!

নারী-হৃদয়ের স্বচ্ছ সরোবরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্ম ফুটিয়া আছে,—অসংখ্য আসন,—কাহাকেও স্থানাভাবে বিমুখ হইয়া ফিরিতে হইবে না, কিন্তু তার মধ্যস্থলে যে পবিত্র শ্বেত-শতদলটী মুকুলিত হইয়া আছে,—তার উপরে কাহার আসন? মাত্র এক জনের;—সেই বদ্ধ-শ্বেত-শতদল কেবল এক জনের আগমনে প্রস্ফুটিত হইবে; যাহার কমল সেই ফুটাইবে, যাহার আসন সে আপনি বিছাইয়া লইবে।—তাহার পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র ভ্রমরেরও সাধ্য নাই তাহার পবিত্র কক্ষ উচ্ছিষ্ট করে, সেই শতদল পদ্মাসনে যাহার আসন তাহারও আর আসন নাই।—এক আসন; একই আকাশ একই শশধর, একদিন একই দিনমণি, এক দেহ একই প্রাণ, এক শক্তি একই শিব, এক মায়া একই ব্রহ্ম। জিজ্ঞাসা করি—শুধু বিবাহের মন্ত্র পড়িলে এই শ্বেতশতদল প্রস্ফুটিত হয় কি? তাহা হইলে অনায়াসে এই পৃথিবীকে স্বর্গ করা যাইত। আমি কলঙ্কিনী?—ইচ্ছা হয়, সহস্র মুখে বল।

(ক্রমশঃ) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষা ও সার্থকতা।

গৃহ-শিক্ষয়িত্রী চৌকীর উপর বসিয়া, কোলের উপর খোলা বই রাখিয়া ছাত্রীকে পাঠ বলিয়া দিতেছিলেন,—ছাত্রী চৌকীর উপর হাতের ভর রাখিয়া নতজানু হইয়া শুনিতেছিল ;

শিক্ষয়িত্রী পড়াইতে ছিলেন, — "জীবে দয়াই মানব হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি ..... ।"

ছাত্রী তন্মুহূর্ত্তেই পড়া ছাড়িয়া,—তড়াক্ করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল ; শিক্ষয়িত্রী দেখিলেন, বাহিরের বারেন্দায় কাঠের উনানে গরম জল ফুটিতেছিল যেখানে—ছাত্রী সেই খানে গিয়া উনানের ভিতর হাত পুরিয়া, কি একটা জিনিস ক্ষিপ্র হস্তে তুলিয়া ফেলিল ; শিক্ষয়িত্রী সবিস্ময়ে দেখিলেন,—সে একটা ছোট, কুণ্ডলাকার 'কেন্নো' কীট !

কেন্নোটা উনানের পাশ দিয়া চলিতে চলিতে সহসা আগুনের তাতে গুটাইয়া— উনানের নীচে পড়িয়া গিয়াছিল, ছাত্রী ঠিক সময়ে তাহাকে না দেখিতে পাইলে সে আগুনে পুড়িয়া মরিত।

কেন্নোটাকে তুলিতে গিয়া ছাত্রীর হাতে আগুনের আঁচ লাগিয়া ফোস্কা হইয়া গেল ; শিক্ষয়িত্রী বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তুমি ভারি ছট্‌ফটে, অত্যন্ত অমনোযোগী।

কেন্নোটা তখন শরীর পুনশ্চ প্রসারিত করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, ছাত্রী স্মিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "দেখুন আপনার কথায় আমি ঠিক মনোযোগ দিয়েছি, আপনি তো এখনই বল্লেন জীবে দয়া মানব হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি !"

শিক্ষয়িত্রী নীরব রহিলেন।

শিক্ষা শুধু মুখে আওড়াইয়া গেলে নিষ্ফল ; তাহাকে মন দিয়া গ্রহণ করা ও কাজে খাটাইয়া তোলাই সার্থকতা !

উপযুক্ত শিষ্টাচার।

স্বর্গীয় পিতা হাতুড়ী পিটিয়া খাইলেও পুত্র এখন বি, এল, পাশ করিয়া উকীল হইয়াছেন, বার লাইব্রেরীতে তাঁহার গলার আওয়াজটা যত উচ্চে উঠে, তাঁহার পিতার লোহা পিটিবার শব্দ তত উচ্চে উঠিত না— বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ বলাবলি করিতেন ;

আলোয়ান গায়ে, সৌখীন পম্প শু পায়ে চশমা চোখে উকীল বাবু বৈকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন ; পথে একটী দোকানের পাশে দেশপূজ্য পণ্ডিত—বৃদ্ধ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দাঁড়াইয়া,—দোকানের অধিকারী প্রৌঢ় কর্ম্মকার মহাশয়ের সহিত কথা কহিতেছিলেন, উকীল বাবু উদ্ধত তাচ্ছিল্য-পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার কর্ম্মকারটার পানে চাহিয়া, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে সংক্ষিপ্ত নমস্কার করিয়া বলিলেন "ভাল আছেন তো !"

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এক সময় তাঁহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার উদ্দেশে এ নমস্কার ; কিন্তু প্রৌঢ় কর্ম্মকার যে এক সময় তাহার পিতার কর্ম্মের সহযোগী এবং

অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, সে স্মৃতি টুকু জাগিয়া উঠিবার ভয়ে তিনি তাহাকে সামান্য কোন রকম অভিবাদনও জ্ঞাপন করিলেন না;

প্রৌঢ় কর্ম্মকারের যুবক পুত্র দোকানের এক পাশে হাপরের কাছে বসিয়া ঘোড়ার 'নাল' তৈয়ারী করিতেছিল; সে পিতার বন্ধুপুত্রের ব্যবহারটা লক্ষ্য করিল, কিছু বলিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিল;

প্রৌঢ় কর্ম্মকারের সসৌজন্য অনুরোধে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ও উকীল বাবু দোকানে উঠিলেন, উকীল বাবু স্বয়ং একখানা লোহার যোড়া চেয়ার টানিয়া ফটাং করিয়া খুলিয়া সদম্ভে জাঁকিয়া বসিলেন,—আর বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বসিলেন,—পাশে যে বেঞ্চিতে দুই জন প্রতিবেশী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন,—সেই-খানে।

অনেকক্ষণ নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া সকলে উঠিলেন; দোকানে উঠিবার পৈঠার উপর সকলে জুতা খুলিয়া আসিয়াছিলেন, কারণ সম্মুখে মেঝের উপর সতরঞ্চি পাতা ছিল।

সকলে উঠিলে প্রৌঢ় কর্ম্মকার স্বয়ং শশব্যস্তে আসিয়া সতরঞ্চি গুটাইয়া বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের জুতা জোড়াটী হাতে করিয়া সরাইয়া দিলেন, চশমা চোখে উকীল বাবু সেটুকু লক্ষ করিলেন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় জুতা পরিতে লাগিলেন, প্রতিবেশীদ্বয়ও নিজ নিজ জুতা লইয়া পরিতে লাগিল,—আর উকীল বাবু চেয়ার ছাড়িয়া গুটান সতরঞ্চির কাছে সরিয়া আসিয়া—নিজের জুতার আগমন অপেক্ষায়— যেন অন্যমনস্ক ভাবে, কথা কহিতে লাগিলেন।

বয়োজ্যেষ্ঠ কর্ম্মকার মহাশয়, তাঁহার সে আশার দৌড় আন্দাজ করিতে পারিলেন না, —জুতা সরাইলেন না। উকীল বাবু শেষে মুখ ফুটিয়া বলিলেন "ওহে জুতোটা সরিয়ে দাও।"

প্রৌঢ় কর্ম্মকার বিস্মিত দৃষ্টিতে উকীল বাবুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন,—তিনি যে তাঁহার পিতার বয়সী!—গমনোদ্যত বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ও ফিরিয়া দাঁড়াইয়া স্তব্ধ দৃষ্টিতে ছাত্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,— যুবক লেখাপড়া শিখিয়াছে না?

উকীল বাবুর কথা শুনিবামাত্র,—যুবক কর্ম্মকার হাতুড়ী হাতেই—হাপরের পাশ হইতে উঠিয়া পড়িল, ঘরের বাহিরে তাহার ছিন্ন মলিন পাদুকা যোড়াটী অনাদৃত ভাবে পড়িয়াছিল,—তাড়াতাড়ি সেইটা পায়ে দিয়া সে—সেই জুতা শুদ্ধ পায়েই উকীল বাবুর চক্‌চকে বার্নিশ করা দামী পম্প স্থ ঠেলিয়া— তাঁহার সম্মুখে সরাইয়া দিল।

প্রতিবেশীদ্বয়ের ওষ্ঠপ্রান্তে গোপন হাস্যের রেখা বিজলী-বেগে ফুটিয়া অন্তর্হিত হইল; বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অবাক হইয়া কর্ম্মকার যুবকের আপাদ মস্তকে শুধু একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টির পরশ বুলাইয়া লইলেন;—আর স্তম্ভিত উকীল বাবু মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠাগত দৃষ্টিতে একবার সেই নিরীহ আকৃতির, হাতুড়ী-পেটা যুবকটীকে দেখিয়া—জুতা পরিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলেন, একটা কথা কহিলেন না।

প্রৌঢ় কর্ম্মকারের বাক্‌শক্তি লোপ হইয়াছিল! লোকগুলি সকলে দোকানের বাহিরে গেলে, তিনি ভর্ৎসনা-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে পুত্রের মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন "জানিস অভ্যাগত নারায়ণ?"

পুত্র যুক্তকরে বিনীত ভাবে বলিল "জানি, কিন্তু তুমি আমায় মাপ কর বাবা,—ঐ ভদ্রলোকটী যে শিক্ষাগর্ব্বে মনুষ্যত্ব হারিয়েছেন, সেই টুকু তাঁর মনে পড়িয়ে দিয়েছি মাত্র,—তোমার কাছে নাকখৎ দিচ্ছি,—মাপ কর!—"

সংবাদ।

১। জনৈক মহাত্মা বোম্বেতে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী হাসপাতাল নির্ম্মাণার্থ বোম্বাই কর্পোরেশনের হস্তে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

২। এইরূপ প্রকাশ যে, ভারত-রমণীগণ এখানকার নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট ও ভাইস চ্যান্সেলর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হইবেন। প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, সমস্ত কলেজের প্রিন্সিপাল ও সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সাত জনকে লইয়া উক্ত নারীবিশ্ববিদ্যালয়ের এক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইবে।

৩। যখন ফ্রান্সের আমিয়েন সহর শত্রুহস্তে পতিত হয়, সেই সময় তথাকার কোন ফরাসী সন্ন্যাসিনী খুব সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এজন্য ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে উপাধি সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন।

৪। আগামী ডিসেম্বর মাসে বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। তথাকার উৎসাহী সাহিত্যসেবী বাঙ্গালীগণ এখন হইতেই তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উক্ত সাহিত্য সম্মিলনীতে সাহিত্যানুরাগিণী মহিলাদের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র বিভাগ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত বিভাগের পরিচালনার নিমিত্ত কোচবিহারের রাজমাতা শ্রীমতী সুনীতি দেবী অথবা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে সভাকর্ত্রীর পদগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইবে স্থির হইয়াছে।

৫। এইরূপে প্রকাশ যে ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ বৈদেশিক সেক্রেটরীর পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইবেন। ভারতে আসিবার পূর্ব্বেও লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

৬। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে জাপান হইতে ৩৩ কোটী টাকার দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসরের প্রথম তিন মাস অপেক্ষা ১১ কোটী টাকার বেশী দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

---

৬০ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৬৯ নং আণ্টনি বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 635. July, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩৫ সংখ্যা। { আষাঢ় ১৩২৩। জুলাই, ১৯১৬। } ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উঠানে রৌদ্রে বসিয়া নমিতার জননী পাথরের খোরায় কাসুন্দীর আচারে সরিষা-গুঁড়া মাখাইতেছিলেন; রোগে, শোকে মানুষটি যেন অকাল-বার্দ্ধক্যে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, সমস্ত শরীরের মাংস শ্লথ ও কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রং টুকু পাকা আমের মত টুক্ টুক্ করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গবে যেন শান্ত সহিষ্ণুতার জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে, মানুষটিকে দেখিলেই সহসা মনে করুণা-মিশ্রিত ভক্তির উদয় হয়। মাথার চুলগুলি প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট কয়গাছি পাকিয়া শাদা হইয়া গিয়াছে। সুশীলের আপত্তিতে এই অনর্থক জঞ্জাল তিনি এখনও মাথায় বহিতেছেন, ছাঁটিয়া ফেলিতে পারেন নাই। সময় সময় চুলগুলা লইয়া অত্যন্ত বিরক্তি ধরিলেও ছেলে মেয়েদের দুঃখ অসন্তোষের ভয়ে, এ দুর্ভোগ নীরবে সহ্য করিয়া চলিতেছেন। পরিচ্ছদাদির মধ্যে শাদা থান ছাড়া তিনি আর কিছুই ব্যবহার করিতেন না। অঙ্গে কোন আভরণ নাই।

বারেন্দায় বসিয়া সুন্দরী কিশোরী সমিতা পিঠের উপর সদ্যস্নাত কৃষ্ণ-চিক্কণ কেশরাশি এলাইয়া দিয়া—আচারের জন্য হামান-দিস্তায় হলুদ কুটিতেছিল। সমিতার আকৃতি, গঠন ঠিক নমিতারই মত,—তবে বয়ো-গুণ-সিদ্ধ প্রকৃতির চপল-কৌতূহল-পরায়ণতা ও অস্থির-চাঞ্চল্য এখনও স্বভাবে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, নমিতার সহিত তাহার পার্থক্য এইখানেই—আকাশ, পাতাল।

সমিতার পরিধানে একখানি শাড়ী ও

একটি সেমিজ, হাতে দুইগাছি সোণার তে-তারের রুলী, একছড়া সরু ছেলা-গোট-হার, কাণে দুইটি ফুল। ফুল দুইটি ও হার ছড়াটি পূর্ব্বে নমিতা ব্যবহার করিত, এখন অনাবশ্যক বোধে তাহা সমিতাকে দান করিয়াছে, নমিতার হাতে এখন শুধু তিন গাছি করিয়া সরু সোণার চুড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই।

সমিতার পাশে বসিয়া তাহাদের পুরাতন দাসী কুর্ম্মি-রমণী লছ্‌মীর-মা তাহার চুল গুলা ফুলাইয়া দিতেছিল; সমিতা একমনে ফলুর গুঁড়াইতেছিল,—নমিতার পদশব্দে তিন-জনেই মুখ ফিরাইয়া চাহিল; সঙ্গে সঙ্গে সুশীলকুমার চিৎকার শব্দে জানাইল "দিদি এসেছে মা"।

"মাতা আগমনশীলা কন্যার রৌদ্র-তাপ-রক্ত শুষ্ক ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া বেদনা-পীড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"কাল রাত্রে কিছু খাওয়া হয় নি বুঝি?"

"না, সেই সন্ধ্যে বেলায় চা খেয়ে বেরিয়ে-ছিলুম—" বলিতে বলিতে নমিতা আসিয়া উঠানে মাতার কাছে দাঁড়াইল, সহসা মাতার ক্লেশ-ব্যঞ্জক মুখভাব অবলোকন করিয়া ত্রস্তে আত্ম-সম্বরণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "খেলে নিশ্চয়ই অসুখ করত, কাল সমস্ত রাত জাগ্‌তে হয়েছে। ভাগ্যে খাওয়ার আগে ডাকটা এসেছিল।"

মাতা কিন্তু এ কথায় বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিলেন না, ধীরে একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন। লছমীর-মা বলিল "উঠে আয়, উঠে আয় দিদি, বড় রোদের তাত, ছায়ায় আয়"।

কাপড়ের আঁচলে মুখের ঘাম মুছিয়া নমিতা বলিল "মা ও বড্ড ঘেমেছেন যে, রোদ থেকে উঠে চলুন।"

মাতা হাত ধুইয়া আসিয়া দালানে উঠিলেন, দেয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়া বসিয়া অল্প অল্প হাঁপাইতে লাগিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে ইঁহার হাঁপানির ব্যায়রাম ধরিয়াছে, সময় সময় ব্যাধির ঝোঁক খুবই বাড়িয়া উঠে; অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন, ব্যাধি-সংঘাতে তাঁহার শরীর দিনে দিনে বড়ই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, কাজের মানুষ, চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, সংসারের দুই একটা কাজ যাহা করেন, তাহাতেই শ্রান্ত হইয়া পড়েন। লছমীর-মা অনেক দিনের পুরাণ লোক, দেখিয়া শুনিয়া সংসারের শৃঙ্খলা বিধানে তাহার বুদ্ধি বেশ পাকিয়াছে, সেই এখন গৃহিণী-পণা করে। ছেলেদের নিজে হাতে মানুষ করিয়াছিল বলিয়া যত না হউক,—লছমীর-মা নিজে লোকটা বেশ মানুষের মত মানুষ ছিল বলিয়া, ছেলে মেয়েরা তাহাকে বাধ্য হইয়া মানিয়া চলিত। অনেক দিন বাংলা দেশে বাস করার জন্য লছমীর-মার চাল চলন কথাবার্ত্তা সব বাংলা দেশের মত হইয়া গিয়াছে; কেবল জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধানের বিশেষত্ব-টুকু সে ছাড়ে নাই; তবে একথা শতবার স্বীকার্য্য যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় তাহার কোথাও ত্রুটি ছিল না।

মাতাকে বসিয়া হাঁপাইতে দেখিয়া নমিতা নিজের গায়ের জ্যাকেট ও মাথার 'ভেলের' আচ্ছাদন খুলিয়া মাতার কাছে,—একটু স্বতন্ত্র ভাবে আসিয়া উপবেশন করিল,—নিকটে একখানা তালপাতার পাখা পড়িয়াছিল, সেইটা

ভুলিয়া জননীকে বাতাস করিতে এবং বিনা প্রশ্নে স্বয়ং ভূমিকা ফাঁদিয়া গত কল্য রাত্রের ঘটনাবলীর আদ্যোপান্ত বর্ণনা আরম্ভ করিল। নমিতা যখন শুনিল যে প্রসূতি তাহারই সমবয়স্কা ও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় তাহারই সমকক্ষ একটি বালিকা মাত্র, এবং শিশুও একটি বারো-আনা দামের কাঁচের পুতুলের মত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণাকার হইয়াছে,—তখন কৌতুক ও উদ্বেগের যুগপৎ সংঘাতে তাহার হাঁফানি দিবার শক্ত বন্ধ হইয়া আসিল, তৎক্ষণাৎ মনে মনে নিজের কোলে, বই শ্লেটের বোঝার পরিবর্ত্তে একটি কচি শিশুর আবির্ভাব কল্পনা করিয়া তাহার যেমনই অসহিষ্ণুতা বোধ হইল, তেমনই হাসি পাইল; মুখে কাপড় চাপা দিয়া অকারণ চপলতায় খক্ খক্ করিয়া খানিক হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ দিদি, ছেলেটিকে দেখে তার মা কি বলছে?"

নমিতা সহাস্যে বলিল "কি আর বলবে?"

সমবেদনা-পূর্ণ কণ্ঠে সমিতা বলিল "আহা বেচারীর বোধ হয় খুব ভয় হয়েছে না?"

"ভয় কেন?"

আহা অতটুকু ছেলেকে কি করে বাঁচিয়ে রাখ্‌বে?

নমিতা একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, করুণ-বিষাদ-ছায়ায় সহসা তাহার মুখমণ্ডল ভরিয়া উঠিল, সে দৃষ্টি নত করিল, কোন কথা কহিল না—নীরবে পাখা ঘুরাইতে লাগিল।

গত কল্য এই ক্ষীণজীবী শিশুটিকে দেখিয়া অবধি ঠিক এইরূপ ধরণের অনেক প্রশ্নই তাহার মনে উদয় হইয়াছিল, কিন্তু নিষ্ফল তর্ক বুঝিয়া কোন কথা উত্থাপন করে নাই, আজ প্রাতঃকালে কথা প্রসঙ্গে মিস্ স্মিথ বালিকার অকাল-মাতৃত্ব সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলায়, প্রসূতির জননী যে উত্তর দান করেন, তাহাতে নমিতা শুদ্ধ স্তব্ধ চমৎকৃত হইয়াছে, শুনিল———এই বালিকার বড় জা'য়ের খুব অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না,—সম্ভবতঃ সেই জন্যই সন্তান জন্মিতে কয়েক বৎসর দেরী হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার শাশুড়ি ঠাকুরাণী পুত্রের পুনশ্চ বিবাহ দেন, এই অজুহাতে যে তাঁহার পুত্র একশত টাকা মাহিনায় চাকরী করে, এবং পৈত্রিক জমী জমাও কয়েক বিঘা আছে, সুতরাং সন্তান-ব্যতীত এ সম্পত্তি ভোগ করিবে কে?—অতঃপর দুই পত্নীর গর্ভে যথাক্রমে ছয় কন্যা ও তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, ফলে সংসারে এমনই অনাটন ও অশান্তি বাড়িয়া উঠে যে, তাহার সংঘাতে গোষ্ঠী শুদ্ধ অস্থির; শেষে প্রথমা স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়া মরে, এবং অপর সকলের সুখ স্বস্তির সীমাও যত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল তাহা সহজানুমেয়। এখন ছেলেদের পড়া ও মেয়েদের বিবাহের তাড়ায় সেই একশত টাকার মাহিনাওয়ালা ভদ্র লোকটি রেলের লাইনে মাথা দেওয়া কর্ত্তব্য কি না তাহাই ভাবিতেছেন। সুতরাং এ হেন সংসারের বধূ হইয়া পূজনীয়া শাশুড়ি ঠাকুরাণীর খুসীর উপর যথাসম্ভব সত্বর যে সন্তানের জননী হওয়া একান্ত নিরাপদ ব্যাপার সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই, তাহাতে হউক সন্তানের শারীরিক মানসিক অপুষ্টতা, আর না থাকুক সে জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া!——তাহার জন্য অপর্য্যাপ্ত দুঃখ আছে তো,

সেই যথেষ্ট,—চিন্তার প্রয়োজন নাই। যাহা কিছু চেষ্টা ও চিন্তা তাহা থাকুক অন্য বিষয়ের উপর———সকাল সকাল মাতা হওয়াটা চাই-ই।

নমিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া লছমীর মা সাংসারিক বিষয়ের কথা পাড়িল; নমিতাও চিন্তা ছাড়িয়া মাতার সহিত পরামর্শ করিতে মনোনিবেশ করিল, তিন জনে কথা বার্ত্তা চলিতেছে, ইতিমধ্যে সুশীল পাখীটাকে কিছু চাল ও জলসহ চক্ষুর অন্তরালে কোন নিভৃত অংশে বিশ্রাম করিতে দিয়া আসিয়া—নমিতার পিঠে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল, এবং অদূরবর্ত্তিনী নমিতার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল "আচ্ছা ছোড়্দি বল দেখি চড়াই পাখী কোন 'নাউন' (Noun)? উত্তর দানে অনিচ্ছুক ছোড়্দি বলিল—"জানিনে যা"। "আচ্ছা বল দেখি কোন 'জেণ্ডার' (Gender.)" ——"তুই বল দেখি?" এবার ছোড়্দি সোৎসাহে পরীক্ষকের আসন গ্রহণ করিল, কারণ সুশীলকে এই প্রশ্নে ঠকান' টা খুব সহজ কি না?—চক্ষু দুইটা সাধ্যমত গম্ভীর্য্যে শাণাইয়া লইয়া পুনশ্চ বলিল "তুই যদি বলতে পারিস্——"

"আহা আমি যেন জানিনে—ওত নিউটার জেণ্ডার (Neuter-Gender)"।

নমিতা উচ্ছ্সিত কণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর অবজ্ঞা-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "হুঁ, মেজদা আমায় একজামিন করে বলে উনিও আমায় একজামিন্ কর্ব্বেন, দৌড় কত! —তবু যদি গ্রামার জিনিসটা কি তা জানতিস্!"—বিজয়-গর্ব্বদৃপ্ত নমিতার হাসান-দিস্তার শব্দ উৎসাহ-ভরে উচ্চে আরোহণ করিল।

সুশীলের মুখ ম্লান হইয়া গেল; ছোড়্দির শব্দ জ্ঞানের অভিজ্ঞতা পরীক্ষার স্পৃহাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতের মত নিবৃত্ত হইল, সে নমিতাকে ঠেলা দিয়া বলিল "দিদি চান কর্ব্বে চল।"

নমিতা কথা কহিতে কহিতে মুখ ফিরাইয়া বলিল "যাচ্ছি দাঁড়া—"

মাতা বলিলেন "চান্ করবি এখন যাবু আগে একটু জল খা—"

নমিতা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ফি'এর টাকা কয়টি বাহির করিয়া মাতার সম্মুখে রাখিয়া বলিল "সারা রাত থাক্‌তে হয়েছিল বলে বারটি টাকা দিয়েছে—আমি অবিশ্যি চাইনি কিছু, মিস্ স্মিথ-ই বলে দিলেন, ······যাক গৌরী পাঁড়ে আর শঙ্করের কাপড় এক যোড়া করে পাওনা হয়েছে, ভাব্‌ছিলুম মাইনের টাকা থেকেই দেব, তা টাকাটা যখন পাওয়া গেল তখন কেন বেচারাদের অনর্থক দেরী করে কষ্ট দেওয়া,—বিমলকে বলবেন আজই বৈকালে যেন কাপড় দু যোড়া ভাল দেখে এনে দেয়। আর বাকী টাকাটা খুচরো হাত-খরচের জন্যে রেখে দেবেন ··"

সেই সময় পাশের ঘরের দ্বারের দিকে দৃষ্টি পড়িল, নমিতা দেখিল ইতিমধ্যে কখন সেখানে গিয়া, সুশীল দুই হাতে জলের গ্লাস ধরিয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া জলপান করিতেছে,—সে যে ঠিক ইচ্ছার সহিত জলপান করিতেছে এমন বোঝাইল না। নমিতা বিস্মিত হইয়া বলিল "ও কিরে চান করতে যাবি, এখন জল খাচ্ছিস কেন, তেষ্টা পেয়েছে?"

সুশীল গ্লাস হইতে মুখ তুলিল, বলিল "না

তেষ্টা পায়নি, মা বল্লেন কি না তাই—" সে আবার গ্লাসে চুমুক দিল।

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই অবাক !—নমিতা খোস-মেজাজে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল "ওরে মূর্খ, মা কি তোকে জল খেতে বল্লেন ; দিদিকে বলেছিলেন, বুঝতে পারিসনি ? তুই কি বলে থামকা অতখানি জল খেলি, ভারি খোকা !"

সুশীল অত্যন্ত দমিয়া গেল ; কষ্টে সৃষ্টে এতখানি জল অনর্থক খাইয়াই তো সে ঠকিয়াছে, তাহার উপর নিজের বুদ্ধি-বৃত্তির সম্বন্ধে ছোড়দির নি-দারুণ অভিমত শুনিয়া ভারি ক্ষুণ্ণ হইল—হায় মাতৃ-আজ্ঞা পালনের পরিণাম এত শোচনীয় !—আস্তে আস্তে গ্লাসটি নামাইয়া রাখিয়া সুশীল আসিয়া নমিতার পাশে দাঁড়াইল, সান্ত্বনা-কোমলকণ্ঠে, হাসি মুখে নমিতা বলিল "ভাই চল্, তোকে আগে চান্ করিয়ে দিচ্ছি ;—ওরে সেলুন, বারসোপ সাবানখানা কোথায় আছে ?"

সেলুন ওরফে সমিতা উত্তর দিল "ও ঘরে তাকের ওপর আছে।"

মাতা বলিলেন, "এখনো কিছু খাসনি, এতখানি বেলা হয়েছে, আজ আর নাইবা কাপড়ে সাবান দিলি—"

"না মা, জামা সেমিজ সব ঘামে ভিজে গেছে, সারা রাত পরেছিলুম—তা ছাড়া আঁতুড়ঘরের বিছানা মাড়িয়ে বসেছি, ও একটু সাবান দিয়ে রগড়ে নিই, আর সুশীলের কাপড়খানিও ধুলোয় অপরিষ্কার হয়েছে, ওকে একটু সাবান দিতে হবে।"

নমিতা ফোঁস করিয়া উঠিল, "হু ওকে তো আর নিজে হাতে সাবান দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করতে হয় না—তাই অত ধুলো ঘাঁটার 'বিক্রম' বেড়েছে, ওকে দিন কতক নিজে হাতে আমাদের মত সাবান দিয়ে কাপড় কাচাও দেখি,—দেখ্বে ওর ধুলো ঘাঁটার ধুম একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।"

সুশীল ক্ষোভ এবং অভিমানপূর্ণ দৃষ্টিতে সমিতার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। নমিতা হাসিতে হাসিতে তাহাকে কাছে টানিয়া লইল। লছমীর-মা বলিল "নমিদিদি, কাপড়ে সাবান দিয়ে রেখে দাও, আমি এরপর কেচে দেব।"

নমিতা মাথা নাড়িয়া বলিল "কোন দরকার নাই, আমি এখনি কেচে নেব, কতক্ষণ আর দেরী হবে,—" সে হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিল। সহসা বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে চাপ পড়াতে বেদনা বোধ হইল, হাতটা নামাইয়া দেখিল আঙ্গুলে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে, মনে পড়িল কাল সারা রাত্রি পাখা চালাইতে হইয়াছিল, ফোস্কাটি সেই সংঘর্ষণেই উদ্ভূত হইয়াছে !—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ফোস্কাটা যে উঠিয়াছে তাহা সে এতক্ষণ মোটেই লক্ষ্য করে নাই, আঙ্গুলটা জ্বালা করিতেছিল তাহা মাঝে মাঝে টের পাইয়াছিল ঐ পর্য্যন্ত,—ফোস্কার কথা আদৌ আন্দাজ করে নাই।

নমিতা আঙ্গুলটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে, দেখিয়া সুশীলও সেই দিকে চাহিল, সবিস্ময়ে বলিল "ওমা, দিদির হাতটা কি পুড়ে গেছে ? ফোস্কা উঠেছে,"

নমিতা মৃদু হাসিয়া বলিল "না পুড়ে যাওয়ার জন্যে নয়, পাখার বাঁটের ঘেঁসে ফোস্কা উঠেছে,—আমারই বুদ্ধির ভুল, অনেকক্ষণ এক হাতে পাখা চালিয়েছিলুম যে !"

নমিতা বিরক্ত হইয়া বলিল "তাদের বাড়ীতে কি আর লোক ছিল না?—তুমি অতক্ষণ পাখা করলে কেন?"

নমিতা হাসিল, "ওরে কাজের সময় কি অত দুঃখ কষ্টের মাপ জোক মনে রাখলে চলে? কত ফোস্কা কাল্‌-শিরে হাতে, পায়ে ওঠে তার ঠিক কি! এদের এখানে দুজন হিন্দুস্থানি দাই ছিল,—কিন্তু তারা আগের দিন থেকে রাত জেগে একেবারে ঘুমে আধ-মরা হয়ে পড়েছিল, বুড়ো মানুষদের আর উঠিয়ে দুঃখ দিতে ইচ্ছে হোল না, নিজেই ছোট খাট কাজগুলো সব করলুম্,—যাক তুই সাবানখানা দিবি আর দেখি..."

নমিতা উঠিয়া পড়িল।

(৪)

বৈকালের সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছিল; পড়ন্ত রৌদ্রের ঝাঁজে তখন চারিদিকে আগুন ছুটিতেছিল। বাতাস তাপ-ভারে অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া মন্থর-গতিতে চলিতেছিল; সূর্য্য-তাতে ঝল্‌সিয়া পীতাভ-মূর্ত্তি, বৃক্ষ লতা এখন বেলা অবসানের স্নিগ্ধ ছায়ায়, শ্যামচ্ছটা মেলিয়া ক্লান্তি আবেশে স্তব্ধ হইয়াছিল। সন্ধ্যার তখনও দেরী আছে।

নমিতা দ্রুত পদে হাঁসপাতালের দিকে চলিয়াছিল; আজ সে অন্য দিনের মত মিস্ স্মিথের সঙ্গে আসিতে পারে নাই,—মিস্ স্মিথ কোথায় তখন কলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। একা আসিতে হইতেছিল বলিয়া —নমিতা যথাসম্ভব শীঘ্র পথটুকু অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য-ই ব্যস্ত পদে চলিয়াছিল।

হাঁসপাতালের মোড় ফিরিয়া দেখিল—ফটকের সম্মুখে পথের উপর অ্যাসিষ্টান্ট সার্জ্জন প্রমথবাবুর গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি বোধ হয় এইমাত্র কোন স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন,—এখনও হাঁসপাতালে ঢোকেন নাই, ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক লিচুওয়ালার সহিত লিচুর দর কসাকসি করিতেছেন। লিচুওয়ালা তাহার প্রকাণ্ড ঝাজরা-ভরা লিচু লইয়া ফটকের ধারে বসিয়াছিল, পথের ওপাশে ডাক্তারের গাড়ী, এবং পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন স্বয়ং ডাক্তার। সেখানে আরও জন কয়েক লোক দাঁড়াইয়াছিল, অবশ্য লিচুর আস্বাদ পরীক্ষার জন্য নহে, ক্রয় বিক্রয় দেখিবার জন্য।—নমিতা বুঝিল সিবিল সার্জ্জন বুড়া নরম্যান সাহেব তখনও আসিয়া পৌছেন নাই।

নমিতার চরণ-গতি সংযত হইয়া আসিল। নতমুখে অনাবশ্যক আগ্রহে মাথার তেলের আচ্ছাদন টানিয়া—সরাইয়া ঠিক করিয়া লইতে মনোযোগ দিল,—হাঁসপাতালের ফটক তাহার নিকট হইতে তখনও দুই রশি পথ দূরে, তথাপি সে খুব ধীরপদে চলিল; অভিপ্রায়, ফটকের নিকট পৌছিবার পূর্ব্বে ডাক্তার বাবুর লিচুক্রয় পর্ব্বটা সমাধা হইয়া যাউক।

ডাক্তার প্রমথ বাবুর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর; একহারা, খুব লম্বা, রং ফরসা; দাড়ি গোঁফ সযত্নে ক্ষৌর-নির্ম্মূলিত; মুখ চোখের আকার মন্দ নহে, তবে কপাল কিঞ্চিৎ নীচু এবং নাসিকার গঠন অত্যগ্র-তীক্ষ্ণ বলিয়া কিছু বিসদৃশ দেখায়, মাথার সম্মুখ ভাগে ছোট খাট একটু টাক, তাহাও ব্রাস-মার্জ্জিত বিরল কেশের, মুমূর্ষু আকৃতির টেরিতে সজ্জিত এবং সচরাচর হ্যাটের আবরণে আত্ম-গোপন করিয়া থাকে। প্রমথ বাবুর চাপ

চলন ব্যক্তি-বিশেষের নিকট কেতা-দুরস্ত, তাচ্ছল্য ও দাম্ভিকতা-পূর্ণ হইলেও স্বভাবতঃ অন্তরূপ; কথাবার্ত্তা উচ্চারণের ভঙ্গী অতি দ্রুত এবং অস্পষ্ট। বন্ধুগণ বলিতেন প্রমথ মিত্রের কথা রুষের কশাক সৈন্যের শত্রু-আক্রমণের মত তীব্র হুড়াহুড়ির আস্ফালন মাত্র! —অর্থ বোঝা দুষ্কর, কিন্তু আওয়াজ শুনিলে ভয় হয়।

চলিতে চলিতে নমিতা দেখিল ওদিকের পথ হইতে একজন যুবতী বাঙ্গালী-দাসী দুগ্ধের পাত্র হাতে ও একটি শিশুকে কোলে লইয়া এই দিকে আসিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ডাক্তার বাবু এমন ভাবে মধ্য পথে দাঁড়াইয়াছেন যে, সে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে আসা দুঃসাধ্য, কেননা, পথের অন্য পাশে তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এবং মক্ষিকা-দংশনে বিরক্ত ঘোটকটি, অধীরভাবে পদচতুষ্টয় আস্ফালন সহ সঘন লাঙ্গুলান্দোলনে নৃত্য করিতেছে, রমণী ঘোড়ার পার্শ ঘেঁসিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু পারিতেছে না, শঙ্কাবশতঃ বার বার পিছু হাটিয়া যাইতেছে। রমণীর মাথায়,—কপাল ঢাকা ঘোমটা, দৃষ্টি সঙ্কোচ নত, সে অসহায়ভাবে পিছু হটিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কোন কথা বলিতে পারিতেছে না।

দণ্ডায়মান লোকগুলি মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রমণীর বিড়ম্বনা লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া ডাক্তার বাবুকে সরিয়া দাঁড়াইবার কথা বলিতে পারিতেছে না; ডাক্তার বাবু বক্র-চকিত কটাক্ষে দুই চারি বার রমণীর দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাহাকে পথ দিবার কোন লক্ষণই দেখাইলেন না—দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত ফলওয়ালার সহিত কথা কাটাকাটি করিতে লাগিলেন…"ইস্‌মে নেই দেওগে? কাঁহে নেই দেওগে?—কেৎনে কোড়ি? শও কেৎনে বোল?—ছ্যা' আনেসে তব্ কাঁহে নেই হোগা…" অনর্গল তিনি দ্রুত স্বরে বকিয়া যাইতেছেন।

নমিতার বড় অসহিষ্ণুতা বোধ হইল; সেখানে যতগুলি লোক দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা যে সকলেই মূর্খ বা ইতর শ্রেণীর লোক, এমন বুঝাইল না, একজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তিও সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—এইরূপ মনে হইল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য একজন একটু সরিয়া দাঁড়াইলে যে শিশু-ক্রোড়ে রমণীটি পথ পাইয়া বাঁচে, তাহাতে কাহারও দৃক্‌পাত নাই!—ধন্যবাদ এই লোকগুলির বুদ্ধিকে, আর নমস্কার ঐ শিক্ষিত ভদ্রসন্তান প্রমথ বাবুর কাণ্ড-জ্ঞানকে!—নমিতা ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া, দ্রুতপদে চলিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হাঁসপাতালের ফটকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া—দণ্ডায়মান লোকগুলির পাশ কাটাইয়া আসিয়া একটি লোক ডাক্তার বাবুর পাশে দাঁড়াইল, রমণীকে লক্ষ্য করিয়া বেশ শিষ্ট ভদ্রতা-পূর্ণ মুখে ডাক্তার বাবুকে সংক্ষেপে কি দুইটি কথা বলিল—বোধ হইল পথ ছাড়িয়া দিবার অনুরোধ।

ডাক্তার বাবু যেন বুঝিতে পারেন নাই, ঠিক এমনই ভাবে চাহিয়া ভ্রূ-যুগল উগ্র কুঞ্চিত করিয়া তীব্র স্বরে বলিলেন "কি?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর এবং গ্রীবা উত্তোলনের উদ্ধত ভঙ্গীতে মনে হইল, তিনি এখনই

বুঝি তাহাকে চড়াইয়া দিবেন, সে এমনই কোন অমার্জ্জনীয় দুষ্কার্য্য করিয়াছে!—কিন্তু লোকটা তাহাতে কিছুমাত্র দমিল না, শুধু কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া, পূর্ব্ব কথা পুনরুচ্চারণ করিল মাত্র, সে স্বরে সবিনয় নিবেদনের চিহ্নটা যত থাক না থাক—একটা শোভন-সঙ্গত ওজস্বী ভাব বেশ পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল; কতকটা আদেশের ভঙ্গীতে!

নমিতা সন্তোষপূর্ণ দৃষ্টিতে লোকটার মুখ পানে চাহিয়া সহসা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—লোকটা হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডার সুরসুন্দর তেওয়ারী!—বাঃ, এই মৃদু-কোমল প্রকৃতির লোকটার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এমন নির্ভীক! আশ্চর্য্য বটে। এ লোকটি যে এমন অসঙ্কোচে কোন 'খাতির নদারতের' খাতির জমাইতে পারে, তাহা ইহাকে দেখিলে মনে হইত না!

সুরসুন্দরের কথায় এবার ডাক্তার আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, অপ্রসন্ন মুখে চঞ্চলচকিত নয়নে একবার রমণীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, যেন এতক্ষণ তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি কোন কিছুই জানিতেন না, এই তাহাকে দেখিলেন? তিনি একটু অবজ্ঞার সহিত-ই পিছন ফিরিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী অসঙ্কোচে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

সুরসুন্দর একটি কথা না বলিয়া তখনই ধীরে ধীরে হাঁসপাতালের ভিতর চলিয়া গেল; ডাক্তার বাবুও দর দামের সম্বন্ধে একটা হেস্ত নেস্ত ঠিক করিয়া—লিচুওয়ালাকে একজন কুলীর সহিত নিজের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন, তাহার পর নিকটস্থ ভদ্রলোকটির সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া তিনি ফটকের মধ্যে ঢুকিতে উদ্যত হইতেছিলেন এমন সময় নিকট-সমাগতা নমিতার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই— একবার দাঁড়াইলেন, সৌজন্যের মর্য্যাদা বজায় রাখিতে গম্ভীর মুখে, মাথার হ্যাট্‌টা ডান হাতে একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া পুনশ্চ সেটা পূর্ব্বের মত মাথায় বসাইলেন। নমিতা ত্রস্তসংক্ষিপ্ত নমস্কারে নিজের কর্ত্তব্য সমাধা করিল.—কিন্তু ডাক্তারের শিষ্টাচারে তাহার অন্তরে একটা ঘৃণাব্যঞ্জক শ্লেষের কশা-ঘাত বাজিল.—ছিঃ, ইনিই কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আর একজন পথিক রমণীর প্রতি সেই অদ্ভুত শিষ্টাচার আচরণ করিয়াছেন না?—অথচ ইনিই নমিতার স্বদেশী, স্বজাতি,—অগ্রজের মাননীয় ব্যক্তি, ইঁহার এতদূর ....ধিক্, না না, ইনি মাত্রা ওজন করিয়া নমিতার প্রতি যে সম্মানটুকু বিজ্ঞাপন করিলেন, তাহাই নমিতার প্রকৃত অপমান। পথের ঐ রমণীর প্রতি তিনি যে অবজ্ঞা-সূচক আচরণটি স্বচ্ছন্দ-চিত্তে সম্পাদন করিয়াছেন—সেইটুকুই ইঁহার আন্তরিক সৌজন্যের নির্ঘাৎ সত্য মূর্ত্তি!—হউক সে ইতর, দরিদ্র দাসী, না থাকুক তাহার শিক্ষা সভ্যতার কোন বর্ণজ্ঞান,—কিন্তু তাহা বলিয়া এই অভিজাত সম্প্রদায়ের শিক্ষা-উদ্ধত প্রভুদের খুসীর উপর, যত্র তত্র অসুবিধা উৎপীড়ন ভোগের জন্য সে যে একান্তই বাধ্য, এ কথা তো কেহ বলিতে পারে না, তবে! চুলোয় যাউক এই নিষ্ফল চিত্তদাহ! ইঁহাদের খুসীর জয় জয়কার হউক!—নমিতা মাথা নোয়াইয়া ফটকের মধ্যে ঢুকিল; পাছে ডাক্তার বাবুর সহিত চলিতে হয় বলিয়া সে সম্মুখের পথে অগ্রসর

হইল না, ডানদিকে বাঁকিয়া বাগানের সরু ফুটপাথ ধরিয়া ফিমেল ওয়ার্ডের দিকে চলিল। এ পথ দিয়া যাইলে একটু ঘুর হয় কিন্তু;

নমিতাকে বাগানের পথ ধরিতে দেখিয়া ডাক্তারবাবু বোধ হয় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, কারণ নমিতা সঙ্গে আসিবে মনে করিয়া তিনি একটু আস্তে হাঁটিয়া চলিতেছিলেন; নমিতা বাগানের পথে কয়েক পদ অগ্রসর হইলে, ডাক্তার বাবু দাঁড়াইলেন ও একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "ম্যাডাম, মিস্ স্মিথের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?"

নমিতা দাঁড়াইল, মুখ ফিরাইয়া, মাথা নাড়িয়া জানাইল 'না'।

ডাক্তার পুনশ্চ বলিলেন, "তিনি দূরে কোথায় একটা কলে গেছেন, আজ আমার ওপর ফিমেল ওয়ার্ডের চার্জ দিয়েছেন।"

নমিতাও পুনরায় মস্তকান্দোলনে জানাইল—'উত্তম'।

ডাক্তার জানিতেন নমিতা মিত্র স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী, যেখানে মস্তক-সঞ্চালনে কাজ চলে সেখানে জিহ্বা-সঞ্চালনে সে অনিচ্ছুক। গাম্ভীর্য্য বা অপ্রসন্নতার আড়ম্বর না থাকিলেও এই সুন্দরী তরুণীর স্বভাবের মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধ-সংবৃতভাব দৃঢ়রূপে বিদ্যমান ছিল, যাহাকে ঠেলিয়া ইঁহার সহিত ইচ্ছানত আলাপ জমাইতে একান্তই কুণ্ঠা বোধ হয়।

ডাক্তার আর কোন কথা না বলিয়া, ডানহাত পকেটে পুরিয়া বাম-হাতে ওভার কোটের বোতাম ঘুরাইতে ঘুরাইতে, গম্ভীর মুখে, দম্ভলাঞ্ছিত পাদক্ষেপে—চলনের তালে তালে পিট্‌কান ঘাড় শুদ্ধ মাথাটা কাঁপাইয়া—সম্মুখের পথে অগ্রসর হইলেন। আর নমিতা নতশিরে ওষ্ঠের উপর তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া, অন্য-মনস্কভাবে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ফিমেল-ওয়ার্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতলের সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুনিল, পাশের ঘরে তাহার অন্যতম সহযোগি-শুশ্রূষা-কারিণী মিসেস্ দত্ত, ওরফে চপলা দত্ত মহোদয়া উগ্র-বিরক্তিতে কাহাকে ধমকাইতেছেন, "চুপ কর, চুপ কর, অত অ-ত্রাহি হ'লে গবর্ণমেণ্টের হাঁসপাতালে আসতে নেই, নিজের বাপের ভিটেয় বসে সেবা খেতে হয়।"

তিরস্কৃত ব্যক্তি ক্ষীণ-কাতরোক্তি-সহকারে গোঙাইয়া গোঙাইয়া উত্তর দিল, "আহা মা, তা' হলে কি তোমাদের দুঃখ দিতে আসি? থাক্‌লে আজ আমার জোয়ান জোয়ান তিন ব্যাটা, আহ্—আল্লা!—" তাহার কণ্ঠস্বর বাষ্পাবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল।

নমিতা মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর নিঃশব্দে একটা ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীর-পদে সেই কক্ষের উদ্দেশে অগ্রসর হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

প্রফুল্লতা।

প্রফুল্ল প্রফুল্ল আজি সকলি প্রফুল্লময়,
প্রফুল্ল সরসে ওই প্রফুল্ল কুমুদচয়।
কুসুম হাসিছে আজি প্রফুল্লতা লয়ে কত,
বহিছে সমীর ওই আনন্দেতে অবিরত।
আনন্দে নাচিছে আজ পৃথিবীর সুপ্ত বুক,
গাহিছে বিহঙ্গ ওই জাগায়ে অমৃত সুখ।
কি প্রফুল্ল দিনমণি সুনীল আকাশ মাঝ,
আপন আনন্দ যেন আপনি প্রকাশে আজ।
কি আনন্দ ভাসে হেরে শিশুর অধর পরে,
প্রফুল্ল গোলাপ যেন ফুটিয়া পড়িছে ঝরে।
আমার (ও) প্রফুল্ল আজি ভগন হৃদয়খানি,
গাহিছে আনন্দ কত চির প্রফুল্লতা বাণী।

শ্রীমতী বিনোদিনী সেন গুপ্তা।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বন্ধনী বা ব্যাণ্ডেজ :—ইহা দ্বারা উষ্ণতার সৃষ্টি হইয়া থাকে, রোগী আরাম পায়, এবং আবশ্যক স্থানে বন্ধন এবং চাপ সম্পাদিত হইয়া থাকে। ব্যাণ্ডেজের জন্য নানারূপ বস্ত্র ব্যবহৃত হয়, যথা ফ্লানেল, ক্যালিকো, মস্‌লিন, চিক এবং ইণ্ডিয়া রবার। অঙ্গুলির জন্য ব্যাণ্ডেজ আবশ্যক হইলে তাহার প্রস্থ দেড় ইঞ্চ এবং শরীরের জন্য নয় ইঞ্চ হওয়া উচিত। লম্বায় ব্যাণ্ডেজ তিন হইতে ছয় গজ হইয়া থাকে। ব্যাণ্ডেজ রাখিতে হইলে গুটাইয়া রাখিতে হয় এবং বন্ধন করিতে হইলে নিম্ন হইতে উপরে বাঁধিতে হয়।

যদি হাতকে ঝুলাইয়া রাখিতে হয় তবে কনুই অপেক্ষা হাতটাকে উচ্চে রাখিতে হইবে নতুবা তাহাতে রক্ত জমিবার সম্ভাবনা। ঝুলনটী গলায় ঝুলাইতে হয়।

স্নান—নানা অভিপ্রায়ে স্নানের আবশ্যক হইয়া থাকে। ধৌত করিবার আশয়ে এবং লোমকূপ পরিচ্ছন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে স্নানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শীতল জলে স্নান করিলে একটু পরিশ্রম আবশ্যক হয়, সুতরাং রোগী হয় স্বয়ং শরীর ঘর্ষণ করিবে নতুবা অন্য কাহার-দ্বারা ঘর্ষণ করাইবে। শীতল জলে স্নান করার অব্যবহিত-কাল পরে কিঞ্চিৎ ভোজন করা বিধেয়। শরীর সুস্থ থাকিলেও এরূপ করিবে; অসুস্থ অবস্থায় অন্যরূপ বিধি। উষ্ণ জলে স্নানের পর বিশ্রাম আবশ্যক। রোগী বালক হউক বা যুবকই হউক বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া একটু বিশ্রাম করিবে। তাহাকে ভোজনের জন্য অথবা জাগরিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না। যাহাদিগের মৃগি-রোগ আছে তাহাদিগকে ৯৮ ডিগ্রির উষ্ণ জলে স্নান করাইবে না। বালক হইলে ৯৬ ডিগ্রির উষ্ণ জল যথেষ্ট।

৬০ হইতে ৭০ ডিগ্রির উষ্ণ জলে স্নানকে শীতল স্নান কহে।

পটি—ঘা যত বড় পটিও তত বড় হওয়া আবশ্যক। পটি উত্তম করিয়া কাটিয়া তাহাতে মলম লাগাইয়া ক্ষত স্থানে বসাইয়া দিবে। ন্যাকড়ার অপেক্ষা তুলার পটি উত্তম, কারণ ন্যাকড়ায় নূতন নূতন চর্ম্ম উৎপাত হইয়া আইসে।

পিচকারী—কোষ্ঠকাঠিন্য হইলেই পিচকারী দেওয়ার আবশ্যক হয়। পিচকারী ব্যবহার করার পর তাহাকে শুষ্ক করিতে হইলে তাহার জল নির্গত করিয়া বাতাসে টাঙ্গাইয়া দিবে, বাক্সের মধ্যে রাখিবে না; কারণ তাহাতে পিচকারী ফাটিয়া যাইতে পারে। পিচকারী ব্যবহার করিতে হইলে উষ্ণ বা ঈষদুষ্ণ জল, সাবানের ফেনার সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিবে। কোন কোন স্থলে শীতল জলের ব্যবহারও হইয়া থাকে। জলের পরিমাণ এক পাইন্ট হইলে যথেষ্ট। পিচকারী ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহার ভিতরের হাওয়া বাহির করিয়া দিবে, নতুবা রোগীর পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। পিচকারী দিতে হইলে রোগীকে বাম দিকে শয়ন করাইবে, পরে পিচকারী দিবে। কোন কোন স্থলে পিচকারী দ্বারা রোগীকে আহার দেওয়া হয়।

ফোমেণ্ট—ফোমেণ্ট করিতে হইলে উষ্ণজল এবং ফ্লানেলের আবশ্যক। আর্দ্র ফ্লানেলকে নিংড়াইবার জন্য এক টুকরা কাপড় চাই। ফোমেণ্টের সহিত উত্তেজক অথবা ব্যথা-নাশক ঔষধের ব্যবহার হইয়া থাকে। তার্পিন তৈল উত্তেজক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত-বহা নাড়ীর উপর ইহা অতি শীঘ্র প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ফ্লানেলকে ফুটন্ত জল হইতে নিংড়াইয়া উঠাইয়া তাহাতে অর্দ্ধ আউন্স তার্পিন তৈল ছড়াইয়া দাও এবং আর একবার চাপন দিয়া সেই তৈলকে বিস্তার করিয়া লও; অনন্তর আবশ্যক স্থানে ব্যবহার কর।

লডেনাম এবং অহিফেন বৃক্ষের ফল বেদনা-নাশক। এক কোয়ার্ট জলে দুইটা অহিফেন ফল থেঁতো করিয়া ফেলিয়া দিয়া ফোমেণ্ট করিবে অথবা একড্রাম লডেনাম ফ্লানেলে দিয়া তার্পিন তৈলের ন্যায় নিংড়াইয়া ফোমেণ্ট করিবে। লডেনাম-ব্যবহারে অধিক মাত্রায় বেদনার উপশম হয়। অহিফেন ফল সুলভ।

এক ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া ফোমেণ্ট করিবে ও পরে স্থানটীকে আবৃত করিয়া দিবে। ১২ ঘণ্টা বা ২৪ ঘণ্টা অতীত না হইলে পুনরায় ফোমেণ্ট করা অবিধেয়।

কুলকুচার উপকরণ—থিমোল (thymol) এবং জল একত্র মিশ্রিত করিয়া কুলকুচা করিলে গলার ক্ষত আরোগ্য হয়। গলক্ষতে ফট্‌কিরি এবং উষ্ণজল অথবা Chlorate of potash এবং শীতল জল একত্র মিশ্রিত করিয়া গলা ধৌত করার বিধি আছে।

বরফ—বরফকে শীতল রাখিতে হইলে ফ্লানেল দ্বারা জড়াইয়া রাখা উচিত। বরফ-নিঃসৃত জল হইতে বরফকে রক্ষা করিতে হয়। একটা কোন পাত্রের মুখে দুইটা কাটি রাখিয়া অথবা একটা পাত্রের মুখে ফ্লানেল বাঁধিয়া তদুপরি বরফের টুকরা রাখিতে হয়। বরফ ভাঙ্গিতে হইলে একটি লৌহ গজাল দ্বারা বিদ্ধ করিলেই ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। বরফ উত্তাপ হ্রাস-কারক। ইহার নিম্নে যদি কোন বস্তু থাকে উত্তাপের ন্যূনতা সাধিত হয় তবে তাহা

লবণ এবং জল। লবণ ও জলদ্বারা পরিপূর্ণ পাত্রে খাদ্য রাখিলে খাদ্য শীতল হয়। শীতল জলে ন্যাকড়া সিক্ত করিয়া ছায়ায় রাখিলে অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আইস ব্যাগ (Ice-bag)—Ice-bag এর প্রায় অর্দ্ধেক ভাগ বরফে পূর্ণ করিবে। বরফ গলিয়া যাইলে সেই জল ফেলিয়া দিয়া পুনরায় ব্যাগটীকে বরফ দ্বারা পূর্ণ করিবে। উত্তাপের বৃদ্ধি না হইলে পুনরায় বরফের ব্যাগ ব্যবহার করা অবিধেয়।

পটি—এক তৃতীয়াংশ অডিকলোন বা স্পিরিট এবং ⅔ ভাগ জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে উহা উত্তম প্রলেপের কার্য্য করিয়া থাকে। একটা পাতলা পটি উক্ত প্রলেপে সিক্ত করিয়া কপালের উপর রাখিবে। প্রলেপের আর্দ্রতা নষ্ট হইলে কোন ফলোদয় হয় না বলিয়া পটিটীকে সর্ব্বদা আর্দ্র রাখিতে হইবে।

রাই সরিষার পলেস্তার—রাই সরিষা বাটিয়া কাপড়ে রাখিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিবে। ইহা দ্বারা চর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া যায় বলিয়া পলেস্তার বার বার রাখা অবিধেয়।

পুলটিস—উত্তাপ দিবার জন্য পুলটিসের প্রয়োজন। প্রত্যেক পুলটিস চার ঘণ্টার অধিক রাখা উচিত নহে। সাধারণতঃ তিন দিন ব্যাপিয়া পুলটিস রাখা যাইতে পারে। পূর্ব্ব ব্যবহৃত পুলটিসকে পুনরায় উষ্ণ করিয়া ব্যবহার করিবে না। মসিনার পুলটিস প্রশস্ত। কখনও কখনও উত্তেজনার জন্য মসিনার পুলটিসের সহিত রাই সরিষা বাটিয়া মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এক পাইণ্ট জলে বড় চামচের এক চামচ রাই সরিষা এবং যথেষ্ট মসিনা দিয়া গাঢ় করিয়া পুলটিস প্রস্তুত করস্তর বক্ষে রাখা যাইতে পারে। এরূপ পুলটিস কখনও অধিকক্ষণ রাখিবে না; যুবকের জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা এবং বালকের জন্য দশ মিনিট কাল যথেষ্ট জানিবে। রাই সরিষার পুলটিস হইলে চর্ম্মের উপর এক খানা পাতলা কাপড় থাকা চাই। পুলটিস খুলিয়া ফেলিলে স্থানটীকে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিবে, যেন শীতল বাতাস না লাগিতে পায়। যে স্থানে পুলটিস লাগাইবে তথায় তৈল মালিস করিয়া পুলটিস লাগাইলে মসিনা গাত্রে লাগিবে না।

স্পঞ্জ—স্পঞ্জ সর্ব্বদাই শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখিবে। লবণাক্ত জলে স্পঞ্জ ধৌত করিলে তাহাতে শৈবাল জন্মিতে পায় না। যদি ক্ষত স্থানে স্পঞ্জ ব্যবহার করিতে হয়, তবে তাহাকে ফুটন্ত জলে ধৌত করণান্তর বিষনাশক দ্রব্যে যথা carbolic acid (কার্ব্বলিক এ্যাসিডে) নিমজ্জিত করিয়া উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করিয়া রাখিয়া দিবে।

উদ্ভিদ্‌গণের বায়ুমণ্ডল হইতে আহার-গ্রহণ।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে উদ্ভিদের অধিকাংশই জলীয় পদার্থ-দ্বারা গঠিত। বৃক্ষের পত্র দিয়া জল বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া যায়। যদিও এই ক্রিয়াটি মানব নেত্রের অগোচর, তথাপি পরীক্ষা দ্বারা আমরা এই তথ্যটি বিশেষরূপে জানিতে পারি। যদি

কোন উদ্ভিদকে আমরা বোতল দ্বারা আবৃত করি তবে অল্পক্ষণ পরেই দেখিতে পাই যে বোতলের অভ্যন্তরে আর্দ্রতা জন্মিয়াছে। বোতল দ্বারা আবৃত করিবার পূর্ব্বে তৈলাক্ত কাগজ বা তৈলাক্ত কাপড় দ্বারা বৃক্ষের তল-দেশটী ঢাকিয়া দিতে হইবে; তাহা হইলে বৃক্ষতলস্থিত মৃত্তিকা হইতে জলের বাষ্প বোতলের অঙ্গে লাগিতে পারিবে না। যদি পত্রের তলদেশ অনুবীক্ষণ বা বিপুল-দর্শক কাচ (magnifying glass) দ্বারা দেখা যায়, তবে দেখা যাইবে যে তাহাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলি দিয়া জল বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। উদ্ভিদ্‌গণ শিকড় দ্বারা মৃত্তিকা হইতে জল গ্রহণ করে এবং পত্র দ্বারা তাহা বাষ্পাকারে বহির্গত করিয়া দেয়। যতদিন গাছ জীবিত থাকে তত দিন এইরূপ ক্রিয়া হইতে থাকে। এই প্রকারে উদ্ভিদগণ অনেক জল গ্রহণ করে।

পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে প্রতি-পাউণ্ড শুষ্ক পদার্থ ফলনের জন্য প্রায় ৩০০ পাউণ্ড জল উদ্ভিদ গ্রহণ করে, অর্থাৎ এক সহস্র পাউণ্ড শস্য, তাহার ফলন-কাল পর্য্যন্ত অন্ততঃ ৩০ টন জল লইয়া থাকে। এক একরের $\frac{1}{৩০}$ ভাগে এক হাজার পাউণ্ড শস্য ফলান যাইতে পারে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে এক একর জমির জন্য ৯০০ টন জলের আবশ্যক। এই জলটী জমির উপর ধারণ করিলে গভীর আট ইঞ্চ হইয়া থাকে। আমরা যে জলের কথা বলিলাম তাহার সহিত জমির ছিদ্র দ্বারা প্রস্থিত জলের কোন সম্বন্ধ নাই। অন্ততঃ পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ জল জমির অভ্যন্তর দিয়া নিঃসৃত হইয়া যায়। সুতরাং শস্যের জন্য এক একর জমি অন্ততঃ ১৮০০ টন জল গ্রহণ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জমির আর্দ্রতা রক্ষা করা কিরূপ আবশ্যক।

পক্ক ফলে ৮০ ভাগ এবং শুষ্ক পদার্থে ১০ ভাগ জলের অস্তিত্ব দেখা যায়। উদ্ভিদকে ওজন করিলে তাহা হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৭০ ভাগ জল পাওয়া গিয়া থাকে। সুতরাং উদ্ভিদ-জীবনে যে জলের বিশেষ আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমেয়।

উদ্ভিদগণ দ্রবাকারে আহার গ্রহণ করে। দ্রব না হইলে উদ্ভিদে আহার প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং উদ্ভিদের আহার দ্রব করিবার জন্যও জলের আবশ্যক। জল ভিন্ন উদ্ভিদের রসাল স্থানগুলিও কঠিন হয় না; সুতরাং তজ্জন্য জলের বিশেষ প্রয়োজন। এই তথ্যটী আমরা গ্রীষ্ম সমাগমে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে গ্রীষ্মকালের দিবাভাগে উদ্ভিদ্‌গুলি ঈষৎ হেলিয়া পড়ে। তাহার কারণ এই যে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে জমির রস শুষ্ক হয় ও পত্র-দ্বারা বাষ্পাকারে জল উড়িয়া যায়। জমি যখন ত্বরিত-গতিতে জল যোগাইতে পারে না তখনই বৃক্ষগুলি ঈষৎ অবনত হয়। উদ্ভিদের উষ্ণতার উপর যে জলের প্রভাব নাই একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। রাসায়নিক প্রক্রিয়া উদ্ভিদকোষে উষ্ণতা উৎপাদন করে। যদি উষ্ণতা অতিমাত্রার হয় তবে ফালতু উষ্ণতা বাষ্পীভূত হইয়া জলা-কারে পত্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। মনুষ্য-শরীরেও অনুরূপ প্রথায় উষ্ণতা ঘর্ম্মাকারে পরিণত হয়। উদ্ভিদ্ জমি হইতে শিকড়-দ্বারা

যে আহার গ্রহণ করে অথবা পত্র-দ্বারা যে আহার শোষণ করে তাহা তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে আবশ্যকতানুযায়ী দ্রবাবস্থায় গমন করে। যে জমিতে জলের মাত্রা যত অধিক সে জমি ততই উর্ব্বর। যে সকল প্রক্রিয়া-দ্বারা জমিতে জলীয় অংশ অধিক মাত্রায় সঞ্চিত হয় তদ্বিষয়ে মানবের জ্ঞান থাকা উচিত এবং সেই সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে জমি যে উর্ব্বর হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

উদ্ভিদ্গণ কেবলমাত্র বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজন গ্রহণ করে। বায়ুর ১/৫ ভাগ অক্সিজন সুতরাং উদ্ভিদ্গণ কিয়ৎপরিমাণে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। উদ্ভিদ্গণ জীবগণের ন্যায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে। জীবন রাখিতে হইলে কোষগুলিতে অক্সিজনের সরবরাহ অনিবার্য্য। ইহা যেমন উদ্ভিদ্জীবনে প্রযোজ্য জীবগণের পক্ষেও তদনুরূপ। কোষের পদার্থ-নিচয়ের সহিত বায়ুমণ্ডলের অক্সিজন মিলিত হইয়া উষ্ণতার সৃষ্টি করিয়া থাকে। জীবদেহেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় উষ্ণতার উদ্ভব হয়। সঞ্জীবিত উদ্ভিদ্-কোষ হইতে যে উষ্ণতার উদ্ভব হয় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা কোন গৃহে শস্য রক্ষা করিয়া তাহা আবৃত করিয়া দিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারি। গৃহ আবৃত হইলে তাপ-বিকীরণ হইতে পায় না, সুতরাং গৃহটী অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠে। শস্য-কোষগুলি নিঃশ্বাস গ্রহণ করে বলিয়াহি উষ্ণতা বাহির হইয়া যাইতে পারে না এবং উষ্ণতা ক্রমশঃ পুঞ্জীকৃত হইয়া গৃহটীকে অত্যন্ত উষ্ণ করে।

উদ্ভিদে যে সকল কঠিনাংশ আছে তন্মধ্যে অর্দ্ধভাগ কার্ব্বন দ্বারা গঠিত। বায়ুমণ্ডল-স্থিত কার্বণিক এসিড হইতে উদ্ভিদ্ কার্বণ প্রাপ্ত হয়। কার্বনিক এসিড বর্ণহীন গ্যাস ; ইহা কার্বন ও অক্সিজন নামক দুইটী পদার্থে গঠিত। কয়লা জ্বালাইলে ইহা উদ্ভূত হইয়া থাকে। বায়ুমণ্ডলের সর্ব্বত্রই কার্বণিক এসিড গ্যাস বিদ্যমান আছে। আকাশের দশ সহস্র ভাগে কেবলমাত্র চারি ভাগ কার্বণ দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ুমণ্ডলে কার্বণের অংশ অতি অল্প হইলেও ইহা দ্বারা যে উদ্ভিদের এত কঠিনাংশ প্রস্তুত হয় ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। গ্যাসকে বিশ্লেষণ করিতে কাঁচা উদ্ভিদের বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে ; তাহারা কার্বণ রক্ষা করে এবং অক্সিজন পরিত্যাগ করে। পত্র দ্বারাই এই ক্রিয়াটী হইয়া থাকে। উদ্ভিদে যে সবুজ বর্ণ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই কার্বণকে আকৃষ্ট করে ; সুতরাং যে সকল উদ্ভিদের পত্র সকল সবুজ বর্ণ তাহারাই কার্বণিক এসিড গ্রহণ করিতে সক্ষম। বেঙের ছাতা এবং অন্যান্য উদ্ভিদ্ যাহাদিগের পত্রাদি সবুজ নহে তাহারা এরূপে কার্বণ গ্রহণ করিতে পারে না,—জীবাণু পচিলেই তাহারা তাহা হইতে কার্বণ গ্রহণ করে। সবুজ-বর্ণের উদ্ভিদ্গণ অন্য পক্ষে জমীর অজৈবিক পদার্থ এবং বায়ু-মণ্ডল হইতে আপনার খাদ্য আহরণ করে।

দিবাভাগেই উদ্ভিদ্গণ কার্বণিক এসিডের বিশ্লেষণ এবং কার্বণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কার্বণিক এসিডের কার্বণ এবং অক্সিজনকে চূর্ণ করিবার জন্য উদ্ভিদের শক্তির আবশ্যক ; সে শক্তি সূর্য্য-কিরণ প্রদান করিয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মি যতই প্রখর হইবে কার্বণও তত শীঘ্র বৃক্ষে লাগিয়া যাইবে। এই কারণ-প্রযুক্ত যে সকল উদ্ভিদ্ সূর্য্য-কিরণে অবস্থিত, তাহারা

ছায়াস্থিত উদ্ভিদপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। সূর্য্যকিরণ-ব্যতীত উদ্ভিদের কার্ব্বণ ব্যবহার করিবার শক্তি থাকে না, সুতরাং রাত্রিকালে উদ্ভিদ্গণ কার্ব্বণ গ্রহণ করে না। রাত্রিকালে অঙ্কুরোদ্গম হয় বটে, কিন্তু তাহার পল্লবাদি ফ্যাকাসে হইয়া থাকে এবং তাহার বৃদ্ধিও লক্ষিত হয় না। বীজে যত দিন আহার নিহিত থাকে তত দিনই উদ্ভিদ্ বর্দ্ধিত হয় কিন্তু তাহা জমি বা বায়ুমণ্ডলস্থিত আহার গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। এরূপে উৎপন্ন উদ্ভিদে বীজস্থিত কঠিনাংশ অপেক্ষা ন্যূন কঠিনাংশ বিদ্যমান থাকে ;—পরীক্ষা দ্বারা এই তথ্যটী স্থিরীকৃত হইয়াছে। আলোক-প্রাপ্ত হইলে পত্র দ্বারা উদ্ভিদ্গুলি বায়ুমণ্ডল হইতে কার্ব্বণিক এসিড শোষণ করিয়া লয় এবং শিকড় দ্বারা গৃহীত জল ও ধাতবপদার্থের সহিত কার্ব্বণকে মিশ্রিত করিয়া carbohydrate proteid প্রভৃতি স্বীয় পুষ্টির উপযোগী পদার্থ নিচয়কে প্রস্তুত করে।

বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সবুজ বর্ণের উদ্ভিদ্গণ জমির কার্ব্বণের উপর নির্ভর করে না—তাহারা বায়ুমণ্ডলের কার্ব্বণিক-এসিড হইতে কার্ব্বণ গ্রহণ করে। তাহারা কার্ব্বণকে কার্ব্বণিক-এসিড-গ্যাসাকার-ব্যতীত অন্য কোন আকারে গ্রহণ করিতে পারে না। বায়ুমণ্ডলে কার্ব্বণিক-এসিডের অল্পতা-নিবন্ধন অনেকে আশঙ্কা করেন যে, কালে তাহা নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। জনসন নামক জনৈক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন যে পৃথিবীর উপরিভাগে প্রতি-একর স্থানের উপর ২৮ টন কার্ব্বণিক-এসিড আছে এবং পৃথিবীর ¼ ভাগ জমি হওয়াতে বায়ুমণ্ডলে যে কার্ব্বণিক এসিড দৃষ্ট হয় তাহা যথেষ্ট ;—শত শত বৎসর ব্যাপিয়া যদি কার্ব্বণিক এসিডের নূতন সরবরাহ না হয় তথাপি তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না। বস্তুতঃ নূতন গ্যাস প্রত্যহ এরূপ মাত্রায় জন্মিতেছে যে আকাশস্থিত কার্ব্বণিক এসিড সকল সময়েই সমভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যখনই কয়লা, কাষ্ঠ বা অন্য কোন পদার্থ জ্বালান হয় তখনই কার্ব্বণিক এসিডের সৃষ্টি হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিত হয়। জীববৃন্দও কার্ব্বণের নিমিত্ত উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। তাহারা কার্ব্বণিক-এসিড-গ্যাসাকারে যে গ্যাস নিঃশেষিত করে তাহা প্রশ্বাস দ্বারা বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে উদ্ভিদ্গণ কার্ব্বণ গ্রহণ করে এবং পুনর্ব্বার তাহা বায়ুমণ্ডলে প্রত্যর্পন করে।

পরীক্ষা-দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে বায়ুমণ্ডলে যে কার্ব্বণ জন্মে তাহা উদ্ভিদের পক্ষে যথেষ্ট। উদ্ভিদ্গণ বিনামূল্যে কার্ব্বণ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং জমিতে কার্ব্বণ-সংযুক্ত খাদ্য দিবার কোন প্রয়োজন নাই—জমীর কার্ব্বণ উদ্ভিদ্গণ গ্রহণ করে না। কার্ব্বণ-সংযুক্ত খাদ কি প্রকারে উদ্ভিদের হিতকর হয় তাহা পরে বলা যাইবে।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

শীলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাঁর বারান্দায় একখানি বেত্রাসনে বসিয়া তাঁর প্রিয় পোষ্যগুলির সেবা করিতেছিলেন। দুটি সুন্দর খাঁচায় দুটি কেনারী পাখী, দাঁড়ে একটি বৃহৎ কাকাতুয়া ও বাঁশের খাঁচায় একটি ময়না রহিয়াছে। তাঁহার একজন ভৃত্যকে তিনি বলিলেন, "গাড়ী পাঠিয়েছিস্ ত ?" সে বাঙ্গালী চাকর, বলিল,—হাঁ মা গাড়ী গেছে।" এমন সময় একজন ভৃত্য একখানি কার্ড আনিয়া তাঁহার হাতে দিল, তাহাতে লেখা আছে—"সুপ্রকাশ রায়।"

তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন, "সেলাম দেও।" হাস্য-প্রফুল্ল-আননে সুপ্রকাশ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বলিলেন "তুমি ? এখানে ?"

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন "সে সব কথা পরে হবে। আমি কেন তা চাকররা থাকৃ পরে বলিব।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। "এত দিন তুমি কোথায় ছিলে ? কোন খবর পাইনি কেন ?"

সুপ্রকাশ। জানেন্ ত মাকে নিয়ে দেশে দেশে বেড়াতে হয়েছে, তার পর কিছুতেই কিছু হল না। এমন দেশ নাই যেখানে বেড়াতে যাইনি, কিছুতেই রক্ষা হল না। ওয়ালটেয়ার, মসুরি, সিমলা সর্ব্বত্রই গেছি।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। সে কথা থাক, প্রভাত-দের চেন ? তারা এখানে নূতন জমিদারী কিনেছে এখানেই এবার তারা স্থায়ী হবে। তার ভাই সুব্রত এখানেই প্র্যাকৃটিস্ করবে—কথা হচ্চে"।

সুপ্রকাশ। "না আমি মিঃ বসুকে জানি না, তবে এখানে এসে নাম শুনেছি। সুব্রতকে সেদিন দেখ্‌লাম, আলাপ নাই।"

এতক্ষণে কেনারীকে স্নান করান শেষ হইল। অর্থাৎ তাহারা আপন-মনে তাহাদের পাত্রে ডুবিয়া ডুবিয়া পাখা ডুবাইয়া আনন্দে স্নান করিল। তাহাদের খাদ্য দিবার পর তাহাদিকে রৌদ্রে রাখা হইল। কাকাতুয়া ততক্ষণ আপন মনে চীৎকার করিতেছিল—"মালি! মালি! ফুল আন।" সে প্রথম হইতে "ফুল আন"—কথা শিখিয়াছে ও এই কথাই সে ক্রমাগত বলিতেছে। তাহাকে খাদ্য দিয়া তাহার খাদ্যের পাত্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরিষ্কার করাইয়া তবে তিনি সুপ্রকাশের হাত ধরিয়া ড্রইংরুমে প্রবেশ করিলেন ও সুপ্রকাশকে বলিলেন, "তার পর।"

সুপ্রকাশ অতি মৃদু-কণ্ঠে গোপনে তাঁহাকে কয়েকটি কথা বলিলেন ও শেষে উচ্চ-কণ্ঠে বলিলেন, "এই পর্য্যন্ত থাক।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি (হাসিয়া)। "বেচারী সুব্রত।"

সুপ্রকাশ। "ও সব কথা থাক্। আপনাকে যা বলিলাম একটু মনে রাখিবেন।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। "আজ তুমি সকালে এখানেই খাও। বিকালেও আজ আমার

বাড়ীতে অনেকে আসবেন, তুমিও এসো। প্রভাত এবং সুব্রতও আস্‌বে, তাদের সঙ্গে তোমায় আলাপ করিয়ে দেব। শীলা খুব সুন্দর গান গায়; সে ত এখনই আসবে।

সুপ্রকাশ। এখনি, সকালেই আসবেন্?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। গাড়ী আন্‌তে গেছে, এলো বলে। তোমার সঙ্গে কোথায় আলাপ হল?

সুপ্রকাশ। দু-তিন দিন দেখা হয়েছে, দু-চারটে কথা বলেচি; আলাপ কি করে হবে!

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। তোমার কি এখনও ঘুরে বেড়াবার মন? না এখানে থাক্‌বে?

গাড়ীর শব্দ শ্রুত হইল, সুপ্রকাশ উঠিয়া গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বারান্দায় উঠিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ দেখিলেন যে, শীলার সাজ-সজ্জা খুব সাধারণ হলেও বড় সুন্দর। তাঁহার সঙ্গে একটি ছোট ব্যাগ আনিয়াছেন এবং সারাদিন থাকিবেন বলিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদিও আনিয়াছেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাঁহাকে লইয়া 'ড্রইং রুমে' প্রবেশ করিলেন। সুপ্রকাশও হাস্যমুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া নমস্কার করিলে শীলা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইল। সে নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনি এখানে?"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। এত দিন কেন এখানে আসে নাই, তাই জিজ্ঞাসা কর। অথচ ও যখন জন্মেছে তখন থেকে আমি ওকে জানি। এত দিন কটকে এসেছে তবু দেখা দেয়নি। আশ্চর্য্য ছেলে যা' হোক্! তোমরা একটু বসে গল্প কর, আমি দেখে আসি খাবার কত দেরী।

এই বলিয়া তিনি গৃহ ত্যাগ করিলে সুপ্রকাশ একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন। শীলা আসন গ্রহণ করিলে, তিনিও দূরে একটি চেয়ারে বসিলেন। উভয়েই কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। সুপ্রকাশ কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। যাহাকে এত অল্প সময় দেখিয়াছেন, অথচ যে সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহাকে প্রকাশ করিয়া কিছু বলিবার সামর্থ্য নাই। সে যেখানে থাকে সেখানে গিয়া সাক্ষাৎকার করিবার অধিকারও নাই। আর তাঁহাকে দরিদ্র জানিয়া কি রামলোচন-বাবু অগ্রসর হইতে দিবেন? এক দিকে ধনী সুব্রত, আর অন্য-দিকে দরিদ্র ভিখারী সুপ্রকাশ। একি অদৃষ্টের পরিহাস নয়? সুপ্রকাশ মুখ তুলিয়া দেখিলেন শীলা নতমুখে আছে। তিনি তাহাকে বলিলেন, "কটকে এসে আপনার কেমন লাগছে? পশ্চিম থেকে উড়িষ্যা একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের মনে হয় না কি? আপনার কাছে সবই অপরিচিত?

শীলা মুখ তুলিয়া বিষাদের কণ্ঠে বলিল, "অপরিচিত বইকি, আমিত এখানকার কাহাকেও জানি না। মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সহিত মিসেস্ বসুর বাড়ীতে দেখা হল, তাতেই তিনি আজ আমায় আনিয়েছেন।"

সুপ্রকাশ। আপনার কাকা ও খুড়ীমাকে কি আপনি কখনো দেখেন নি?

শীলা। আমার বাবা ত এখানে কখনো আসেন নাই, সে-জন্য কাহাকেও দেখি নাই। আমার মাকে ব্রাহ্ম-মতে বিবাহ করার পর, তাঁর সমস্ত আত্মীয় তাঁর সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন।

সুপ্রকাশ। আপনি সেখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারে লালিত হয়েছেন, আর এখানে আপনার কাকার বাড়ীতে সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার, খুব কষ্ট পাচ্ছেন, বোধ হয়?

শীলা। না, তাতে আর কি হবে। জীবনের সকল দিন সমান যায় না। বাবার শেষ আদেশ, কাকার কাছে এসে থাকতে হবে; সেই কথা মনে করে আমার কষ্ট হয় না।

সুপ্রকাশ। সারাদিন কি করেন?

শীলা। অমিয়কে পড়াই, দু-চারটে বই এনেছি পড়ি, বা একটু সেলাই করি।

সুপ্রকাশ। বাজনা বাজান না? আপনার পিতার অমন সুকণ্ঠ, অত গান বাজনার সখ ছিল, আপনি নিশ্চয়ই খুব জানেন?

তাঁহারা এই প্রকার কথাবার্ত্তায় মগ্ন এমন সময় সহসা দ্বার খুলিয়া গেল। সুব্রত আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "মাসীমা! মাসীমা!" তার পর শীলাকে অপরিচিত ব্যক্তির সহিত বসিয়া কথা কহিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। সেই সময় অন্য দ্বার দিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এই যে সুব্রত। এস, তোমার সঙ্গে সুপ্রকাশের আলাপ করিয়ে দি। মিঃ সুব্রত বসু, আর মিঃ সুপ্রকাশ রায়—এইত বেশ ইংরাজি কায়দা হল।" তাঁহারা উভয়ে উভয়ের কর-মর্দ্দন করিয়া ইংরাজী ফ্যাসানেই আলাপ করিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি উভয়কে দেখিয়া একটু হাসিলেন ও সুব্রতকে বলিলেন, "তারপর, কি মনে করে সুব্রত? মা কেমন আছেন? বিকালে আসবেন ত?"

সুব্রত। সেই-জন্যইত এসেছি। মার শরীর ভাল নাই, সেজন্য আর তিনি আসতে পারবেন না। বৌদি, দাদা ও আমি আসব। তিনি মিস্ মিত্রকে আনবার কথা বলতে বলে পাঠিয়েছিলেন; তা মিস্ মিত্রত এখানেই আছেন গিয়ে বলব।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। শীলাকে আজ সকালেই এনেছি। শীলার সঙ্গেত একটুও কথা কইলে না।

সুব্রতের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; সুপ্রকাশের দৃষ্টি তাঁহার আননে পতিত হইল। সুব্রত শীলাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ভাল আছেন? আজ বৌদি বিকেলে আসলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

শীলা। তিনি কেমন আছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি সুখী হব। আপনার মায়ের কি হয়েছে?

সুব্রত। বোধ হয় জ্বর হবে, মাথা খুব ধরেছে। (তার পর সুপ্রকাশের প্রতি) আপনি এখানে কতদিন এসেছেন? কোথায় আছেন?

সুপ্রকাশ। আমি অল্প দিনই হল এসেছি। মিঃ রায়ের জমীদারী দেখতে এসেছি, আর ওঁর বাড়ীখানা পোড়ো বাড়ী হয়ে আছে, তার সংস্কার করাতে এসেছি।

সুব্রত একটু উপেক্ষার সহিত বলিলেন, "ওঃ, মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সহিত এই প্রথম আলাপ?" সুপ্রকাশ একবার মিসেস্ ব্যানার্জ্জির প্রতি চাহিলেন, যেন চক্ষের দৃষ্টিতে কি বলিয়া দিলেন। তারপর সুব্রতের কথার উত্তরে বলিলেন— 'হাঁ, মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে অনেক দিন থেকে জানি। আমার মায়ের সঙ্গে ওঁর বহুদিনের আলাপ শুনেছিলাম।"

সুব্রত মিসেস্ ব্যানার্জ্জির প্রতি চাহিয়া

বলিলেন, 'সত্যি নাকি? কই আপনার কাছে কখনও ত এঁর কথা শুনি নাই।" মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সহিত সুব্রতদের বেশী দিনের আলাপ নয়। কটকে আসিয়াই পরিচয় হইয়া তাহা ঘনিষ্ঠতায় শেষ হইয়াছে।

সুব্রত সুপ্রকাশকে বলিলেন "আপনার নামও—রায়; আপনি জমীদার মিঃ রায়ের কি আত্মীয়?" সুপ্রকাশ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, —"আত্মীয় বটে, তবে দরিদ্র ও বেতন-ভোগী।"

সুব্রত সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয় শীলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আপনার কাকা আজ আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। দাদা তাঁকে কয়েক-দিনের জন্ম আপনাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। আমরা দুই ভাই কালই একবার কল্‌কাতায় যাব।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। কেন, সেইখানেই প্র্যাক্‌টিস্ করবে বুঝি?

সুব্রত। সেই রকম ত মৎলব আছে, দেখি কি হয়। এখন তবে আসি মাসীমা। আবার বিকালে দেখা হবে।

সকলকে অভিবাদন করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলাকে লইয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

সুপ্রকাশ উঠিয়া নিঃশব্দে বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সম্মুখেই মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সুদৃশ্য ফুলের বাগান। কয়েকটি সূর্য্যমুখী ফুল ফুটিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। নানা-বর্ণের রঙিণ ফুলে বাগান-খানি যেন সুরঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'এখনও ফিরি। কেন নিজের জটিল অদৃষ্টের সহিত অন্যের অদৃষ্ট গ্রথিত করিব? আমার চেয়ে সুব্রত অনেক-বিষয়ে উপযুক্ত। সংসারে আত্মীয়-স্বজনে সে পূর্ণ—স্নেহময়ী জননী, স্নেহময় উপযুক্ত ভ্রাতা। আর আমি অভাগা, আমার সংসারে কে আছে? তার উপর জীবনে কলঙ্কের বোঝা। আমার আর এ-সব কেন? কিন্তু ফিরিতে কি পারিব? সূর্য্যমুখী সূর্য্যের দিকে চাহিয়াই ফুটিয়া উঠে। কেহ তাহাকে শেখায় নাই। তাহার স্বভাবই সূর্য্যের দিকে চেয়ে-থাকা। আমারও তাহাই হইয়াছে। এত দিন আমার অন্তরে প্রণয়-পুষ্প ফুটিয়া উঠে নাই; আজ প্রেমসূর্য্যা-লোকে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কে জানে ইহা ধূলায় দলিত হইবে, না কেহ সযত্নে তুলিয়া লইবে?'

সুব্রত বিষণ্ণ-মনে গৃহে ফিরিয়া গিয়া জননীর সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। তাঁহার জননী তখন বসিয়াছিলেন, শরীর সুস্থ ছিল না বলিয়া গৃহকার্য্যে অবসর লইয়াছেন। সুব্রত গিয়া মায়ের নিকট বসিয়া পড়িলেন ও ডাকি-লেন, "মা।" মা সেই কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন পুত্রের মনে কিছু দুঃখ হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনরে? কি হয়েছে সুবো?"

সুব্রত। তুমি আজ মাসীমার বাড়ী যেতে বলেছিলে, গিয়েছিলাম। সেখানে শীলা রয়েছেন, আর কে একজন ভদ্রলোক—সুপ্রকাশ রায়—তিনি ছিলেন। তাঁরা দুজনে বসে ড্রইংরুমে গল্প কচ্ছিলেন, যেন কত দিনের ভাব। মাসীমা সেখানে ছিলেন না।

মা। সুপ্রকাশ রায় কে?

সুব্রত। মিঃ রায়ের কর্ম্মচারী, কোন দরিদ্র বেতনভোগী আত্মীয়।

মা। তোমার মাসীমাত জানেন যে, শীলার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে; তা তিনি যার-তার সঙ্গে, আবার অমন ছোট-লোকের সঙ্গে শীলাকে মিশ্‌তে দেন কেন? শীলার কাকাকে আমি কথা দিয়েছি যে মেয়েটি দেখে পর্য্যন্ত আমাদের পছন্দ হয়েছে।

সুব্রত। মেয়ের যদি আমাদের পছন্দ না হয়?

মা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "নে আর জ্বালাস্‌নে, ঢের দেখেছি। এমন ঘর, এমন স্বামী—যদি মেয়ের পছন্দ না হয়, তাহলে আর কাকে হবে?"

সুব্রত। ঘরই বুছি সব? তুমিত সব জান! আজ-কাল্‌কার মেয়েরা নিজের মন না হ'লে বুঝি বিয়ে কর্ব্বে? তা'ছাড়া, এ হিন্দুমতে বিবাহ নয়; শীলা সাবালিকা হয়েছে।

মা কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন্, "আচ্ছা, আমি সব ঠিক করে নেব। যাতে কথা পাকাপাকি হয়, তা কর্ব্ব। তোমার যা কর্ব্বার, আমি যা ভাল বুঝবো কর্ব্বো।"

সুব্রত বিরক্ত-ভাবে বলিলেন, "তা বলে মাসীমার উচিত হচ্ছে না। আমি যখন চলে এলাম তখনো ত সেইখানেই ভদ্রলোকটি রইলেন। মাসীমাত তাকে দেখে গলে যাচ্ছেন।"

মা। মাসীমার পরিচিত, তা মাসিমা যত্ন না করে কি কর্ব্বেন? বেলা ত ও-বেলা যাবে, দেখে আসবে ব্যাপার কি। তুমি অত মুখচোরা কেন? নিজে ভাল করে আলাপ কর্ত্তে পার না?

সুব্রত। ঐটি বড় কঠিন। দেখি কি হয়? আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি যে এখানে না হলে, আমায় আর বিয়ের জন্ত অনুরোধ কোরো না।

হেমন্ত-প্রয়াণ।*

হেমন্ত! ভগিনি মোর! কবি বাঙ্গালার!
আশৈশব এক সুরে বাঁধি' হৃদি-তার
বাণীর মন্দিরে দোঁহে প্রাণ-উপায়নে
সাজাতেছিলাম অর্ঘ্য আপনার মনে
কি গভীর হর্ষে নিতি! বিজন বনের
দু'টী সুকুমার কলি অজ্ঞাতে বিশ্বের
বুঝি বিশ্ব-জননীর চরণ-সেবায়
পেয়েছিল অধিকার কেমনে বা হায়,
না জানি কি শুভক্ষণে! ছিল সাধ কত
সুগোপন মরমের সুধা-গন্ধ যত
নিঃশেষে উৎসর্গ করি' করিব সার্থক
ক্ষুদ্র পুষ্পজন্মটুকু!

নিয়তি কণ্টক

হায়রে স্নেহের বোন্! ভাবিনি স্বপনে
পূজা ফুরাবার আগে মধুর বোধনে
বিজয়ার বিসর্জ্জন! শশী পূর্ণিমার
অকস্মাৎ বসুন্ধরা করিয়া আঁধার
নিশি নাহি হতে শেষ হবে অস্তমিত
করাল রাহুর গ্রাসে! উৎসবের গীত
সমাপ্ত না হতে হায়, করুণ ক্রন্দনে
সব হবে সমাপন! আধেক জীবনে
এ সংসার-রঙ্গভূমে নাট্য-অভিনয়
হয়ে যাবে অবসান—সহস্র হৃদয়
ব্যাকুলিয়া তুমি হেন লইবে বিদায়

* লেখকের একমাত্র কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী হেমন্ত বালা দত্তের মহাপ্রয়াণে লিখিত।

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মাঝে! কে জানিত হায়,
কৃষ্ণা-অষ্টমীর নিশি বর্ষণ-মলিনা
অতর্কিতে ছিন্ন করি গীতিময়ী বীণা
নিবিড় তিমির আর তপ্ত আঁখি-জল
রেখে যাবে শুধু আজ!
　　　　অর্ঘ্য নিরমল
"শিশির" "মাধবী"* তব প্রকৃতিলক্ষ্মীর
শিশির-মাধবী সম শ্যামা ধরিত্রীর
উদার বিশাল বক্ষে পবিত্র সুন্দর
আনন্দের প্রস্রবণ, আজি হা ঈশ্বর!
মাতৃহারা শিশুপ্রায় তারা নিরন্তর
কি করুণ আর্ত্তনাদে সকল অন্তর
দহিতেছে পলে পলে! "বৈশাখী"† তোমার
বৈশাখী-ঝড়ের মত প্রাসাদ আশার
সহসা বিচূর্ণ করি' নিল উড়াইয়া
অকূল সিন্ধুর কূলে—বুঝি ডুবাইয়া
দিল হায়, চির তরে!
　　　　কি নিঃসঙ্গ আজ
কি গভীর শক্তিহীন বসুন্ধরা মাঝ
অভাগা অগ্রজ তব! বজ্রাহত-প্রায়
কর্ম্মহারা প্রাণহারা বসে শুধু হায়,
ভাবিতেছি নিশিদিন, একি আকর্ষণ
অজ্ঞাত দেশের কোন্, সকল বন্ধন
টুটে যায় ক্ষণে যাহে—হয়ে যায় শেষ
সব ব্যথা-যাতনার! কেমন সে দেশ—
কত দূরে—কোন্ খানে? প্রাণের ক্রন্দন
পশে কি সেথায় কভু? একটী স্পন্দন
তুলে কি ধরার শত স্নেহ-আকিঞ্চন
বারেক ভুলেও সেথা?
　　　　সেথা কি এমন
প্রকৃতি জননী হেন মুক্ত করি প্রাণ
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে নিত্য সুধা-স্তন্য দান
পিপাসু সন্তানে করে? অনন্ত গগনে
রবি-চন্দ্র-গ্রহ-তারা নর্ত্তন কীর্ত্তনে
অনাহত-সঙ্গীতের পীযূষ-প্লাবন
সেথা কি জাগায় কভু? স্নিগ্ধ সমীরণ
আনন্দের বার্ত্তা লয়ে দ্বারে দ্বারে দ্বারে
বহে কি এমনি সেথা? প্রসূন-সম্ভারে
ভরে উঠে অরণ্যানী? পাখী গায় গান
মুখরিয়া দশদিশি? তুলি 'কল'-তান
ধায় নদী সিন্ধু-পানে?
　　　　কিছু নাহি জানি—
বুঝিনা কিছুই হায়! শুধু সত্য মানি
সে দুর্জ্জেয় মহালোকে যারা যায় চলে
বুঝি তারা হর্ষে যায়! যারা ধরাতলে
পড়ে রয় মন্দভাগ্য, নিত্য হাহাকার
তাদের সম্বল শুধু!
　　　　হা বোন্ আমার!
না বুঝি রহস্য এ কি! না বুঝি বিচার!
যারা হেথা আগে আসে, যাহাদের আর
নাহি কিছু প্রয়োজন, তারা পড়ি রয়
বহিবারে দুঃখ-ডালি—আবর্জ্জনাময়
করিবারে বসুধায়! হায়, নিশিদিন
অদৃষ্টের অভিশাপে সান্ত্বনাবিহীন
দহিতে মরমে শুধু তীব্র তুষানলে
বৃশ্চিক-দংশন-ক্লেশে! প্রফুল্ল কমলে
অকস্মাৎ হরি' লয় করি বৃন্তচ্যুত
নিদারুণ কাল-বায়, কোন্ সে অদ্ভুত
খেয়ালীর এ খেয়াল! শুনেছি দেবতা
ন্যায়ময় প্রেমময় দয়ালু সর্ব্বথা—
এ কি তা'রি পরিচয়!

---

* কবি হেমন্তের দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য।

† কবি হেমন্তবালার রোগশয্যায় লিখিত অপ্রকাশিত কাব্য।

ক্ষম কৃপাময়!
বুঝেনা—বুঝেনা আজ অশান্ত হৃদয়
কি তব মঙ্গল-বিধি! না পায় খুঁজিয়া
মোদের এ খেলাঘরে যাহা হারাইয়া
যায় কভু একবার। তাই বারংবার
স্নেহের-উচ্ছ্বাস জাগে প্রাণের মাঝার
ভস্ম করি জীবনের সব শান্তি-সুখ
বিশুষ্ক তৃণের সম ভেঙ্গে পড়ে বুক
ধরণীর ধূলিস্তূপে!
শক্তি দাও নাথ!
অকাতরে সহি যেন নির্ম্মম আঘাত
নিরখিতে পারি ওই চরণ-ছায়ায়
আনন্দে হেমন্ত বসি প্রাণ ভরি গায়,
তব অফুরন্ত দেব! মহিমা-সঙ্গীত
সুমধুর সুধাস্রাবী এ-বিশ্ব-অতীত।

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

বিবিধ।

কলিকাতা ও স্বাস্থ্য।—১৯১৪-১৫ সালে জন্ম-সংখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় অল্প রহিয়াছে। মোট জন্ম-সংখ্যা ১৭,৩৮৬ অর্থাৎ হাজার করা ১৯.৪। গত বৎসর ছিল ২০.৫। কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে সম্ভবতঃ সমস্ত জন্মের সংবাদ তাঁহাদিগের গোচর হয় না। মোট মৃত্যু-সংখ্যা ২৫,৪৩১ অর্থাৎ হাজার করা ২৮.২। গত বৎসর ছিল ২৯.২। প্লেগ, কলেরা এবং বসন্তে গত বৎসর ২,৭৩৬ এবং আলোচ্য বর্ষে ৩,৪৬৩ জন মরিয়াছে। অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু-সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। নারী-মৃত্যু অত্যন্ত অধিক; হাজার করা ৩৮.৫। শিশু-মৃত্যু আশ্চর্য্যজনক—হাজার করা গত বৎসর ২৭৪৮, আলোচ্য বৎসর ২৮২.৭। স্বাস্থ্য-বিষয়ক নানাবিধ পুস্তিকা ধাত্রীগণকে বিতরণ করা হইয়াছে।

খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার অভিযোগের সংখ্যা গত বৎসর ৭৬৭, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে ১,১১৫ দাঁড়াইয়াছে। আইনের কড়া-কড়িতে এখন অনেকেই ধরা পড়িতেছে। বিশুদ্ধ-দুগ্ধ-সরবরাহের প্রণালী-সম্বন্ধে এখনও আলোচনা, গবেষণা ও তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে।

কলিকাতা চিড়িয়াখানা।—দর্শকগণের নিকট দর্শনী বাবত ৪২,২৬৯/০ টাকা আদায় হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আদায়ের পরিমাণ ১১,৬৪৪৷৷০/০ কম। নানা বাবদে মোট জমা ৯৮,২০২৷৷/৪ টাকা এবং খরচ ৮৩,৭৩১৷৷/২ টাকা। ইউরোপের যুদ্ধের হাঙ্গামে এ বৎসর আয় অল্প হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে জন্তুর সংখ্যা ৩৩৪, পক্ষী ১,৮৯৮, এবং সরীসৃপের সংখ্যা ২৪৬। পূর্ব্ব বৎসর যথাক্রমে ৩৭৮, ১৬৫৭, এবং ২২৩ ছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও মাসের মধ্যে ১ দিন দর্শকগণকে দর্শনী না দিয়া চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। এই সুযোগে মোট ৬৫,০৩১ জন দর্শক পশু প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

তরুণবয়স্কগণের কয়েদ।—আলিপুরে ১৯০৮ সালে এই জেলখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কার্য্য বেশ চলিতেছে। কিন্তু ইহার সুফল পরবর্ত্তী কালে অনেকটা খারাপ হইয়া যায়, কেননা জেল হইতে বাহির হইয়া তাহাদিগের যত্ন লইবার কেহই থাকে না। অন্যান্য দেশে এইরূপ জেলখানার সঙ্গে সঙ্গে শির-

বিদ্যালয় থাকে। এই শিল্পবিদ্যালয়ে থাকিয়া কয়েদিগণ শিল্প শিক্ষা করিবার সুবিধা পায়।

কৃষকগণের অবস্থা।—ইউরোপে সহসা যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় পাটের দর অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে যেরূপ পাট উৎপন্ন হইয়াছিল, এরূপ কখনও হয় নাই। কিন্তু দর কমিয়া যাওয়ায় উৎকৃষ্ট পাটই অতি অল্প মূল্যে বিক্রিত হইয়াছিল। যাহাদের পাট তত ভাল হয় নাই, তাহারা পাট বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। ফলে কৃষকগণের দুর্দ্দশা ও দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল।

১৯১৪-১৫ সালে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে সুপ্রচুর বৃষ্টি না হওয়ায় বাখরগঞ্জ-অঞ্চলে ধান্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। বাখরগঞ্জের ধান্য প্রায় অর্দ্ধ বঙ্গের জীবনস্বরূপ। যাহা হউক এই নানাকারণ-জাত দুঃখ আংশিক মোচন করিবার জন্য সরকার হইতে ১,৬৪,-৩৮৫৲ টাকা কৃষকগণকে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল।

১৯১৩-১৪ সালে পাটের অবস্থা ভাল ছিল। মজুরগণ যথেষ্ট পারিশ্রমিক পাইয়াছিল। পুরা দমে কাজও চলিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৪-১৫ সালে পাট একবারে মাটি হইল। মজুরের মাহিনা কমিল, অথচ মজুরীও জুটিল না। ইহাদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়।

বন্য জানোয়ার ও মৃত্যুর হার।—১৯১৩ সালে বঙ্গে সর্ব্বসমেত ২৯৯ জন লোক বন্য-জীব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালে ৩৬২ জন। এই বৃদ্ধি প্রেসিডেন্সি, ঢাকা এবং রাজসাহী বিভাগেই হইয়াছিল। ১৯১৩ সালে ব্যাঘ্রের আক্রমণে ৮৪ জন, এবং ১৯১৪ সালে ৬০ জন মরিয়াছে। কিন্তু বাঘ ছাড়া অন্য জানোয়ারের কবলে অধিক লোক মরিয়াছে, তন্মধ্যে কুম্ভীর প্রধান। ১৯১৩ সালে ৯৯ জন, কিন্তু ১৯১৪ সালে ১৪৮ জন লোককে কুমিরে খাইয়াছিল।

সর্পাঘাতে ১৯১৩ সালে ৪,৪৯১ জন এবং ১৯১৪ সালে ৪,৩৫৬ জন মরিয়াছিল। কিছু কম বটে। প্রেসিডেন্সি এবং রাজসাহী বিভাগেই কম মরিয়াছিল।

গরু বাছুর ৪,৭৫০টা বন্যজন্তু কর্ত্তৃক এবং ১১৭টা সর্প-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক কম।

বাঘ মারা হইয়াছে ২০৫টা, সাপ ১০২১৫টা। নানাবিধ বন্য জানোয়ার মারার দরুণ সরকারের ১৭,৪৭৭৵০ টাকা এবং সর্প-হত্যার দরুণ ১৫৭।/১০ খরচ হইয়াছিল।

থান কাপড়ে ছাপার পাড় প্রস্তুত করিবার প্রণালী।—প্রথমতঃ থান কাপড়খানাকে জলে কাচিয়া মাড়শূন্য করিয়া লইয়া একবার ইস্তিরী করিয়া লইতে হইবে। ছাপার ছাঁচ কেহ কেহ কাঠের করেন, অথবা টিনের বা দস্তার পাতের উপর যাহারা ষ্টেনশিল প্লেটের কাজ করে, তাহাদিগকে দিয়া লতা-পাতা-ফল-ফুল-বিশিষ্ট এক ইঞ্চি হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চি প্রশস্ত প্লেট করাইয়া লইতে হয়। কেহ কেহ পাড়ের উপর গান, কবিতা, নাম ইত্যাদিও দিয়া থাকেন।

তাহার পর একটি মৃত্তিকা-পাত্রে গরম বা ঠাণ্ডা জলে মগাই খয়ের খানিকটা দিয়া গলাইয়া লইতে হইবে। এই খয়ের বা জলের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত, যাহাতে খুব ঘন বা খুব পাতলা না হয়। এখন যদি কাঠের ছাঁচ হয় তাহা হইলে ঐ রঙ্গে ডুবাইয়া একখানা কাঠের তক্তার উপর ২।৩ পুরু কাপড় দিয়া প্যাডের

মত করিয়া তাহার উপর যে কাপড়ের পাড় ছাপিতে হইবে, তাহার পাড়টী টাইট করিয়া সমতল করিয়া বসাইয়া তাহার উপর ছাপ দিতে হইবে। ছাঁচ যদি দস্তার বা টিনের হয়, তাহা হইলে পাড়টীর উপর ছাঁচের প্লেটখানি বসাইয়া তাহার উপর একটী ন্যাকড়ার পুঁটলীকে দ্রবীভূত মসীই খয়েরে ডুবাইয়া ঐ প্লেটের কাটা ফাঁক-গুলিতে বেশ করিয়া মাখাইতে হইবে, যেন সে রং কাপড়ের অপর পৃষ্ঠায় ফুটিয়া উঠে। কাপড়ের সমস্ত পাড়টার ছাপ দেওয়া হইলে আস্তে আস্তে কাপড়খানি তুলিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, যেন ছাপা জুবড়াইয়া না যায়।

তাহার পর একটা অন্য পাত্রে বাই-কার্ব্বনেট অফ্ পটাসকে ঘনভাবে গলাইয়া তাহাতে ছাপা শুষ্ক কাপড়ের কেবল পাড়ের অংশটুকু ডুবাইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ শীতল জলে বারম্বার ধৌত করিয়া লইলে পাড় পাকা হইবে। বাই-কার্ব্বনেট অফ্ পটাসের সলুইশন যত ঘন হইবে পাড়ের রং তত উজ্জ্বল এবং স্থায়ী হইবে।—(কাজের লোক)

স্বদেশী-কলেজ-প্রতিষ্ঠার্থে দান।—কেণ্টের (Kent) অন্তঃপাতী হেভার-(Hevar) নিবাসিনী মিস্ ইথেল এভারেষ্ট ভারতবর্ষে একটী স্বদেশী কলেজ স্থাপনের জন্য দুই লক্ষ দশ হাজার (২,১০,০০০) টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার এই ইচ্ছা যে তাঁহার টাকায় ভারতবাসীরা, তাঁহাদের যে বিষয়ে ইচ্ছা, ভারতবাসী ছাত্র-দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ভারতবাসী শিক্ষক নিযুক্ত করিবে। এই সংবাদটি আমাদের নিকট অতিশয় আদরণীয়। কারণ, কোন লোক এখন পর্য্যন্ত এরূপ দান করেন নাই। ভারতে যাহাতে শিক্ষার উন্নতি হয় তজ্জন্য সদয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেছেন এবং অনেক লোক অনেক অর্থ দান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এরূপ দান কেহই করেন নাই। যাঁহারা দান করিয়াছেন তাঁহারা এমন কিছু উল্লেখ করেন নাই যে, তাঁহাদের অর্থে কেবলমাত্র ভারতবাসী শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন। ইহার ফলে এই হয় যে, তাঁহারা যে বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য অর্থদান করিয়াছেন, সেই বিষয়ে যিনি উপযুক্ত তিনি জাতিবিভেদে নিযুক্ত হন। কিন্তু মিস্ এভারেষ্টের ইচ্ছা-পত্রে তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার অর্থে কেবলমাত্র ভারতবাসীই নিযুক্ত হইবে। ইনি বিদেশী রমণী হইয়াও যে ভারতের উন্নতির জন্য এরূপ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারতবাসীরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ইনি আজ যে পথ দেখাইলেন, আশা করি যাঁহারা শিক্ষার উন্নতির জন্য ভবিষ্যতে অর্থদান করিবেন, তাঁহারা এই পথ অবলম্বন করিবেন।

শ্যামদেশে ১৫,৯০,৮০০ নারিকেল গাছ বপন করা হইয়াছে। সমস্ত গাছই খুব তেজীয়ান্ হইয়াছে।

জলে অল্প পরিমাণ দুধ মিশাইয়া সেই জলে শিশুদিগকে স্নান করাইলে তাহাদের ত্বক্ কোমল ও মসৃণ হয়। যে জলে ধাতব পদার্থ মিশ্রিত আছে, সেই জল ২০ মিনিট কাল ফুটাইয়া তন্মধ্যে দুধ বা শুটের গুঁড়া মিশাইলে তাহা বেশ স্নানের উপযুক্ত হয়।

চাবি মাঝে মাঝে তৈলে ডুবাইলে তাহা ভাল থাকে; কব্জায় মধ্যে মধ্যে তৈল দিলে উহার শীঘ্র ক্ষয় হয় না।

অনেক সময় দুধ পুড়িয়া যায়। কড়ায়

দুধ ঢালিবার পূর্ব্বে যদি কড়ায় কিঞ্চিৎ জল দিয়া ফুটাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে দুধ কখনও পুড়িবে না।

অসামান্যা-নারী।—কুমারী গারট্রুড ও' এভারেষ্ট ইংলণ্ডের এক ধনবতী রমণী। তিনি তাঁহার পরমসুন্দর ও সুবৃহৎ বাটী জীবের কল্যাণার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে ভগ্ন-স্বাস্থ্য সাহিত্যিক, চিত্রকর ও শিল্পকগণ আশ্রয় পাইবেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আহারের খরচ-ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ করা হইবে না। উদ্যানে বিহঙ্গম-সকল কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে পারিবে। কেহ তাহাদের শান্তিভঙ্গ করিতে পারিবে না। তাঁহার বাটী ও উদ্যান রক্ষার জন্য তিনি এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা রাখিয়াছেন। তিনি নিজের উইলে লিখিয়াছেন,—তাঁহার মৃত্যুর পর ছুরি-দ্বারা তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করিয়া তাঁহার যে নিশ্চিত মৃত্যু হইয়াছে, তাহা অবধারণ করিতে হইবে। তৎপরে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করা হইবে। সৎকারের সময় ধর্ম্মক্রিয়া করা হইবে না, ভস্মের উপর পুষ্প দেওয়া হইবে না এবং কেহ শোক-চিহ্ন ধারণ করিতে পারিবে না।

সদালাপ-সংগ্রহ।

বেকুব কে? (রাজা ও বনবাসী)। কোন রাজার খেয়াল হইল যে, সর্ব্বাপেক্ষা যে বেকুব (নির্ব্বোধ) তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং অনেক টাকা দিবেন। যাহাকেই তাঁহার অনুচরেরা জিজ্ঞাসা করে যে, সে ব্যক্তি বেকুব কিনা, সেই বলে, "আমি কেন বেকুব হইব? তুমিই বেকুব।" একদিন রাজা বনের ভিতর দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি যে-ডালে বসিয়া আছে তাহাই কাটিতেছে। রাজা বলিলেন, "তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বেকুব।" সে ব্যক্তি বলিল, "না। তাহা হইলে মহারাজ! তোমাকে ঐ কথা পাল্টাইয়া বলিতাম।" রাজা বলিলেন, "তুমি ডাল কাটা হইলে পড়িয়া যাইবে; এরূপ ডাল-কাটার কোন কারণই নাই।" বনবাসী বলিল যে ঐ ডালটার অর্দ্ধেক কাটা হইলেই সে কাটারিটী ভূমে ফেলিয়া দিবে এবং আর একটা ডাল ধরিয়া পায়ের নিম্নের ডালটা খুব নাড়া দিবে; তাহা হইলেই ঐ শুষ্ক ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সে একটু ঝুলিয়া পুনর্ব্বার ঐ বৃক্ষাবলম্বনেই নামিয়া আসিবে। তাহাই ঐ ক্ষেত্রে শুষ্ক-কাষ্ঠ-সংগ্রহের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়। রাজা আবার বলিলেন, "তুমি বড় বেকুব, তোমাকেই আমি টাকা পুরস্কার দিব।" বনবাসী বলিল, "আমি টাকা লইব না। টাকা ছুঁইয়া আমার সদানন্দ হারাইব—অত বেকুব আমি নই।" রাজা বলিলেন, "টাকা ছাড়িতেছ, আর বেকুব নও?" রাজা উহাকে "বড় বেকুব"-অঙ্কিত একটী পদক দিলেন। বনবাসী ঝুলিতে রাখিয়া দিল।

কয়েক বৎসর পরে রাজার মৃত্যুকালে ঐ বনবাসী আসিয়া রাজাকে বলিল, "মহারাজ! যাহার চিন্তায় জীবন কাটাইলেন, সে ধন-জন সঙ্গে যাইবে কি?" রাজা বলিলেন, "না"।"

বনবাসী বলিল, "যদি এ-সব ছাড়িয়া বা নাই ছাড়িয়া শ্রীভগবানের উপরই বেশী মন দিতেন, তাহা কোন ফল দিত কি?" রাজা ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "হাঁ"। বনবাসী বলিল, "মহারাজ। এই পদকটী আপনারই প্রাপ্য বলিয়া ইহা এখন আপনাকে দিব কি?"—রাজার তখন চক্ষু খুলিয়াছিল, তিনি মুক্ত-পুরুষের পাদস্পর্শ করিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিলেন, "উহা আমারই প্রাপ্য।"

কোন নরপতি সাগর পারে গমন করিবার জন্য অর্ণবযানে উঠিলেন। সঙ্গে যে-সকল ক্রীতদাস ছিল, তন্মধ্যে একজন পূর্ব্বে কখনও সাগর দেখে নাই এবং পোতের সীমাবদ্ধ স্থানে অবস্থিতির বিড়ম্বনা কখনও সহ্য করে নাই। সে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং ভয়ে তাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। শত প্রবোধবাক্যেও সে প্রকৃতিস্থ হইল না। নরপতি অতিমাত্র দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। আরোহিগণের মধ্যে এক বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলিলেন, "রাজন্। আপনার আদেশ প্রাপ্ত হইলে কোন বিশেষ উপায়ে উহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারি।" নরপতির আদেশক্রমে ভৃত্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইল। কয়েকবার "ডুব খাইবার" পর উহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক উহাকে উত্তোলন করতঃ পোতস্তম্ভে বিলম্বিত করা হইল। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য পোতবক্ষে অবতারিত হইলে একপ্রান্তে উপবেশন করিল এবং প্রকৃতিস্থ হইল।

নরপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে জ্ঞান-কুশল! আপনার কৌশলের মর্ম্মোদ্ঘাটনপূর্ব্বক আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।" পণ্ডিত কহিলেন—"জলে ডুবিলে কত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ভৃত্য তাহা জানিত না এবং পোতে থাকিয়া "আরাম"-প্রাপ্তির মূল্যও বুঝিত না। যে-হেতু, কেহ বিপদে না পড়িলে সম্পদের মূল্য বুঝিতে পারে না। যাহার ক্ষুধা বিদূরিত হইয়াছে সে যব-রোটিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কিন্তু ক্ষুধাতুরের নিকট উহা পরম উপাদেয়। স্বর্গবাসী "আ'রাফে" (স্বর্গসুখ ও নরক-দুঃখ উভয়েই সে-স্থানে বর্ত্তমান)—উপনীত হইলে নরকে উপস্থিত হইলাম বলিয়া "ত্রাহি, ত্রাহি" বলিবে। কিন্তু নারকীর নিকট "আ'রাফ"ই স্বর্গ বলিয়া প্রতিপন্ন।

"সুখের মাত্রা অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া দুঃখিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। বরং অপেক্ষাকৃত দুঃখী জনের সহিত তুলনায় প্রাপ্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশ্ব-বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সকলের কর্ত্তব্য।" (এডুকেশন গেজেট।)

মানুষের স্বাভাবিক মহত্ত্ব।—মানুষ চোর হউক কি বদমায়েস হউক, সে বিধাতৃ-প্রদত্ত মহত্ত্ব হইতে কখনও একেবারে বঞ্চিত হয় না। ইংলণ্ডের যে-সমুদায় বালক দুষ্কর্ম্মের জন্য সংশোধক কারাগারে আবদ্ধ আছে, তাহাদের ১৯ হাজার সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে তিন জন অসাধারণ বীরত্ব-প্রকাশের জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রশ পাইয়াছে, ২৫ জন বীরত্বের জন্য মেডেল পাইয়াছে, ২০ জন প্রশংসা-ভাজন হইয়াছে এবং ৮ জন সৈন্যাধ্যক্ষের পদ পাইয়াছে।

ইংলণ্ডের কারাগার হইতে ১২০০ কয়েদী

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ভিক্টোরিয়া ক্রশ ও অক্ষসম্রাট-প্রদত্ত সেণ্ট্ জর্জ্জের ক্রশ পাইয়াছে। একজন অসামান্য-শূরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহার সৈন্য-দলকে মৃত্যু-গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মহত্ব আছে, কেবল শিক্ষা ও সঙ্গদোষে তাহারা অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহা যদি স্মরণ রাখি, তবে কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি না।

শিষ্টাচার প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করে। ইহা মানব-চরিত্রের কঠোরতা ঢাকিয়া রাখে এবং অপরের মনে বেদনা-দেওয়া অসম্ভব করে। অভদ্রের সঙ্গে যখন ব্যবহার কর, তখনও শিষ্টাচার পরিহার করিও না।

সময়ই জীবন। অপরের প্রাণহত্যা আর সময় নষ্ট করা একই কথা। এক এক জন এমন আছেন, সাক্ষাৎকার করিতে গিয়া আর উঠিতে চান না। কাজ শেষ হইবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাওয়া উচিত। নতুবা যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিতে যাও, তাহার সময় নষ্ট অর্থাৎ প্রাণ নষ্ট করা হয়।

একটা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিলে আর একটা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সম্পাদনের শক্তি লাভ করা যায়। একটা পাপ জয় করিলে দশটা পাপ জয়ের শক্তি হয়।

বিবেকের মত চৌকিদার আর কেহ নাই।

প্রশংসা রসনা-উচ্চারিত শব্দমাত্র। আত্ম-সম্মান প্রশংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

পরচর্চ্চা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ইহাতে মানুষের মন ছোট হইয়া যায়। মানবের কৃত-কার্য্যের দোষ-গুণ বিচার করিতে পার, কিন্তু তাহার দোষ-গুণের আলোচনা করিও না।

নিজের দুঃখ-কষ্টের চিন্তা করিও না। তাহা অপেক্ষা আশা ও আনন্দের চিন্তা করাই ভাল। (সঞ্জীবনী।)

গান।

(ঝিঁঝিট রাগিণী)

কত-দিনে হব পার
দুঃখ-ব্যথা-ভরা
সুখ-শান্তি-হারা
এই অনিত্য সংসার ?

মিটেছে আমার
সকল বাসনা,
পূর্ণ হয়েছে
সকল কামনা,
এখন তুমি হে আমার
সকল সাধনা
জেনেছি বুঝেছি সার।

তুমি ছাড়া আর
কেহ মোর নাই
খুঁজিয়া দেখেছি
বিশ্বে সব ঠাঁই,
তাই যে গো আমি
তোমারেই চাই
ওহে প্রাণাধার।

অনিত্য জগৎ
অনিত্য সংসার,
সকলি অনিত্য
অজ্ঞান আঁধার।
জ্ঞানের আলোক
জ্বাল হে আমার
ঘুচায়ে মোহ-আঁধার ॥

শ্রী চারুমতি দেবী।

প্রেম ও আশা।

সে তার আঁধারি ঘরে পড়ে আছে একা,
শুক্তি-মাঝে মুক্তা-আভরণ,
অতলের তল পেলে হবে তার দেখা
ভুর্ভেদের গেলে আবরণ।
মৌন তার মনের বারতা, চির-স্থির আলোকের
খনির মণির দীপ, অনির্ব্বাণ তারকা-লোকের!

এ তার অপার পথে চলিয়াছে উড়ে
নীড়-ভাঙা পাখীর মতন,
আলো-আঁধারের পথে দূর হতে দূরে,
কোথা বাধা, কোথায় বারণ?
উধাও মনের তার বিদায়-বারতা, শুধু গান—
চাতকের তৃষ্ণা-মাঝে চকোরের সুধার আহ্বান॥

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আজ পাঁচ বৎসর শ্বশুরালয়ে আছি; ইহার মধ্যে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছে।

দাদা পত্র লিখেন, মেজদিদি পত্র লিখেন, আমিও তাঁহাদের পত্র লিখি। আজ প্রায় তিন বৎসর হইল, মেজদিদির একটী খোকা হইয়াছে। আশা ছিল না,—এত বয়সে যে তাঁহার সন্তান হইবে, কেহ আশা করে নাই; শুনিলাম এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ নাকি কি কবচ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার সেই-মেজদিদির খোকা হইয়াছে,—আর আমি দেখি নাই? বলিয়াছি ত, সবই সম্ভব। খোকার অন্নপ্রাশনের সময় তিনি আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, আমি যাইতে চাহি নাই। আমি কাহারও সহিত আর সাক্ষাৎকার করিব না, একথা স্পষ্ট লিখিয়া থাকি। কি জানি কেন—? জানি বৈকি। এমন কি দাদা-পর্য্যন্ত আমায় আর দেখিতে আসেন নাই।—এই পাঁচ বৎসর। আমি লিখিয়া থাকি যে, আমি

ভাল আছি, খাসা আছি। দাদা ও মেজদিদি আমায় অনেক উপদেশ দিয়া পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। কিন্তু আমি চিরকাল উপদেশের আগে চলিয়া থাকি—"স্রোতের আগে ট্যাপা মাছ" ভাসিয়া থাকি।

বলিয়াছি, আমাকে ইহার মধ্যে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। পাড়াগাঁয়ে সকলের বাড়ীতেই সকলের যাওয়া-আসা থাকে। পাড়ার অনেক নিষ্কর্ম্মা ছেলে দুপুর-বেলা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া মাণিকের সঙ্গে তাস খেলা করে। মাণিক আমার জায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ছোট বেলা থেকেই এখানে থাকে, এখানেই একটু লেখাপড়া শিখিয়াছে, এখানেই জমীদার-বাড়ীতে কাজ করে। মাণিকের বয়স প্রায় পঁচিশ, সেদিন বিবাহ হইয়াছে। বেশ দিব্য বৌটি, খাসা কাজ-কর্ম্মে। মাণিকের ভারি ইচ্ছা, আমার সহিত একটু কথা কয়। কিন্তু প্রথম তিন বৎসর ত সে আমার মুখই দেখিতে পায় নাই; তারপর কথা কহিয়াছি বটে, কিন্তু আমার মুখের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সে বড় হতাশ হইয়াছে। 'দিদি' বলিবা, দাঁত বাহির করিয়া বাধিত করার সুরে কত কথা বলিতে আসে, কিন্তু আমার গম্ভীর মুখের একটি "হুঁ" ভিন্ন সে আর বড় কিছু পায় না;—তাতেই যেন সে কত খুসী। তোমরা বলিবে, স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা সহাস্য-বদন হওয়া উচিত। সত্য বটে,—কিন্তু লোক-বিশেষে আছে।

পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা সকলেই এপাড়া-ওপাড়া, এবাড়ী-ওবাড়ী করিয়া বেড়ায়, ভ্রমরও বেড়ায়। পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের মধ্যে কে কখন কোথায় গেল, তার খোঁজ-খবর সকলে বড় রাখে না। দুপুর বেলা খাওয়া হইলেই, ভ্রমর আঁচলে এক গোছা চাবী দোলাইয়া দুলিতে দুলিতে বাহির হয়। ভ্রমরকে আমি এরূপভাবে বেড়াইতে বারণ করিতাম। তাহাতে সে বলিত, "তাতে দোষ কি?"

পাড়ার ছেলেরা বাড়ীতে আসিলে ভ্রমর ছুতো-নাতা করিয়া কেবল তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবে, তাহাদের সঙ্গে হাসিবে, তাহারা খেলিতে বসিলে ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া খেলা দেখিবে ও খেলা দেখাইয়া দিবে। মাণিক যেখানে বসিবে, ভ্রমর নিষ্কারণে সেখানে গিয়া গল্প আরম্ভ করিবে, হাসিবে, ও চেচামেচী করিবে। পাড়ায় গিয়া সে কি করিয়া বেড়ায়, ভগবান্ জানেন। বাড়ীতে শাসন নাই—বুঝি শাসন করিবার উপযুক্ত লোকও নাই। ঠাকুরঝি কেবল জানেন লোকের সঙ্গে গলাবাজি করিয়া ঝগড়া করিতে। আমি ভ্রমরকে সহস্র-দিন অমন করিয়া পাড়া বেড়াইতে, পুরুষ-মানুষের সংস্রবে যাইতে, পুরুষমানুষের সঙ্গে অনাবশ্যক কথা কহিতে বারণ করিয়াছি,—সে শোনে নাই।

একটি বড় আশ্চর্য্যের বিষয় দেখি!—ঠাকুরঝিকে। তাঁহার বিবাহের অব্যবহিত পরের ফটো ঘরে আছে। এই কি সেই মানুষ? কি আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন! তাহাতে কি সুন্দর, সহাস্য, কমনীয় মূর্ত্তি—আর এখন কি? মনুষ্য পশু নহে। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি জন্তু-ধর্ম্মের চরিতার্থতা-ভিন্ন তাহার মন যেন আরও কিছু চায়।—কি চায়? থাক্। ঠাকুরঝির জীবন আশাহীন। এরূপ অবস্থায় জীবন-ধারণ করিতে হইলে মানুষ আপনিই দমিয়া যায়, কেমনতর কি হইয়া

যায়, এবং যেমনটি হইয়া সে জন্মিয়াছিল, আকৃতি-প্রকৃতিতে তাহার অনেক নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ঠাকুরঝির কি তাহাই ?

ভ্রমর আমার কথা শুনিত না, কিন্তু তাহার উপর রাগ করিতেও আমি এক-দিনের তরে পারি নাই ;—তার উপর যেন কাহারও রাগ হইতেই পারে না। আশ্চর্য্য মেয়ে! মনে হইত, যদি তার কপাল না পুড়িত, তবে ভোমরার কি সুখের সংসারই হইত। তার সংসর্গে যে আসিবে তাকেই সে আনন্দময় করিতে পারে।

একদিন হঠাৎ শুনিলাম, আমার দেবর মাণিককে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। এমনি-ভাবে কয় দিন কাটিল। দেখিলাম, সেই থেকে ভ্রমরও কেমনতর হইয়াছে। ভ্রমরকে বলিলাম, "মা ! আজ হতে তুমি আমার কাছে শোবে।" সে রাজি হইল। কিছু-দিন পরে একদিন রাত্রে আমি ভ্রমরকে ধরিয়া পড়িলাম। সে কাঁদিয়া ফেলিল—আমায় জড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। দু-জনে পাশাপাশি শুইয়াছিলাম,—মুখোমুখী হইয়া শুইয়াছিলাম। ভ্রমর কাঁদিল, আমিও কাঁদিলাম। তাকে আমি বড় ভাল-বাসিতাম ; তাহার উপর মিথ্যা সন্দেহ করায়, তার কান্না দেখিয়া ও কথা শুনিয়া তার উপর আরও স্নেহ বাড়িল। সমস্ত-রাত্রি দু-জনে জাগিয়া কাটাইলাম। তাহাকে কত বুঝাইলাম, সে সব বুঝিল,—সে বুদ্ধিমতী। পরদিন হইতে ভ্রমর আমার মত হইতে সঙ্কল্প করিল, আমার মত সাজিল, আর প্রতিজ্ঞা করিল— এক দণ্ড আমার কাছছাড়া হইবে না।

সেও আজ দুই বৎসরের কথা। এখন ভ্রমরের গতর কমিয়াছে, হাড় বাহির হইয়াছে, মুখশ্রী ম্লান হইয়াছে, ওষ্ঠাধর শুষ্ক হইয়াছে, চাহনি বিষাদ-পূর্ণ হইয়াছে, এবং কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হইয়াছে। সে এখন নির্জ্জনতা ভালবাসিতে শিখিয়াছে ; এখন তাহার হাসিতে লজ্জা হয়, কাঁদিতে সুখ হয়, সুখ দেখিয়া ভয় হয়, বিলাস দেখিলে ঘৃণা হয়, আর পুরুষ-মানুষ দেখিলে শিহরিয়া উঠে।—ভ্রমর এখন ঠিক আমারই মত হইয়াছে।

কিন্তু আমার এ কেমন বৈধব্য ? ডুব দিয়া জল খাইলে একাদশীর বাবাও টের পায় না বটে, কিন্তু যে খায় সে টের পায়।—সর্ব্বনাশ সেইখানে। সংসারে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী কয়-জন ? বাহিরে বিধবা সাজিলে যদি ব্রহ্মচারিণী হওয়া যাইত, তবে আমার দেবর-অপেক্ষা ধার্ম্মিক জগতে দুর্লভ। সাবিত্রী সত্যবানকে বিবাহ না করিয়া অন্য-পুরুষকে বিবাহ করিলে কে তাহার কি করিতে পারিত ?

যে কয়-দিন মেজদিদির বাড়ীতে ছিলাম —আমার মুণ্ডপাতের যখন সমস্তই স্থির হইয়া গিয়াছিল,—তারই মধ্যে একদিন সেই মনুষ্যটিকে দেখিয়াছিলাম। তিনি দাদাবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া ক্লারিয়নেট্ বাজাইতে-ছিলেন, দাদা তাহার সঙ্গে "মৃণালিনীর" গান গাহিতেছিলেন—"এ জনমের সঙ্গে কি সই, জন্মের সাধ ফুরাইবে—।" তোমরা একটা অঙ্ক কসিয়া দেখ :—তাঁহার রূপ ছিল, আমি তাহা দেখিয়াছিলাম, আমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহের সমস্তই স্থির হইয়া গিয়াছিল, আমি ক্ষুদ্র নারী।

তারপরে ত পলাইয়া আসিলাম, আবার বিধবা সাজিলাম, আবার কাঁচিয়া গণ্ডূষ

করিলাম। রাত্রের ঝির্ ঝিরে বাতাস আমার গায়ে তেমনি করিয়া লাগিত,—সেই বৈধব্যের পূর্ব্বরাত্রে যেমন লাগিয়াছিল, আর মেজদিদির পুকুরের ধারে বসিয়া সেই যেমন লাগিয়াছিল—তেমনি লাগিত। তার সঙ্গে আর কি ছিল? —বাহিরের বাতান্দোলিত পত্র-পল্লবের সর্ সর্ শব্দের মধ্যে সেই সেই দিনকার ক্লারিয়নেটের মধুর শব্দ, আর তার সঙ্গে সেই সুরের গায়ে মিশিয়া, সেই গানটির একটু অস্ফুট স্বর আমার কানের কাছে বাজিতে থাকিত। দাদা প্রাণের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান গাহিয়াছিলেন, জানিতেন না অন্ত কাহারো কানে সেই গানের কথাগুলি কি সুরে বাজিতে পারে। কোকিল ডাকে আপনার প্রাণে; সে জানে না যে কোন্ মানুষের কানে তাহা কোন্ সুরে কিরূপ বাজিতে পারে;—সে জানে না যে পাপীয়সী রোহিণী তাহাতে বারুণীর জলে ডুবিতে পারে। গল্প আছে, এক ধোপা আপন-মনে বলিয়াছিল —"বেলা তো গেল, এখনও বাসনায় আগুন দেওয়া হইল না?" তাই শুনিয়া লালাবাবু 'বাসনায়' আগুন দিয়া তখনই সংসার ত্যাগ করেন। তাঁর সাধ পূরিল না, এই ভাবিয়াই তিনি আকুল, স্বভাব-মধুর কণ্ঠ ফুকারিয়া সেই আকুল প্রাণের করুণ-গাথা গাহিতেই বিভোর! তিনি জানিতেন না যে পৃথিবীতে আরো কত মানুষ মন লইয়া বাস করে। কিন্তু সে-গানের সুর, সে-গানের কথা, সে-গানের ব্যথা ছাপিয়া উঠিয়াছে সেই কাল ক্লারিয়নেট্—বুঝি শুধু আমারই কানে। হায়, কান ছিল শুনিয়াছিলাম, চোক ছিল দেখিয়াছিলাম, মন ছিল ভাবিয়াছিলাম,—আমি ত দেবতা নহি।

রোজই রাত্রে যখন শয়ন করি, তখনই সেই ক্লারিয়নেটের সুর—গান এখন চাপা পড়িয়া গিয়াছে — কানে আঙ্গুল দিলে যে সেই মধুর স্বর আরো স্পষ্ট শুনিতে পাই! চক্ষু মুদ্রিত করিলে যে সেই মোহনমূর্ত্তি আরো ভাল করিয়া দেখিতে পাই! এখন উপায়! আমি না ব্রহ্মচারিণী? ডুব দিয়া জল খাওয়া আর কাহাকে বলে? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম —তোমাদের মধ্যে কয়জন ব্রহ্মচারিণী আছেন? অধিক থাকে ত, তাঁহারা দেবতা কিম্বা পশু—মানবী নহেন; মানবীর হৃদয় থাকে —দুর্ব্বল হৃদয় থাকে! আমি কলঙ্কিনী। কিন্তু এখন উপায়—?

গালি পাড়িতে আরম্ভ করিলাম, প্রাণ ভরিয়া গালি দিতে লাগিলাম! "রূপের কথা শুনিয়া মরিতে আসিয়াছিলে? আর মরিবার স্থান পাও নাই? আমার মত রূপসী খুঁজিয়া পাইতে না? তোমার মৃত-পত্নীর চিতায় কেন আরোহণ কর নাই? পরের সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই বুঝি ঈশ্বর তোমায় রূপ ও গুণ দিয়াছিলেন! আমার সম্মুখে আসিবার পূর্ব্বে কেন তোমার মৃত্যু হইল না?"—ইত্যাদি-প্রকার গালি বর্ষণ করিয়া নিরপরাধ (!) পরের বাছাকে আপন-মনে আপ্যায়িত করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এ গালি বর্ষণ কেবল আমার পুরাতন জ্বরে কুইনাইনের মত, পোড়া হাত জলে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টার মত, জ্বলন্ত অঙ্গার কাপড় চাপা দিয়া ঢাকিতে যাওয়ার মতই কার্য্য করিল। এখন উপায়? এমনি করিয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব? সকলকে ফাঁকি দিতে পার, কিন্তু আপনাকে কেহ ফাঁকি দিতে পার কি?

কেহ পারে না, আমিও পারিলাম না। দেখিলাম, এ ষাঁড়ের মত গতর থাকিতে, এই ভাদ্রমাসের ভরা গাঙ ভরস্ত থাকিতে, আমার মনের কাছে নিস্তার নাই ;—এমন বাগান পাইলেই মন-বিহঙ্গ নাচিতে চাহিবে। এমন সাজানো বাগানে বসিয়া তপস্বিনী সাজিতে "আমি" ত পারিব না!—এ বাগান থাকিলেই ফুল ফুটিতে চাহিবে, ভ্রমর উড়িতে চাহিবে, কোকিল গাহিতে আসিবে,—প্রকৃতির সঙ্গে কে লড়িবে? তবে ত এর উপায় করিতে হইল।—আহার কমাইতে আরম্ভ করিলাম,—এক-প্রকার বন্ধই করিলাম ;—চুলের রাশি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া ফেলিলাম, স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম।—অত্যাচারের চরম আরম্ভ করিলাম। একজন বুদ্ধিমান্ লোক ছিল। তাহার ঘরে বোল্‌তার চাক হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাকে দু'একটি কামড়াইয়া ঘর-ভাড়া দিত; ভাঙিবার চেষ্টা করিলে আরও বেশী বেশী আসিয়া তাহাকে কামড়াইত। একদিন হঠাৎ তাহার বুদ্ধি খুলিয়া গেল। সে ঘরে আগুন ধরাইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, "দেখি, বোল্‌তা কোথায় যায়"। আমাকে সেইরূপ বুদ্ধিমতী মনে করিতে হইবে কি-না, সেটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে ; তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে, সে বোল্‌তার হাত নিশ্চয়ই এড়াইয়াছিল। আমি ত মরিয়াছিলাম, কিছুইনা-কেহনা হইয়াছিলাম, বেশ ছিলাম। দাদা, মেজদিদি ও দাদাবাবু সকলে মিলিয়া আমার মনে বোল্‌তার চাক বাঁধিয়া দিয়াছেন; তাঁহাদেরই সম্মুখে ঘর পুড়াইয়া বোল্‌তা তাড়াইব। অনাথের নাথ, ভগবান! আমার সহায় হও।—আমার আর কেহ নাই।

কিছু দিন পর হইতে একটু একটু জ্বর হইতে আরম্ভ করিল। বাঁচিলাম, জ্বরটুকু বেশ লাগিত। অনেক দিন ধরিয়া এমন চলিয়াছে। বেশ আছি ; বাঁশীর স্বর এখন আর ঘ্যাসেন না—কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করে। একটুখানি বসিয়া থাকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে গেলে চক্ষের সাম্‌নে সপুষ্প সর্ষপ-ক্ষেত্র দেখিতে পাই—মানুষ আর দেখা দেন না।

বাঁচিলাম। এখন যদি পথ দেখিতে পাই। মানুষ ত তুচ্ছ ; ভালবাসার আরো লোক আছে। তাহার সঙ্গে তুচ্ছ দেহের কোনও সম্বন্ধ নাই, —বরং দেহ থাকিলে দুষ্‌মনিই করিতে পারে ; তখন যে নারী হৃদয় -সরোবরের সেই শতদলের চতুষ্পার্শ্বে আর আর ক্ষুদ্র কমলগুলি সমবেত হইয়া এক মহা সহস্র দল পদ্মের সৃষ্টি করে। সেই বিকশিত শ্বেত-সহস্রদল-পদ্মা-সনে আমার কে বসিবে? অভাগিনীর হৃৎ-পদ্মাসনে তুমি বসিবে না, নাথ? আমি যে বড় দুঃখিনী—আমার দুঃখ বুঝিবে না, নাথ? আমি যে বড় অনাথা—তুমি বসিবে না নাথ! সেদিন আমার কবে হবে? (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গীতি-কুঞ্জ।

(১)

তুমি আছ বিশ্ব ছেয়ে,
তোমায় আমি দেখ্‌তে চেয়ে
খুলে আঁখি চেয়ে থাকি—
যায় না দেখ্‌তে পাওয়া,
আমার এই নয়নে তোমার পানে যায় না
সখা! চাওয়া।

সুরে সুরে গানে গানে
বিশ্ব বাঁধা টানে টানে,
সুরের রাণী বিশ্বখানি
সেই গানেতে ছাওয়া।
আমার এই সুরেতে তোমার ও গান যায় ।
সখা! গাওয়া।

কোথায় তুমি—তোমায় পেতে
আকুলহৃদয় ছোটে যেতে,
পড়ে উঠে ভূমে লুটে—
শুধুই আমার ধাওয়া।
সুখ-সাগরে হায়রে আমার দুখের তরী বাওয়া॥

(২)

যখন একলা আমি বসে থাকি
আপনাতে আপনারে ঢাকি,
তখন অশ্রু-জলে আঁখির পাতা
আমার ভিজে আসে—
সেই জলেতে দেখি সখা! তোমার স্বরূপ
ভাসে।

যখন বিশ্ব-আলো ঘনিয়ে এসে
আমার আঁধার মরম-দেশে
উথলে উঠে—তখন আমার
বয়ান মধুর হাসে—
সেই হাসিতে দেখি সখা! তোমার স্বরূপ
ভাসে।

যখন নিভৃত এই হৃদয়-পুরে
বাজে বীণা নূতন সুরে,
তখন পুরাণ সুর নূতন হয়ে
আসে আমার পাশে—
সেই সুরেতে দেখি সখা! তোমার স্বরূপ
ভাসে।

(৩)

তুমি নাও গো আমায়
নাও গো কোলে তুলে।
সন্দেহ হয় মনে—বুঝি
আছ আমায় ভুলে।

পিতার দয়া মাতার স্নেহ,
প্রীতি-প্রেমের মধুর গেহ,
কিছুই ত আর নাইকো আমার,
ফুল ঝরেছে গলার মালার—
ছোটটি নাও খুলে।

আর কেন গো আশা তৃষা,
দিন ফুরালো—এলো নিশা,
হল আঁধার, পথ চলা ভার—
ভাস্‌ছি আমি হায়, অকূলে
একলা বসে কূলে॥

(৪)

আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার যেন
পায়ের সাড়া পাই।
চক্ষু মেলে দেখতে গেলে
আর ত তুমি নাই।

তোমার পায়ে নূপুর বাজে,
শুন্‌তে তা পাই বুকের মাঝে,
ওঠে তোমার বাঁশীর গানে
কত মূর্চ্ছনাই।

তোমার মধুর বাঁশীর গানে
জাগায় যে গান আমার প্রাণে,
সে গান কি যায় তোমার কানে
তাই তোমায় শুধাই॥

(৫)

আমি যখন শিশু ছিলাম
খেল্‌তে ধুলা-খেলা
আমার কাছে সখা! তুমি
আস্‌তে দুটি বেলা।

এখন তোমায় পাই না খুঁজে,
বলিচি কি হায় না বুঝে,
আমার উপর কিরূপ তোমার
এত কেন হেলা?

তখন গলা ধরে হেসে
কইতে কত ভালবেসে
খাইয়ে দিতাম—খাইয়ে দিতে
হ'য়ে প্রেমের মেলা।

সেদিন গেছে—তাই কি গেছে?
শুধাই তোমায় দেখা পেলে
আর কতদিন থাক্‌বো আমি
আড়ি নিয়ে ঠেলা॥

শ্রী দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

তোমার মন্দ আমার ভাল।

(বৈষম্য)

তোমার মন্দ আমার ভাল দেখ্‌তে ভালবাসি,
এটী আমার মনের কথা কাউকে না প্রকাশি;
আমার হবে গাড়ী-ঘোড়া সাইকেল মটর,
আমি যাব চড়ে সদা রাস্তার উপর;
অবাক্ হয়ে চেয়ে থাক্‌বে তুমি আমার পানে,
আমি তখন বুকটা ফুলিয়ে ব'সে রব যানে;
তোমার হবে খোড়ো ঘর আমার হবে কোটা;
তোমার হবে মেয়ের ঝাঁট আমার হবে ব্যাটা;
আমার ছেলে কার্ত্তিক হবে ময়ূর চড়ে যাবে,
তোমার ছেলে কাণা-খোঁড়া, পথে হোঁচট খাবে;
ঘরের গিন্নি হবে আমার ঘর করবে আলো,
তোমার বৌটা শাঁকচুন্নি আল্‌কাতরার কালো;
আমার বাটীর সাম্‌নে হেসে ফুলের বাগান,
হাজার হাজার ফুলে আমার উস্‌কে দেবে প্রাণ;
জাতি যূথি বেলা আর শেফালি টগর,
মল্লিকা মালতী কত গোলাপ সুন্দর;
হাস্‌না-হানা রজনীগন্ধ রাত্রিবেলা হলে,
মন মাতান গন্ধে আমার প্রাণটা দিবে গলে;
সূর্য্যমুখী সূর্য্যপানে প্রাণটা দিবে ঢেলে,
সারা দিন্‌টা চেয়ে রবে সকল দুঃখকে ফেলে;
বাগানের মধ্যখানে হবে সরোবর,
পদ্মে পদ্মে মধু খেয়ে ভ্রমিবে ভ্রমর;
দূর হতে উঁকি মেরে দিবা দিবাকর,
প্রেমাবেশে ঢুলে পড়বে পদ্মের উপর;
অশোক কিংশুক বক নানা জাতি ফুল,
বাগানের শোভা-বৃদ্ধি করিবে অতুল;
বাগানেতে সেতু হবে ঝিলের উপর,
বড় বড় মাছ তার খেলিবে ভিতর;
পরীর হাতে ফোয়ারা-মুখে উঠবে স্ফটিক জল,
রবির আলোয় দেখতে কেমন হইবে উজ্জ্বল,

খুসি হ'লে গ্যাসের আলো জল্‌বে বাগানময় ;
ঝাড়লণ্ঠন দেখ্‌তে হবে যেন ইন্দ্রালয় ;
এই ত আমার প্রাণের কথা শুন্‌লে ওহে ভাই,
তোমার বেলা এ সব হ'লে জ্বলে মরে যাই ;
তোমার বাড়ীর সাম্‌নে হ'লে পচা ডোবা সার,
দেখ্‌তে আমি ভালবাসি—আনন্দ অপার ;
আমার হবে শান্তিপুরে ফরাশডাঙ্গা ধুতি চমৎকার,
তোমার বেলা ছেঁড়া টানা মোটা ধুতি সার ;
সোণার চশ্‌মা দেব চোখে, সিল্কের কোট্ গায়,
দশটাকা দামের জুতা আমার শোভা পাবে পায় ;
মস্ মস্ করে চলে যাব চেয়ে থাক্‌বে তুমি,
সংসারটা হবে আমার সুখের স্বর্গভূমি ;
ঝক্ ঝক্ কর্‌বে সোণার বোতাম আমার সুন্দর গায়,
সোণার ঘড়ি, সোণার চেন শোভা পাবে তায় ;
চাঁপার কলি আঙ্গুলে আমার হীরার আংটী দিলে
ঝক্ ঝক্ করে জ্বল্‌তে থাক্‌বে দেখ্‌বে চক্ষু মেলে।
আমি খাব লুচি পাঁঠা চপ্ কট্‌লেট,
কোপ্‌তা কোর্মা কালিয়া আর পুডিং যত বেষ্ট ;
আমার পাতে রাবড়ী থাকবে দুধ কদ্‌লী আর,
চেয়ে চেয়ে নড়বে খালি জিবটি তোমার ;
সকল রকম চাটনী খাবো—মজা হবে ভারি,
তোমার ভাগ্যে হ'লে আমি দেখতে কি তাই পারি ?
আমি খাব দাদখানি তুমি খুদকুঁড়ি চাল,
এই রকমটা হ'লে ভাল, নাই কোন জঞ্জাল ;
আমি খাব কই কাত্‌লা সকল মাছের সেরা,
তুমি খাবে চুণো পুঁটি ঝিম্ ঝিমে ট্যাংরা ;
বর্দ্ধমানের বড় খাজা মিঠে মতিচুর,
আমার ঘরে শোভা পাবে প্রচুর প্রচুর ;
বাগবাজারের রসগোল্লা ভীম নাগের সন্দেশ,
আমার হবে নিত্য আহার থাক্‌বে না ক ক্লেশ ;
আমি খাব ফজলী বোম্বাই ল্যাংড়া—আমের রাজা,
তুমি খাবে দিশী টোকো, নাইকো যাতে মজা ;
তোমার বেলা বন্দোবস্ত বিধির লিপি সার,
বাসি মুড়ী চালভাজা খেয়ে জান্‌টা তোমার যাবে।
আমি খাব আঙ্গুর পেস্তা আক্‌রোট খোবাণী,
তুমি খাবে দিশী খেজুর অন্য নাহি জানি ;
কিস্‌মিস্ মনেক্কা আদি ঘড়ার খেজুর,
আপেল ন্যাসপাতি খাব প্রচুর প্রচুর,
বেদানার রসে পুষ্ট হব, মুখটী হবে লাল,
উঁচু হয়ে ফুলে উঠ্‌বে দুই ধারের গাল ;—
আমি খাব ক্ষীর সর সুন্দর মাখন,
তোমার ভাগ্যে টোকো ঘোল মিল্‌বেনা কখন ;
আমার গেটে রবে দরোয়ান, ভিতরে ঝি চাকর,
তুমি মর্‌বে খেটে খেটে, হয়ে যাবে কাতর ;
আমি হব পাড়ার মোড়ল, আমায় ডাক্‌বে সবে,
কোন কথা না কেউ কখন তোমায় জিজ্ঞাসিবে ;
কারো বাড়ী যজ্ঞি হ'লে আমি হব যজ্ঞেশ্বর,
তোমার কথাটি শুন্‌বে না কেউ রাখবে না খবর ;
তুমি রবে কোণে পড়ে, আমার হবে বাহার,
এই রকমটা হলে ভাল রীতি দুনিয়ার ;
সকল কাজে আমার নিমন্ত্রণ সবার আগে হবে,
কেউ কখন আমার আগে তোমার পথ না চাবে ;
বড় বড় লম্বা লম্বা কথা আমি কব,
মুখ বুজিয়ে রবে তুমি দেখে খুসী হব ;
দাঁড় বেরিয়ে চুরুট মুখে ধোঁয়া ছেড়ে দেব,
তোমার মুখটা দেখে ফেলে স্বর্গে চড়ে যাব ;
বড় বড় মধ্যম-নারাণ সঙ্গে নিয়ে যাব,

ধনীর পায়ে বসে পড়ে কসে তা লাগাব;
এইত বুঝেছে ব্যবসা আমার তোমার সাহস নাই,
কেমন করে সমান হতে তুমি চাও তাই ?

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

পূজার কথা।*

(১)

উপক্রমণিকা।

পুরাকালে আমাদের দেশে সুরথ-নামে এক রাজা ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম আমাদিগের দেশে দুর্গা-পূজার প্রচলন করিয়া যান।

আজ কত কত বৎসর হইল, এই বাৎসরিক আনন্দ-সমাগমে আমাদের দেশ পূত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে! কত দিন হইতে প্রতিবৎসর এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রতি-হিন্দুর ঘরে ঘরে ঢুকিয়া ঢুকিয়া কি অপূর্ব্ব আনন্দময় উৎসবের হিল্লোলে আমাদের সারা বৎসরের ব্যথা-বেদনাগুলি অলক্ষ্যে মুছিয়া দিতেছে! কতকাল হইতে আজ এই অফুরন্ত মাতৃস্নেহ-সুধাপানে ভারতবাসী পরিতৃপ্ত! কিন্তু সকলের মূলে ও প্রথমে সেই কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি!—সুরথরাজার দুর্গোৎসব।

দেবতার ভাষায় অপূর্ব্ব ছন্দে এই কাহিনী-খানি রচিত। পণ্ডিতেরা ভাবে ও ছন্দে উভয়েই বিমুগ্ধ হইয়া যান, ভাষা-অনভিজ্ঞগণ, দুর্ব্বোধ্য হইলেও ইহার অপূর্ব্ব ছন্দো-রাগে আপনা বিস্মৃত হয়—ভাব না বুঝিলেও ভাষার সুরে তাহাদের কর্ণকুহরে কে যে নপ্রাণোন্মাদ-কারী দেবতার আশীর্ব্বাদ অকাতরে ঢালিয়া দেয়। আমরা এই পুণ্য কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে উদ্যত হইলাম।

(২)

বলিয়াছি, পুরাকালে এই সুরথরাজা আমাদের দেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন, তাহা আজকাল ঠিকভাবে জানিবার আমাদের উপায় নাই। কিন্তু তিনি যে একজন নিতান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহা শোনা যায় বটে। চিরকাল নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে চলিয়া রাজত্বের শেষভাগে তিনি এক মহা শঙ্কটময় অবস্থায় পতিত হইলেন।

কোথাকার এক ম্লেচ্ছ রাজা হঠাৎ এক দিন আসিয়া তাঁহার সুখের রাজ্যখানি অধিকার করিয়া বসিল এবং তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। আজন্ম রাজভোগে পালিত সুরথ-রাজা হঠাৎ রাজ্যচ্যুত হইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন এবং কোথায় আশ্রয় লইবেন তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

বিধর্ম্মী, অনাচারী রাজার হস্তে পড়িয়া রাজ্যের সকল পবিত্রতা দূর হইল। অনাচারে দেশ উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কেবল এক স্থানে ইহার প্রভাব ঢুকিতে পারিল না; মহারাজ সুরথ সেই স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে এক মুনির আশ্রম।

---

* মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী অবলম্বনে এই পৌরাণিক কথা লিখিত।

সদা-পুণ্যকার্য্যরত, তপঃপ্রভাবশীল মুনি-ঋষিদের আশ্রমে সেকালে নিতান্ত পরাক্রান্ত নৃপতিরও অধিকার ছিল না। তপঃপ্রভাবে তাঁহারা নিতান্ত শক্তিমান্ শত্রুর হস্ত হইতেও নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেন। মহামুনি মেধসের আশ্রমও এইরূপ তপঃসুদৃঢ় ছিল। এই সঙ্কট-সময়ে মহারাজ সুরথ সেই আশ্রমে যাইয়া মুনির শরণাগত হইলেন।

মহামুনি মেধস সমস্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে অতি যত্নে আশ্রমে স্থান দিলেন।

বড়ই সুন্দর সে আশ্রম। জন-কোলাহল সেখানে কাহারও শান্তিভঙ্গ করে না, অথচ শ্রুতি-মধুর পাপিয়া ও ভ্রমরের গুঞ্জন নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার অস্বচ্ছন্দতা দূর করিয়া দিতেছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে শিশির-মাথা শ্যামল বিটপিশ্রেণী কেমন মধুর হাসিয়া উঠে। সন্ধ্যায় সিন্দূররাগে গোধূলি-কণিকা-গুলি আবীরের মত কেমন চারিদিকে ছড়াইয়া যায়। জ্যোৎস্নার আলোকে শান্ত রজনীর লতাপাতাগুলি যখন দ্রব হেম-কান্তিতে অভিষিক্ত হইয়া স্বর্গের অপ্সরার মত পবিত্র হাসি হাসিতে থাকে, তখন কাহারও মনে আর এ সন্দেহ আসে না যে, এই পবিত্র আশ্রম স্বর্গেরই একটী মনোরম প্রদেশ কিনা।

কিন্তু এত সত্ত্বেও সুরথ-রাজার মনে এহেন স্থানে আসিয়াও শান্তি নাই। রাজ্য-চিন্তা ও প্রজার চিন্তা তাঁহার নয়ন হইতে আশ্রমের এমন মোহটুকুও আজ সরাইয়া রাখিয়াছে। রাজা কেবলই ভাবিতেছেন, রাজ্যের কথা; হায়, তাঁহার এত সাধের পুণ্যরাজ্যখানি আজ কোন অভিশাপে ম্লেচ্ছের অধিকার-মগ্ন। রাজা কেবলি ভাবিতেছেন, প্রজাদের কথা; হায়, কি অভিসম্পাতে আজ তাঁহার এমন সব প্রজা বিধর্ম্মীর হাতে পড়িয়া অনাচার-প্রপীড়িত!

মুনি রাজার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু কিছু কহিতেছেন না, শুধু মনে মনে একটু একটু হাসিতেছেন,—কি ভ্রম!

এইরূপ করিয়া দিন যায়, এমন সময়ে সেই আশ্রমে আর একটী অতিথির আগমন হইল। তাহার নাম সমাধি।

আশ্রমের উপকণ্ঠে সদ্য আগত সমাধির সঙ্গে প্রথমেই রাজার সাক্ষাৎকার হয়। রাজা কহিলেন, "তুমি আবার কে?"

সমাধি রাজাকে চিনিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন-পূর্ব্বক নিবেদন করিল, "মহারাজ, আমার নাম সমাধি। আমি বৈশ্যের ছেলে, পুত্র-কলত্রের জ্বালায় বাড়ী ছাড়িয়া বনে আসিয়াছি, এইখানে থাকিব।"

রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ আবার কি ঘটনা! স্ত্রী-পুত্রের জ্বালায় তুমি গৃহত্যাগ করিয়াছ নাকি?"

সমাধি কহিল, "ত্যাগ করিয়াছি কি মহারাজ? তাহারা আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। অর্থই আমার অনর্থের কারণ হইয়াছে।"

রাজা বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সমাধি বুঝাইয়া কহিল, "মহারাজ, আপনি রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন, আর কি রাজ্য আছে? সব অনাচারে ছারখার গিয়াছে। ম্লেচ্ছের সংস্রবে হিন্দু ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ভুলিয়া গিয়াছে। দেখুন না, আমি আজীবন-কাল এত কষ্ট করিয়া, এত পরিশ্রম করিয়া পরিবার

প্রতিপালন করিলাম, অর্থ উপার্জন করিলাম, এখন এই অর্থের লোভে আমাকেই কিনা তাহারা তাড়াইয়া দেয়।" রাজা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন; বলিলেন, "তবে আর কি? এস, তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা। চল উভয়ে এখন তবে একত্র হইয়া এই শান্তিময় স্থানে বাস করি। এমন সংসারের আর কোন মায়া রাখিয়া দরকার নাই।"

সমাধিও এই কথায় স্বীকৃত হইল। তখন উভয়ে মুনির নিকট যাইয়া অনুমতি লইয়া সেইখানে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু কৈ? শান্তির দর্শন ত পাওয়া যায় না। রাজা পূর্ব্বের মত রাজ্যের চিন্তা করিয়াই অস্থির, সমাধি তাহার সেই অকৃতজ্ঞ পুত্র-কলত্রের জন্যই পাগল।—কি করিয়া পুনঃ তাহাদিগের দর্শন পাইবেন, কেবল সেই কথাই ভাবিতেছেন।

রাজা একদিন সমাধিকে কহিলেন, "একি আশ্চর্য্য ভাই! সব বুঝিতে পারি, তবু মনটা পরিষ্কার করিতে পারি না। একি প্রহেলিকা?"

সমাধি কহিল, "আমিও তাই ভাবিতেছি। স্ত্রীপুত্র অর্থকে আমার অপেক্ষা বড় দেখিল, তাদের জন্যই আবার মন কাঁদিতেছে।"

রাজা কহিলেন, "কতদিন আর এভাবে কাটাইব? চল, একবার মুনির কাছে যাই। দেখি, তিনি কি বলেন।"

সমাধি সায় দিয়া কহিল, "সেই ভাল।"

তখন উভয়ে মুনির কাছে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মুনি তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মঙ্গল ত? কি খবর?"

রাজা ও সমাধি তখন বিনীতভাবে তাহাদের সমস্যার কথা কহিলেন—"একি প্রহেলিকা? সকলই বুঝিতে পারি, তবু মন প্রবোধ মানে না কেন? সংসার অনিত্য, স্ত্রী-পুত্র অনিত্য, আর মাত্র ভগবানের চিন্তা, কিন্তু তথাপি এই সব অনিত্য সামগ্রীর দিকেই মন এত ঝুঁকিয়া পড়ে কেন?"

মুনি কহিলেন, "এ-সব মহামায়ার খেলা। আগে মহামায়াকে বোঝ, তারপর এ সব বুঝিতে পারিবে।"

রাজা কহিলেন, "মহামায়া কে? তাঁহার স্বরূপ কি? তাঁহার লীলাখেলাই বা কি? এ সব আমাদিগকে বুঝাইয়া বলুন। আমরা ত কখনও তাঁহার কথা শুনি নাই।"

ঋষি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "শুনিবে কি? তাঁহাকে চিনিতে পারিলে যে, সকল অন্ধকারই দূর হয়। তিনিই হচ্ছেন জগতের আদি, তিনিই হচ্ছেন জগতের জীবন, তিনিই সকল জন্মাইতেছেন, তিনিই বিদ্যারূপে জ্ঞানদান করিতেছেন, আবার তিনিই অবিদ্যারূপে মোহ, মায়া ও মমতায় ফেলিয়া জীবগণকে সংসারাসক্ত করিতেছেন। এই মোহজাল অতিক্রম করিতে হইলে, উপাসনা-দ্বারা তাঁহারই যে তুষ্টি-সাধন করিতে হয়।"

রাজা কহিলেন, "বলেন কি? তবে কি তিনি ও ভগবান্ এক?"

ঋষি কহিলেন, "তা বৈ কি। তিনি যে তাঁহারই শক্তি। শারীরিক ও মানসিক শক্তির সঙ্গে আমাদের যেমন সম্পর্ক, সাধের

সঙ্গেও ভগবানের তেমনি সম্পর্ক। শক্তি আছে বলিয়াই, আমরা যেমন নানা কাজকর্ম্ম করি, ভগবান্‌ও তেমনি অনন্তশক্তি মায়ের সাহায্যেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সকল হইতেছে। তিনি যখন যোগ-নিদ্রারূপে ভগবানের চক্ষুর উপর বসিতেছেন, তখনই ভগবান্ নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন, সৃষ্টি প্রলয়ে ডুবিয়া যাইতেছে। আবার যখন তাঁহাকে উদ্বোধন করাই আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে তখন তিনিই আবার তাঁহার চক্ষু হইতে সে মোহ টানিয়া লইতেছেন, আবার সৃষ্টি ফুটিয়া উঠিতেছে। এক-কথায় তাঁহার লীলা-খেলাতেই জগৎ চলিতেছে। জগতের ক্রীড়াকাণ্ড তাঁহারই লীলা-খেলার প্রতিবিম্ব-মাত্র।"

রাজা ও সমাধি স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। কথাশেষে তাঁহারা কহিলেন, "প্রভু, এ অপূর্ব্ব ভারতী অমৃত-সমান। আমরা এই মহাদেবীর লীলা-খেলার কিছু আভাস পাইতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নিকট কিছু কিছু সে কাহিনী ব্যক্ত করুন। তিনি কখন্ কি-ভাবে জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, সেই কথা বলুন।"

মেধস কহিলেন, "নরবর, আমি সে কথা আজ তোমাদিগের নিকট অবশ্যই বর্ণনা করিব; কেননা উহা তোমাদের নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। তোমরা বিবেক-সম্পন্ন হইয়াও যে মোহ ও মমতা এখন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিতেছ না, এবং তাহার বিনাশের উপায় যে এই বর্ণনার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, একটু চিন্তা করিলেই সে কথা বুঝিতে পারিবে। প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব যে মহামায়ার কৃপা ছাড়া হয় না, এবং সেই জ্ঞান লাভ করিতেহইলে যে তাঁহার উপাসনা চাই, তাহাই আজ তোমাদিগকে এই বর্ণনা-দ্বারা বুঝাইব। সুতরাং অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।"

এই বলিয়া ঋষি মহামায়ার লীলা-কাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা নিজ ভাষায় সে কাহিনী পর সংখ্যায় বর্ণনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়

প্রাবৃটে উৎসব-দিনে।

প্রাবৃট অরুণ বিজলি-আভায়
　উদিল পূরব-গগনে।
নিবিড় নীরদ ত্যজিয়া আকাশ
　ছুটিল নগেন্দ্র-ভবনে।

হাসিল অবনী, গাহিল বিহগ,
　নাচিল পবন সঘনে।
লতায় পাতায় কুসুম সুরভি
　ফুটিল জীবনে জীবনে।

বরষা সুরসা, শ্যামলা ধরণী,
　তটিনী নবীনা যৌবনে
উদ্দাম তরঙ্গে ছুটিছে অধীরা,
　ধৌত করি বরা পুলিনে।

আষাঢ়ে শিখিনী প্রফুল্ল-অন্তরে,
নাচিছে পেকম বিথারি।
সুখময়ী ধরা স্নিগ্ধ-হৃদয়া
শান্তি-শীতলা পিয়ারী!

এ হেন সুন্দর শ্যামল ছায়ায়,
হে শিশু কি বলে ডাকিব তোমারে
জীবন-আনন্দ নয়নাভিরাম
কল্যাণ-আলোক বাছারে॥

রঞ্জন করেছ মা-বাপের হৃদি
"রঞ্জিত" নামেতে প্রচারি

ক্ষুদ্র শিশু হতে "মহান মানব,"
করুন তোমারে শ্রীহরি॥

দেবতা প্রসাদ দু-অন্ন আজিকে
যতনে দিতেছি বদনে।
দীর্ঘ আয়ু বল তুষ্টি পুষ্টি সহ
চিরদিন ভুঞ্জ সুমনে॥

অন্ন-ব্রহ্ম তোরে দিবেন আশীষ
বৃদ্ধি ঋদ্ধি হোক্ জীবনে।
শতশত বার চুম্বি তোর মুখ
ঐহিক আরাম সাধনে॥

শ্রীমনোজবা-রচয়িত্রী।

কবিত্ব-ধ্যানে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত দিন যুঝিয়া, ত্রিশ জন শত্রুকে হত ও এগার জন শত্রুকে আহত করিয়া, সন্ধ্যার পর সৈনিক তাঁবুতে বসিয়া কবিত্ব লিখিতেছিল; তাহার মন তখন তন্ময়, দৃষ্টি অবিচল এবং হস্ত লেখনী ধরিয়া সতর্কভাবে অপেক্ষা করিতেছিল।

সৈনিকের বন্ধু তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া হাস্যোজ্জ্বল-মুখে বলিলেন, "আজ তোমার কৃতিত্বের কথা শুনে ভারি খুসী হয়েছি;—এস আলিঙ্গন দাও—।"

তিনি সবলে তাহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিলেন, কিন্তু সৈনিক তাহার বক্ষের মধ্যেই ছিন্নমূল নবতরুর মত নিঃশব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল! বন্ধু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—এ কি!

তাহার হাতে লেখা কাগজে কবিতার শেষ চরণ পড়িলেন:—

"মিলন-পরশে মধুর আবেশে
ডুবির হরষে—

শেষের মিলটুকু আর নাই!—বুঝি কোন্ খানে ডুবিতে হইবে তাহাই খুঁজিতে—সেই স্থান টুকুই মিলাইতে—কবি গভীর সংযমে সমাহিত-চিত্তে ধ্যান-সাগরে ডুবিয়াছিল। অকস্মাৎ বাহ্য স্পর্শের আবেগ-পীড়নে কবির ধ্যানস্থ অন্তর-সংজ্ঞা উগ্র চমকে বেদনাহত ও বিকল হইয়া পড়িয়াছে,—কবি তাই মূর্চ্ছিত!

একদিনে যে একচল্লিশ জন শত্রুকে দুর্দ্ধর্ষ কঠোরতায় হতাহত করিতে পারে, সে এক মুহূর্ত্তে একজন মিত্রের প্রেমালিঙ্গন-স্পর্শে চেতনা হারাইয়া কুসুমকোমলা লতার ন্যায় লুটাইয়া পড়ে—কবিতা-সুন্দরীর অপার্থিব স্নিগ্ধ স্বাদু স্বচ্ছ-রস-পানে!

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩২ নং ব্যাটিনি বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 639. November, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৩৯ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৩। নবেম্বর, ১৯১৬। | ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

নমিতা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(৭)

কথোপকথনরত লোক-তিনটির একজন স্বরস্থন্দর তেওয়ারী, দ্বিতীয় ব্যক্তি ডাক্তারবাবুর ভাই নির্ম্মল-চন্দ্র, এবং তৃতীয় ব্যক্তি একজন নিম্নশ্রেণীর প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী ;—সে ব্যক্তি সেইমাত্র অন্যদিক হইতে আসিয়া তাহাদের নিকট দাঁড়াইল।

মুক্তচ্ছত্র-স্কন্ধে নির্ম্মল মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল। স্বরস্থন্দর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মুখখানাও ছাতায় আড়াল পড়ায় সেও নমিতাকে দেখিতে পাইল না।

নমিতা নিঃশব্দে পিছু হাটিয়া মোড়ের আলোক-স্তম্ভের পাশে সরিয়া দাঁড়াইল,—বিদ্যুতের মত একটা তীক্ষ্ণ জ্বালাময় সংশয় চকিতে তাহার মনের উপর সবেগে চমকিয়া [illegible] ইহারা এই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে পথে দাঁড়াইয়া কি গুরুতর প্রসঙ্গের আলোচনায় এমন তন্ময়ভাবে ব্যাপৃত রহিয়াছেন? সকাল বেলার সেই অপ্রীতিকর ঘটনা-বিবরণ ত নয়?—অসম্ভব, স্বরস্থন্দর কি তত অনাবশ্যক-চর্চ্চাপ্রিয় লোক হইবে!—না, বিশ্বাস হয় না। নমিতার উদ্বিগ্ন অন্তরের মধ্যে একটা গুপ্ত আগ্রহ নিঃশব্দে মাথা তুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল ;—ইহারা ত প্রকাশ্য রাজপথের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে কথা কহিতেছেন, সুতরাং ইঁহাদের কথা অতর্কিতে কাহারও কর্ণগোচর হইলে, বোধ হয়, বেশী ক্ষতির সম্ভাবনা নাই! চিত্তের সমস্ত সংশয় ঝাড়িয়া ফেলিয়া নমিতা শক্ত হইয়া দাঁড়াইল।—ইহাদের কথাটা কি?

কিন্তু নমিতার দুর্ভাগ্য-বশতঃ আলোচিত প্রসঙ্গ ছাড়িয়া সুরসুন্দর তখনই সেই সদ্য-আগত লোকটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে মন দিল। কোন ব্যক্তির পীড়ার সম্বন্ধে কি দুই-চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, পরে নিজের জামার পকেট হইতে কাগজে জড়ান কয়েকটা ড্রেসিং ফোরসেপস্ এবং একটা ছোট শিশিতে ভরা 'পটাশ পার্‌মাংগ' বাহির করিয়া সেই লোকটির হাতে দিয়া, হিন্দীতে বলিল, "তুমি গরম জল প্রস্তুত করিবে চল, আমি যাইতেছি।"

লোকটা কৃতজ্ঞতায় বিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইল। সে দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে নির্ম্মল কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে সুরসুন্দরের পানে চাহিয়া সোৎসুকে প্রশ্ন করিল—"এদের বাড়ীতে ড্রেস করতে যান, ফীজ্ নেন?"

"ফীজ্!—"এই বলিয়া সুরসুন্দর হাসিল। তাহার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "না, নির্ম্মল-বাবু! আমি নিজে গরীব, আমি আবার গরীবের কাছে কিসের দাবী কোর্ব্বো? শুধু খেটে তাদের যত-টুকু উপকার কর্‌তে পারি, সেইটুকুই আমার পরম লাভ।"

সুরসুন্দরের কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটি পরম আন্তরিকতার ভাষা ফুটিয়া উঠিল। নির্ম্মল সেটুকু লক্ষ্য করিয়া গভীর-সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিল, পর-মুহূর্ত্তে কে জানে কি ভাবিয়া—সুরসুন্দরকে একটু নিষ্ঠুর আঘাত করিবার জন্যই যেন সকৌতুকে হাসিয়া বলিল, "অনুগ্রহের স্পর্দ্ধা!"

সুরসুন্দর আহত করুণ-দৃষ্টিতে একবার নির্ম্মলের পানে চাহিল, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি করতে পারি? যে রকম সময় পড়েছে, শ্রদ্ধা, প্রীতি, স্নেহ সবই জমাখরচের ওপর অদল-বদল চলছে নির্ম্মলবাবু! বিশেষতঃ আমার মত দরিদ্রের স্পর্দ্ধাটা সংসারের বুদ্ধিমান্ লোকেদের চক্ষে ক্রমশঃই সন্দেহ-জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে!"

নির্ম্মল কপট ব্যঙ্গে বলিল, "আপ্‌নার যে অন্যায় বাবু;—যার তার সঙ্গে অযাচিত বাধ্য-বাধকতা স্থাপনের উদ্দেশ্যটা আপ্‌নার কি বলুন তো?"

হাসিয়া সুরসুন্দর উত্তর দিল, "আমার নির্ব্বুদ্ধিতা!—"

নির্ম্মল একটু হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। একটা প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতায় তাহার মুখখানা ম্লান হইয়া উঠিল—দুই মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া হঠাৎ মাথা নাড়িয়া ধিক্কার-ব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিল, "না, মুখে হাসছি বটে দাদা, কিন্তু মন আমার ভারি ছোট হয়ে গেছে!"

"কিছু না নির্ম্মলবাবু, আমার মন কিন্তু এতে ভারি বড় হয়ে উঠেছে। নির্ম্মলবাবু! সবাই ভুল্‌লেও আমি ত ভুলি নি যে, পনের বছর বয়েসে হঠাৎ দুর্দ্দশার মাঝে পড়ে আমার জীবনের ওপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে! আপ্‌নারা শুধু আমার কাজের সফলতাটুকুই দেখে খুসী হয়েছেন, কিন্তু বিফলতার পরিমাণটা ত জানেন না!—"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সুরসুন্দর কপালের ঘাম মুছিল ও দুই মুহূর্ত্ত পরে ঈষৎ আত্মসম্বরণ করিয়া মৃদু-কোমল হাস্যে বলিল—"ছাপাখানায় কম্পোজিটারী করে কম্পাউণ্ডারী পাশ করেছি নির্ম্মলবাবু! সে-কথা এর মধ্যে ভুলে গেলে ভাগ্যদেবতা যে আমায় অকৃতজ্ঞ বলে অভিশাপ দেবেন!"

নমিতার সর্ব্বশরীরের শিরায় শিরায় একটা নিগূঢ় বেদনাবহ লজ্জার কম্পন বহিয়া গেল!—ছিঃ ছিঃ ধিক্, দুর্ব্বল ঔৎসুক্যে সে ইহাই শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল! না, নমিতার এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এখনই হওয়া উচিত; সে এখনই উহাদের সম্মুখ দিয়াই ঐ পথটুকু দৃঢ়পদে অতিক্রম করিয়া যাইবে।

নমিতা অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অদূরস্থ মৃৎকুটীরের দ্বার ঠেলিয়া বার-তের বৎসর-বয়স্ক একটি টুক্‌টুকে সুন্দর হিন্দুস্থানী বালক সুরসুন্দরের দিকে ছুটিয়া আসিতে আসিতে আগ্রহান্বিত কণ্ঠে ডাকিল—"মামুজী!"

"মামুজী"—। প্রতিধ্বনি-ব্যঞ্জক এই কোমল উত্তর সহ সহাস্যবদনে সুরসুন্দর ফিরিয়া চাহিল, স্নেহময় কণ্ঠে বলিল, "কেয়া খবর বাচ্চা? মায়্‌জীকো তবিয়ৎ আচ্ছি হ্যায় তো?"

"জী হাঁ", উৎফুল্ল মুখে বালক বলিল, "আপ্‌কো দাওয়াই বহুৎ কাম কিয়া!"

"হামারা দাওয়াই?" এই বলিয়া সুরসুন্দর হাসিল। তাহার পর নির্ম্মলের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "নির্ম্মলবাবু, ছনিয়ার যত অপরাধী জীব এরাই! এদের ক্ষমা করা যায় না, কি বলুন্?

বালক আসিয়া সুরসুন্দরের পার্শ্বে দাঁড়াইল। সুরসুন্দর তাহার স্কন্ধ-বিলম্বিত গামছার প্রান্তভাগ টানিয়া বিস্তৃত করিয়া, নিজের মাথা হইতে টুপী খুলিয়া,সেই সদ্যঃসঞ্চিত পুষ্পগুলি তাহাতে ঢালিয়া দিল।

নমিতা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল! সুরসুন্দর এই বালককে দিবার জন্য, এই জ্বলন্ত দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে বাগানে ঢুকিয়া ফুল তুলিয়া আনিয়াছে! —সুরসুন্দরের এই ছেলে-মানুষী খেলাকে কোন্ বিশেষণে অভিহিত করা যায়? সে বাস্তবিক প্রকৃতিস্থ আছে তো?

বালক সেই ফুলগুলার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া হর্ষ-বিকসিত মুখে কি দুই-চারিটা কথা মৃদুস্বরে বলিল, বুঝা গেল না। নির্ম্মল বালকের মুখপানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কালকের সেই ফুলগুলা বিক্রী করে কত পেয়েছিলে রামপ্রসাদ?"

পার্শ্ববর্ত্তী পানের দোকানে প্রৌঢ় অধিস্বামী এতক্ষণ পরস্পর-বদ্ধ বাহুদ্বয়ের আশ্রয়ে হাঁটু গুটাইয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়াছিল। সে লোকটিও হিন্দুস্থানী। নির্ম্মলবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সে এইবার সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "কাল্ বাবু, এক মস্ত দাঁও মারা গিয়াছিল। সেই ফুলে মাঝারি রকমের বেশ দু'ছড়া চন্দন-সই মালা তৈরী হয়েছিল। সন্ধের সময় কোন্ এক বড়লোকের খানসামা এসে, ভারি দরকার জানিয়ে মালা-দু'ছড়া চাইলে। আমি একটু রগড় করবার জন্যে আট আনা দাম হাঁক্‌লুম—কিন্তু তাহার নাকি ভারি তাগাদা, তাই আর দর করবার সময় পেলে না; এক ডাকেই আট আনা দাম দিয়ে মালা-দু'ছড়া কিনে নিয়ে চলে গেল; অন্য সব দোকানদাররা হাস্‌তে লাগ্‌ল।" প্রৌঢ় থামিল, অবজ্ঞাব্যঞ্জক কটাক্ষে একবার পার্শ্ববর্ত্তী দোকান-গুলির পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে বলিল, "তা বাবু আর হাসি কি আছে? বড়লোকের পয়সা দেওয়ালে আর খেয়ালেই তো যায়; তা আমরা গরীব, ঐ রকমের হাতামুটো যা আদায় করতে পারি তাই ভাল, তাঁরা তো আর হাত তুলে কেউ—। এই দেখুন না, সেই পয়সায় গরীব ছোঁড়াটার বুড়ী নানীর রোগের পথ্য হ'ল, ছোঁড়ার দু'খানা রুটিরও যোগাড় হ'ল। আপ্‌নারা ভাল লোক, ভাগ্যে দয়া করে ফুলগুলি যোগাড় করে দিয়ে যান, তাই। তা নইলে ঐ গরীব ছোড়াটার যে কি—!"

নমিতা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আত্ম-বিস্মৃতের মত চাহিয়া রহিল! এ সকল সে শুনিতেছে কি? দেখিতেছে কি?—সুরসুন্দর যে ক্রমশঃ বাস্তবিকই একটি কেমন-তর কি হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই সুরসুন্দর সেই অসভ্য মেড়ুয়াবাদী! এই সুরসুন্দর সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তি!

প্রৌঢ় দোকানী প্রশংসার আবেগে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে দেখিয়া, বিব্রত সুরসুন্দর তাহার কথাটা থামাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বালকটির

কাছে টানিয়া, এ-ও-সে কতকগুলা বাজে প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া, ব্যস্তভাবে তাহাকে বলিয়া দিল যে, তাহার পীড়িতা নানীকে সুরসুন্দর বৈকালে হাঁস-পাতাল যাইবার সময় দেখিয়া যাইবে।

নির্ম্মলের দিকে ফিরিয়া সুরসুন্দর বলিল, "এখন তা'হলে আসি নির্ম্মলবাবু! আপ্‌নি বাড়ী যান, ঢের বেলা হয়েছে; রৌদ্রে আর,—।"

অদূরে নতমুখে আগমনশীলা নমিতার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সুরসুন্দর ত্রস্তভাবে থামিল। নির্ম্মল মুখ ফিরাইয়া চাহিল, উভয় পক্ষে দৃষ্টিবিনিময় সহ সংক্ষিপ্ত সঙ্কেতে নমস্কার-বিনিময় হইল। সুরসুন্দর কিন্তু একটু বেশী রকমই লজ্জাবিপন্নতা বোধ করিল; তাহার মনে হইল, নমিতা বড় শীঘ্র এ রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য, সুরসুন্দর নির্ম্মলবাবুর সহিত কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক হইয়া পড়ায়, এ রাস্তায় নমিতার আগমনের অচির-সম্ভাবনার কথাটুকু একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল,—তাহা ঠিক। সুরসুন্দরের এই নির্ব্বুদ্ধিতার ত্রুটিটুকু আমার্জ্জনীয়ও বটে; কিন্তু তাহা হইলেও নমিতার যেন আর একটু পরে এখানে আসাটাই ঠিক ছিল। এ আগমন যেন নিতান্তই অতর্কিত আগমন! ইহার উদ্দেশ্য যেন শুধু অসতর্ক অপরাধীদিগের হাস্যোদ্দীপক-বর্ব্বরতা পরিদর্শনমাত্র! আর কিছু নয়। নিজের উপর সুরসুন্দর মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, কথাবার্ত্তার উত্তেজনায় মাতিয়া মূর্খ সে, কেন একটা সময়ের আন্দাজ ঠিক রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল? এ কি তাহার বিষম অসাবধানতা?

নিরুপায়! কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে সুরসুন্দর, পানওয়ালার দোকান ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া দোকানের কাঠের পাটায় তর্জ্জনীর ঠোক্কর মারিতে লাগিল। তাহার একবার ইচ্ছা হইল যে, সে তখনই হন্-হন্ করিয়া নমিতার আগেই অগ্রসর হইয়া পড়ে, কিন্তু এবার অগ্রসর হইবার সামর্থ্য তাহার ছিল না,—অগ্রসর হইবার সঙ্কল্পটাও যেন এবার তাহার নিকট অত্যন্ত অসৌজন্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইল।

নির্ম্মল অল্প কথায় বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল; বালক রামপ্রসাদ সুরসুন্দরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অকুণ্ঠিত কৌতূহলপূর্ণ নয়নে নীরবে নমিতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ধীর সংযত পাদক্ষেপে নমিতা দোকানের সম্মুখস্থ পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। পথের দুই পার্শ্বে, দোকানে কার্য্যরত ব্যক্তিগণ, যাহারা দুই বেলা এই পথে নমিতাকে গমনাগমন করিতে দেখে—তাহাদের কেহ কেহ একবার দৃষ্টি তুলিয়া সেই শান্ত-সরল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ তরুণ সুন্দর মূর্ত্তিটির পানে চাহিল, তাহার পর সসম্ভ্রমে দৃষ্টি নত করিল।

(৮)

বাড়ীতে আসিয়া নমিতা একবারে নিজের কক্ষে গিয়া উঠিল। উঠানে, বারেন্দায় তখন তাহার ভাই-বোন কেহ ছিল না; মাতার কথার শব্দ রান্নাঘর হইতে পাওয়া গেল; বোধ হয়, সেইখানেই সকলে আছে।

ঘরে ঢুকিয়া নমিতা দেখিল, টেবিলের উপর অনিলের সদ্যঃসমাগত পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বেশ-পরিবর্ত্তনের অবকাশ হইল না, নমিতা তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বেশী কথা নহে, সংক্ষেপেই অনিল এখানকার সকলের কুশল জানিতে চাহিয়াছে, এবং নিজের মঙ্গল-সংবাদ জানাইয়াছে; আর 'পুনশ্চ'-সম্বোধনে লিখিয়াছে যে তাহার চরম পরীক্ষার আর বড় দেরী নাহি, সেই জন্য সে ব্যস্ত আছে।

পত্রখানা যথাস্থানে রাখিয়া নমিতা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। ধীরে তাহার হৃদয়ে

নানা চিন্তার আলোড়ন আরম্ভ হইল ; হাসপাতালের ঘটনাবলী, দত্তজায়া-মহোদয়ার দাম্ভিকতা, সুর-সুন্দরের আচরণ, একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল ; ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত চিত্ত একটা নিবিড় আনন্দ-বিহ্বলতার মধ্যে মগ্ন হইয়া পড়িল ! কি অদ্ভুত, কি আশ্চর্য্য, সুরসুন্দর তেওয়ারী তাহাদের পর ?—সে বিদেশী, অনাত্মীয়, সে তাহাদের কেহই নহে !—সত্যই কি সে কেহই নহে ?

ভাল, কেহই যদি না হইল, তবে সে অমন সহজে অত লোককে কেমন করিয়া আত্মীয়তার শৃঙ্খলে বাঁধিল ? অবশ্য নমিতার সহিত তাহার কোন সম্পর্কই নাই, ইহা খুব সত্য কথা ; কিন্তু এই সম্পর্কহীনতাই যে নমিতার অন্তরকে একটা সূক্ষ্ম বেদনায় পীড়িত করিতেছে !—নমিতা কিছুতে সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে ধারণা করিয়া লইতে পারিতেছে না যে, সত্যই সুরসুন্দর তাহাদের আপনার জন কেহ নহে, সুর-সুন্দরের সহিত তাহাদের কোনই সম্পর্ক নাই ; যেটুকু সম্পর্ক আছে, সে শুধু কার্য্যালয়ের সম্পর্কমাত্র, কার্য্যসাধনে যন্ত্রের সহিত যন্ত্রের প্রাণহীন পরিচয়টুকু শুধু !—তাহার অপেক্ষা বরং সম্পর্কের বেশী দাবীদাওয়া ঐ স্বদেশী স্বজাতি ভদ্রলোক—ডাক্তার মিত্রের !

অসহ্য চিন্তা ! নমিতা সজোরে মুখ ফিরাইল ; টেবিলের উপর অনিলের চিঠি-খানার উপর দৃষ্টি পড়িতেই হঠাৎ তাহার মন এক অপরিসীম সান্ত্বনার রসে ভরিয়া উঠিল ! না না, ঐ ত তাহার বড় ভাই অনিল রহিয়াছে, অনিলকে কি সে নিঃসম্পর্কীয় বলিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারে ? না সে আজ সুদূর সমুদ্র-পারে অবস্থান করিতেছে বলিয়া নমিতার সহিত তাহার সমস্ত সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে ? অবশ্য, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যদি রক্তের সম্পর্কের দাবীটাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও সেই রক্তের সম্পর্কের দাবীও চক্ষু এবং মনের অনুমতি-সাপেক্ষ। মন অবিশ্বাস করুক্, চক্ষু অগ্রাহ্য বলিয়া মানিয়া লউক, তখন দেখা যাইবে,—কোথায় থাকে সেই সম্পর্ক-জ্ঞানের দাবী আর দায়িত্ব !

না থাক, কূট তর্ক নিষ্প্রোয়জন ; কিন্তু খুব সরল-ভাবে স্বচ্ছন্দমনে ভাবিয়া দেখিতে গেলে, ঐ বিদেশী হিন্দুস্থানী যুবাকে কখনই পর বলিতে পারা যায় না।

আচ্ছা, নিজের দিক্ হইতে বিচার করা যাক। এই যে অনিল কার্য্যগতিকে বিদেশে গিয়া বাস করিতেছে,—সেই বিদেশী লোকগুলি যদি সকলে মিলিয়া নিজ-নিজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাদিগকে সংযত রাখিয়া অনিলকে বিদেশীয় বলিয়া দূরে দূরে হটাইয়া রাখিয়া চলে, তবে সেই প্রবাসের সুন্দর অভিশাপ ও ক্ষোভপূর্ণ জীবনটা অনিলের বাস্তবে এবং অনিলের ভগিনী নমিতার কল্পনায় কিরূপ আনন্দময় প্রতীয়মান হইতে পারে ?

বাস্তবিকই, 'পর পর' বলিয়া হাঁকাহাঁকি ডাকা-ডাকিতে হৃদয়হীন বর্ব্বরতা ছাড়া আর কোনই কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না। সুরসুন্দর এখানে যাহাই হউক, কিন্তু সেও তাহার নিজের দেশে স্বদেশী, নিজের জাতির মাঝে আপন জন ;—সেও মাতার পুত্র, ভগিনীর ভাই ও ভ্রাতার সহোদর !—তবে ?

না, অন্য যে পারে সে পারুক, কিন্তু নমিতা কখনই সুরসুন্দরকে পর বলিয়া দূরে সরাইতে পারিবে না ; পারিলে যে তাহাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে ! তাহার নিজের ভাই বিদেশে বাস করিতেছে, সে কেমন করিয়া তাহার দেশের প্রতিবেশী, সৌহার্দ্দ-মমতায় ঘরের লোক সুর-সুন্দরকে পর বলিয়া অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা করিবে ? না, নমিতা তাহা পারিবে না ;—অনিলের মত সুরসুন্দর